কাদিয়ানী রদ

পঞ্চম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল
হুদা হাদিয়ে জামান-সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলনাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ ফকিহ
শাহ্সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্সুফী জনাব পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ রহঃ এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক বশিরহাট
"নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

★ তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪১০ সাল ★

সাহায্য মূল্য ৪০টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله

سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

কাদিয়ানি-রদ

মির্জ্জার গুপ্ত-রহস্য

প্রথম অধ্যায়

মেশকাত, ৪৬৫ পৃষ্ঠা—

عن ابي هريرة ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال
لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من
ثلثين كلهم يزعم انه رسول الله متفق عليه ●

"(হজরত) আবুহোরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবে না, যতক্ষণ প্রায় ত্রিশজন প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী প্রেরিত না হয়, তাহাদের প্রত্যেকে দাবি করিবে যে, নিশ্চয় সে আল্লাহতায়ালার রছুল। বোখারি ও মোছলেম এই হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন।" এস্থলে কতকগুলি

জাল নবুয়তের দাবীকারিদের অবস্থা লিখিত হইতেছে ঃ—

(১) মোছায়লামা - কাজ্জাব, মাওয়াহেবে - লাদুন্নিয়া ও জরকানিতে লিখিত আছে, মোছায়লামার বয়স ১৫০ বৎসর হইয়াছিল, হজরত নবি (ছাঃ) এব নবুয়ত প্রাপ্তির সময় তাহার বয়স ১২৫ বৎসর ছিল, সে ব্যক্তি রহমানে-ইমাম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যখন নবি (ছাঃ) প্রথমে বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম পড়িয়াছিলেন, তখন কোরেশগণ বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে মোছায়লামার উল্লেখ হইয়াছে। মোছায়লামা বনু হানিফা সম্প্রদায়ের সঙ্গে মদিনা শরিফে হজরত নবি (ছাঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া মুছলমান হইয়াছিল, কিন্তু ইহার সঙ্গে এই দরখাস্ত পেশ করিয়াছিল যে, অর্দ্ধেক রাজ্য আমাকে দিতে হইবে, ইহাতে হজরত নবি (ছাঃ) অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে সে ইয়ামামাতে উপস্থিত হইয়া নবুয়তের দাবি করিয়া হজরতের নিকট এই মর্ম্মের একখানা পত্র লিখিয়াছিল, — " মোছায়লামা রছুলুল্লাহ হইতে মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ এর নিকট, নিশ্চয় আমি এই কার্য্যে আপনার অংশীদার, আমার জন্য অর্দ্ধেক এবং কোরাএশদের জন্য অর্দ্ধেক। "

তদুত্তরে হজরত নবি (ছাঃ) লিখিয়াছিলেন ; — বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম, মোহাম্মদর রাছুলুল্লাহ হইতে মিথ্যাবদী মোছায়লামার নিকট পৌঁছে, যে ব্যক্তি সত্যপথের অনুসরণ করিয়াছে, তাহার উপর ছালাম। জমিন আল্লাহতায়ালার জন্য, তিনি নিজের বান্দাগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন উহার মালিক করাইয়া দেন, পরহেজগারগণের পরিণাম উৎকৃষ্ট।

আল্লামা এবনো-আছির তারিখ-কামেলে লিখিয়াছেন, নাহার নামক একব্যক্তি হেজরত করিয়া নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং কোরআন শিক্ষা করিয়া ইয়ামামাবাসি নব-ইছলামধারিগণের শিক্ষা দেওয়া মানসে চলিয়া যায়, মোছায়লামা কোন কৌশলে তাহাকে স্বমতাবলম্বী করিয়া লয়। সেই নাহার ইয়ামামা দেশে এই কথা প্রচার করিয়া ফেলে যে, হজরত নবি

(ছাঃ) মোছায়লামাকে নিজের নবুয়তের শরিক করিয়াছেন। ইমামাবাসিগণ নব-ইছলামধারী ছিল, দীনের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন নাই এবং নাহার সকলের মধ্যে আলেম ও শিক্ষা-দাতা ছিল, এই হেতু তাহারা ভাল ধারণায় তাহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া লইল এবং মোছায়লামার অনুগত হইয়া গেল। মোছায়লামা বুদ্ধিমান ও সুবক্তা ছিল, এই হেতু দাবি করিয়া বসিল যে, আমার উপর অহি নাজিল হইয়া থাকে, আর কতকগুলি 'কাফিয়া' যুক্ত কথা প্রস্তুত করিয়া বলিত যে, ইহা আমার উপর অহি হইয়াছে।

আল্লামা খয়রুদ্দিন আলুছি লিখিয়াছেন, সে একখানা কেতাব প্রস্তুত করিয়া উহা এলহামি কেতাব বলিয়া দাবি করিয়াছিল। মূলকথা, সে নব-ইছলামধারিদিগকে বাধ্য করিয়া বক্তৃতার বলে নবি হইয়া বসিল, সে কোন নূতন শরিয়ত প্রচার করে নাই, বরং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িত এবং হজরত নবি (ছাঃ) এর নবুয়ত স্বীকার করিত। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক খেলাফত কালে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাহার হত্যা-সাধন করেন।

(২) আছওয়াদ আনাছি, এই ব্যক্তি হজরত নবি (ছাঃ) এর জামানায় নবুয়তের দাবি করিয়াছিল, সে ভোজ-বিদ্যা দ্বারা অলৌকিক কার্য্য-কলাপ দেখাইত, দুইটী শয়তান তাহার নিকট লোকদের অবস্থা প্রকাশ করিত, সেইহেতু সে গায়েব জানিবার দাবি করিত, তাহার সম্মুখ দিয়া একটী গর্দ্দভ যাইতেছিল, হঠাৎ গর্দ্দভটী পড়িয়া যায়, ইহাতে সে বলিতে লাগিল যে, গর্দ্দভটী আমাকে ছেজদা করিয়াছে, যখন গর্দ্দভটী উঠিতে লাগিল, তখন আছওয়াদ কিছু বলিতে লাগিল, যেন লোকে বুঝিতে পারে যে, উক্ত প্রাণী তাহার আদেশে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ইহাকে মো'জেজা স্থির করিয়াছিল। নাজরাণের লোকেরা তাহার অনুগত হইয়া পড়ে, সে ৬ শত লোক লইয়া 'ছানায়া' দেশ অধিকার করিয়া লয়। হজরত নবি (ছাঃ) তাহাকে হত্যা করার আদেশ দিয়াছিলেন, চারি

মাস পর্য্যন্ত তাহার প্রচার কার্য্য প্রবল বেগে চালিয়াছিলেন, ফারকাদে দয়লমী ধোকা দিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল; — জরকানি।

(৩) এবনো-ছাইয়াদ মদিনা শরিফের একজন য়িহুদীর পুত্র তাহার একটী চক্ষু কানা ও দাঁতগুলি উচ্চ ছিল, হজরত নবি (ছাঃ) তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি আমাকে রাছুলুল্লাহ বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান কর কিনা? তদুত্তরে সে বলিয়াছিল, হাঁ, আপনাকে আরবের উম্মিদের নবি বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করি। তৎপরে এবনো ছাইয়াদ বলিয়াছিল, আপনি আমাকে নবি বলিয়া স্বীকার করেন কিনা? তৎশ্রবণে নবি (ছাঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রছুলগণের প্রতি ইমান আনিয়াছি। তৎপরে হজরত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দেখিয়া থাক? সে বলিল, আমি পানির উপর সিংহাসন দেখিয়া থাকি। হজরত বলিয়াছিলেন, তুমি সমুদ্রে ইবলিছের সিংহাসন দেখিয়া থাক। হজরত বলিলেন, তুমি আর কি দেখিয়া থাক? সে বলিল, দুইটী সত্যবাদী লোককে এবং একজন মিথ্যাবাদী লোককে দেখিয়া থাকি— অর্থাৎ আমার নিকট জ্বেনেরা সংবাদ আনয়ন করিয়া থাকে, দুইজন সত্য সংবাদ প্রদান করিয়া থাকে, আর একজন মিথ্যা সংবাদ প্রদান করে। হজরত বলিলেন, শয়তান তোমার উপর সত্য-মিথ্যা মিলাইয়া দিয়াছে।

হজরত বলিলেন, আমি তোমার পরীক্ষার জন্য একটী আয়ত মনে মনে স্থির করিয়াছি, তুমি বলত, সে কি? সে বলিল, دخ দোখ, হজরত বলিলেন, তুমি লাঞ্ছিত হও, তোমার সম্মান বৃদ্ধি হইবে না। হজরত এই আয়ত মনে করিয়াছিলেন, —

يوم تاتي السماء بدخان مبين

এবনো-ছাইয়াদ সম্পূর্ণ ' দোখান ' বলিতে না পারিয়া কেবল ' দোখ্ ' বলিয়াছিল।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এবনো-ছাইয়াদ মদিনা শরিফে মুছলমান অবস্থায় মরিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, সে নিরুদ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

(৪) তোলায়খা বেনে খোয়াএলেদ, এই ব্যক্তি বনু-আছাদ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, হজরত আবুবকর (রাঃ) র খেলাফত কালে খয়বরের এক অঞ্চলে নবুয়তের দাবি করে। গাৎফান সম্প্রদায় তাহার সহহায়তা করিয়াছিল, তৎপরে তওবা করিয়া মুছলমান হইয়াছিল, ইহা ফৎহোল বারিতে আছে।

এবনো-আছাকের বর্ণনা করিয়াছেন, তোলায়খা হজরত নবি (আঃ) এর জামানায় নবুয়তের দাবি করিয়াছিল, কিন্তু হজরত আবুবকর (রাদঃ) র জামানায় এই দাবি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

(৫) ছোয়াএদের কন্যা ছাজাহ, এই স্ত্রীলোকটী 'তাগলাব' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, নবুয়তের দাবি করিয়াছিল। তামিম সম্প্রদায় তাহার সাহায্যের জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল, নেকড়ে বাঘের উপর আরোহন করিত, হঠাৎ লোকের প্রাণবধ করিত। মোছায়লামা সেই সময় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ছাজাহ বলিল, তোমরা চল, আমরা মোছালামাকে পরীক্ষা করিব, সে বৃহৎ একদল সৈন্য লইয়া ইমামায় উপস্থিত হইল, মোছায়লামা ইহা জানিতে পারিয়া ভীত হইয়া পড়িল এবং উপঢৌকন পাঠাইয়া তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিল। একটী তাবুতে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, ছাজাহ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার উপর কি অহি নাজিল হইয়াছে। মোছায়লামা কিছু রচনা করিয়া পড়িল। ইহাতে ছাজাহ তাহাকে নবি বলিয়া স্বীকার করিল। মোছায়লামা বলিল, যদি তুমি আমার সঙ্গে নিকাহ কর, তবে আমাদের উভয়ের সৈন্যদল দ্বারা আরব দেশ অধিকার করিয়া লইতে পারিব। ছাজাহ তাহাই স্বীকার করিল এবং তাহার উপর দরূদ পড়িল। ইহার দেনমোহরে মোছায়লামা ফরজ ও এশার নামাজ মাফ করিয়া দিল, এই হেতু মরুভুমির বনু-তমিম সম্প্রদায় উক্ত দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না। হজরত আবুবকরের জামানায় ছাজাহ নবূয়তের দাবী করিয়াছিল এবং হজরত মোয়াবিয়ার জামানায় তওবা করিয়া মুছলমান হইয়াছিল। ইহা গোরাবোল-খাছায়েছে আছে।

(৬) মিথ্যাবাদী মোখতার, ছোফাএফ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল,

সে হজরত এবনোজ্জোবাএরের জামানায় নবুয়তের দাবি করিয়াছিল, নিজের পত্রে মোখতার রাছুলুল্লাহ লিখিত এবং বলিত যে, আমার উপর অহি নাজিল হইয়া থাকে। হজরত নবি (ছাঃ) ইহার সংবাদ দিয়া গিয়াছিলেন।

(৭) কবি মোতানাব্বি, সে নবুয়তের দাবী করিয়াছিল, তাহার কবিতাবলী 'দিওয়ান মোতানাব্বি' নামে অভিহিত রহিয়াছে।

(৮) মিথ্যাবাদী বহাবুজ, খলিফা মো'তামেদের জামানায় নবুয়তের দাবি করিয়াছিল, সে জাঞ্জে অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল, এরাক বরবাদ করিয়াছিল, ছৈয়দদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, খোদা আমাকে রাছুল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু আমি রেছালাত স্বীকার করি নাই। আরও সে গায়েব জানিবার দাবী করিত।

(৯) এহইয়া বেনে জেকরাওয়হে কেরমাতি, এই ব্যক্তি খলিফা মোকতাফির জামানায় নবুয়তের দাবি করিয়াছিল।

(১০) তাহার ভ্রাতা হোছাএন নবুয়তের দাবি করিয়াছিল।

(১১) ইছা বেনে মেহরায়হে, এই লোকটা বলিয়াছিল যে, আমার উপাধি মোদ্দাছ্ছের, সে নবুয়তের দাবি করিয়া শাম দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল এবং মহা অশান্তি ঘটাইয়াছিল, অবশেষে সে তথায় নিহত হইয়াছিল।

(১২) আবুতাহের কেরমাতি, এই ব্যক্তি খলিফা মোক্তাদেরের জামানায় নবুয়তের দাবী করিয়াছিল এবং হাজারে আছওয়াদকে কা'বা হইতে উৎপাটন করিয়া লইয়াছিল।

(১৩) এক ব্যক্তি নাহাওয়ান্দের অঞ্চলে মোস্তাজহার খলিফার জামানায় ৪৯৯ হিজরীতে পয়গম্বর বলিয়া দাবী করিয়াছিল, বহু লোক তাহার অনুগত হইয়া পড়ে, অবশেষে তাহাকে ধৃত করিয়া হত্যা করা হয়।

(১৪) এক ব্যক্তির নাম 'লা' ছিল, মগরেব দেশে ইহার

আর্বিভাব হইয়াছিল, সে لا نبي بعدى “আমার পরে কোন নবি হইবে না।” এই হাদিছের এইরূপ বিকৃত অর্থ করিয়াছিল, “আমার পরে ‘লা’ নামক একজন নবি হইবে।” আর সেই ‘লা’ আমি।

(১৫) গাজারি নবুয়তের দাবি করিয়াছিল, এই ব্যক্তি যাদুকর ছিল, মালেকা নামক স্থানে ইহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যখন সে ব্যক্তি গারনাতা নামক স্থানে (ছফির) হইয়া আসিয়াছিল, সেই সময় আবুজা'ফর বেনে জোবাএর তাহাকে হত্যা করিয়াছিল।

(১৬) একটী স্ত্রীলোক নবিয়া হওয়ার দাবী করিয়াছিল, লোকে যখন তাহাকে বলিয়াছিল যে, হাদিছে আসিয়াছে, হজরত বলিয়াছেন, আমার পরে কোন নবী হইবে না, তখন সে বলিয়াছিল, কোন স্ত্রীলোক নবী হইবে না, এমন কথা তো হাদিছে নাই।

(১৭) খোরাছানে ওস্তাওছিছ নামে একজন লোক নবুয়তের দাবি করিয়াছিল, হেরাত, ছিস্তান ইত্যাদি স্থানের ৩ লক্ষ যোদ্ধা তাহার সহকারী হইয়া যায়, মর্দ্দরোজের শাসনকর্ত্তা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজিত হইয়া যায়। মনছুর খলিফার আদেশে হাজেম বেনে খোজায়মা, মাহদীর সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া তাহার উপর আক্রমণ করে, ওস্তাওছিছকে তাহার সন্তানগণ ও ১৪ সহস্র সৈন্যসহ হত্যা করে ও ৭০ সহস্র সৈন্যকে হত্যা করে।

(১৮) সুডানের দামিয়া নাম্নী একটী স্ত্রীলোক নবুয়তের দাবী করিয়াছিল, অধিকাংশ সুডানবাসি তাহার অনুগত হইয়া পড়ে, অবশেষে দামিয়া মুছলমানদিগের হস্তে নিহত হয়।

(১৯) ইউশিয়া নামক একটী লোক মাহদীর জামানায় নবুয়তের দাবি করিয়াছিল, অবশেষে মাহদীর সৈন্যদল তাহাকে ধৃত করিয়া ফাঁসি দিয়াছিল।

(২০) মাকনা খোরাছানি, ইহার আসল নাম আতা ছিল, এই ব্যক্তি মরবের অধিবাসী ছিল, সে কানা, অতি কদাকার, বেঁটে প্রকৃতির ছিল, সে সোনালি বোরকা দ্বারা মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখিত,

এজন্য মাকনা' নামে অভিহিত হইয়াছিল, মাহদীর জামানায় নবুয়তের দাবি করিয়াছিল, সে নখশবে যাদুবলে চন্দ্রবানাইয়া দেখাইয়াছিল, জন্মান্তরবাদী ছিল, নিজের মধ্যে খোদা প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া দাবি করিয়াছিল। যখন তাহাকে গেরেফতার করা হয়, সেই সময় সে বিষপান করিয়া মরিয়া গিয়াছিল।

(২১) আকদে-ফরিদে আছে, মামুন খলিফার জামানায় একব্যক্তি এবরাহিম খলিলুল্লাহ হওয়ার দাবী করিয়াছিল।

(২২) এক ব্যক্তি খালেদ বেনে আবদুল্লাহর জামানায় নবুয়তের দাবী করিয়া কোর-আনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল, অবশেষে সে শূলকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করে।

(২৩) একব্যক্তি নুহ নবি হওয়ার দাবি করিয়া বলিয়াছিল যে, আমি নৌকা প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং অন্য একটী ঝটিকা আসিবে।

(২৪) আবু ছবিহ তরিফ, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাদশাহি স্থাপন করিয়াছিল এবং নবুয়তের দাবী করিয়া নিজের বংশের মধ্যে নূতন মজহাব স্থাপন করিয়াছিল।

(২৫) ছালেহ বেনে তরিফ, ১২৭ হিজরীতে পিতার সিংহাসনের অধিকারী হয়, এই ব্যক্তি নবুয়তের এবং নিজের উপর নূতন কোর-আন নাজিল হওয়ার দাবি করিয়াছিল। ৪৭ বৎসর পর্য্যন্ত নিজের মজহাব প্রচার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(২৬) আবুমনছুর ইছা, পিতার সিংহাসনের অধিকারী হইয়া নবুয়তের দাবী করিয়া ২৭ বৎসর নিজের মজহাব প্রচার করিয়া মরিয়া যায়।

(২৭) বানান বেনে ছময়ান তমিমি, এই ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করিয়াছিল, সে এছমে-আজম জানিবার দাবি করিত এবং বলিত যে, হজরত আলির শরীরে আল্লাহতায়ালার এক অংশ প্রবেশ করিয়াছিল, এই হেতু তিনি খয়বরের দরওয়াজাটী উৎপাটন করিয়াছিলেন।

(২৮) মির্জ্জা গোলাম আহমদ, ইনি পাঞ্জাবের জেলা গুরুদাশপুরের কাদেয়ান নামক গ্রামের বাশেন্দা, ইনি নবুয়তের দাবি করিয়াছিলেন।

হজরত নবি (ছাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মির্জ্জা ছাহেবের ন্যায় উল্লিখিত ২৭ জন লোক নবুয়তের দাবি করিয়াছিল, মির্জ্জা ছাহেব যেরূপ হজরতের শরিয়ত পালনকারী হইয়া নবি হওয়ার দাবি করিয়াছেন, মোছায়লামা প্রভৃতি ঠিক ঐরূপ দাবি করিয়াছিল। মির্জ্জা ছাহেব মো'জেজা দেখাইবার দাবি করিয়াছেন, উক্ত মিথ্যাবাদিদিগের মধ্যে কতকে সেইরূপ দাবি করিয়াছিল। মির্জ্জা ছাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী কতক মিথ্যা ও কতক সত্য হইয়াছে, উল্লিখিত লোকদের অবিকল সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, যদি মির্জ্জা ছাহেবকে সত্যপরায়ণ বলিয়া মানিতে হয়, তবে উল্লিখিত মিথ্যাবাদিদিগকে সত্যপরায়ণ বলিয়া মানিতে হইবে না কেন, তাহা কাদেয়ানি সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমাদের নিশ্চয় আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মির্জ্জা ছাহেবের পনরটী উন্নত দরজার বিবরণ

(১) মির্জ্জা ছাহেব প্রথমে সিয়ালকোটের আদালতে সাধারণ মুহুরী ছিলেন, বেতনের অল্পতা হেতু মোক্তারী পরীক্ষা দেন, কিন্তু তিনি এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়েন, তৎপরে মজহাবী-তত্ত্বে পীর হওয়ার ধারণা তাহার হৃদয়ে বলবৎ হইয়া পড়ে, ইহার প্রমাণের

আবশ্যক নাই, কারণ পক্ষ বিপক্ষ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন।

(২) তাঁহার মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবি ঃ—

এতমামোল-হোজ্জা, ১৩ পৃষ্ঠা;—

وقد بعثت على راس المائة لاجدد الدين

আইনায়-কামালাতে-ইছলাম, ৩৪৬ পৃষ্ঠা ;—

وبعثني على راس هذه المائة مجددا

উপরোক্ত দুই কেতাবে তিনি মোজাদ্দে হওয়ার দাবী করিয়াছেন।

(৩) তাহার মোহাদ্দাছ হওয়ার দাবী,—

এজালায় আওহাম, ২৪৭ পৃষ্ঠা;—

نبوت کا دعوی نہیں بلکہ محدثیت کا دعوی ہے جو خدایتعالی کے حکم سے کیا گیا ہے *

"আমি নবুয়তের দাবি করি নাই, বরং মোহাদ্দাছ (এলহাম প্রাপ্ত) হওয়ার দাবি করিয়াছি—ইহা খোদার হুকুম অনুসারে করা হইয়াছে।"

এইরূপ তওজিহ-মারামের ৪৭ পৃষ্ঠায় এবং তাবলিগের ৩১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

(৪) তাঁহার প্রতিশ্রুত মছিহ ও মাহদী হওয়ার দাবী;—

লেকচারে-সিয়ালকোট, ৩৩ পৃষ্ঠা ;—

خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مسیح موعود کرکے بھیجا ہے *

"খোদা আমাকে মুছলমানদিগের এবং খ্রীষ্টানদিগের প্রতিশ্রুত মছিহ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।"

এজালায়-আওহাম, ২১৪ পৃষ্ঠা ;—

عیسے ہی مہدی ہے

"ইছাই মাহদী হইবেন।"

বরং নিজেকে মছিহ ও মাহদী প্রমাণ করা উদ্দেশ্যে এজালায় আওহাম কেতাব লিখিয়াছেন।

(৫) তাহার এমামোজ্জমান হওয়ার দাবি;—

তিনি জরুরাতোল-এমাম পুস্তকে এমামোজ্জামান হওয়া জরুরি ও উহার লক্ষণগুলি উল্লেখ করিয়া ২৪ পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে লিখিয়াছেন;—

امام الزمان میں ہوں

"আমিই এমামোজ্জামান।"

দুন্‌ইয়ায় যত এমামোজ্জামান, মোহাদ্দাছ (এলাহাম-প্রাপ্ত) ও মোজাদ্দেদ হইয়াছেন, কেহই নিজে মুখে জোর-গলায় এইরূপ দাবি করেন নাই, অবশ্য জগতের বিদ্বানগণ আনুমানিক ভাবে মোজাদ্দেদ ও এমামোজ্জামান স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যিনি প্রকৃত পক্ষে এমামোজ্জামান ও মোজাদ্দেদ হইবেন, তিনি কখনও ইহার অহঙ্কার করিতে পারেন না।

কোর-আন শরিফের এই আয়ত ঃ—

ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا

এবং হজরতের এই হাদিছ অনুযায়ী—

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر

অহঙ্কারী ব্যক্তির মোজাদ্দেদ হওয়া দূরের কথা, একজন পরহেজগারও হইতে পারে না।

মির্জ্জা ছাহেব নিজের মোজাদ্দেদ মাহদী, মছিহ ও এমামোজ্জামান হওয়ার জন্য প্রায় সমস্ত কালি ও কলম ব্যয় করিয়াছেন এবং জীবনের অমূল্য সময়টুকুকে বিপক্ষ লোকদের

প্রতি গালি বর্ষণ করিতে ব্যয় করিয়াছেন, ইহাই কি মোজাদ্দেদ, মাহদী, মছিহ ও এমামোজ্জামান হওয়ার লক্ষণ?

(৬) মির্জ্জা ছাহেবের নবি হওয়ার দাবী ঃ—

তিনি 'আইয়ামোছ্ - ছোলহ' কেতাবের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

هو الذي ارسل رسوله بالهدى مراد از رسول درين مقام، اين بندهٔ عاجز است و باز در كتاب مذكور اين الهام مذكور است جرى الله في حلل الانبياء و مد نيم. اش آنكه رسول خدا در لباس انبياء درين الهام مرا بانام رسول و نبي، ياد فرموده اند ❋

"তিনিই নিজের রাছুলকে হেদাএত সহ প্রেরণ করিয়াছেন, এই স্থলে রাছুলের অর্থ এই অক্ষম বান্দা, আরও উল্লিখিত কেতাবে এই এলহাম বর্ণিত হইয়াছে, পয়গম্বরগণের পোষাকে খোদার রাছুল আসিয়াছেন, এই এলহামে খোদা আমাকে রাছুল ও নবী নামে অভিহিত করিয়াছেন।"

দাফেয়োল-বালা, ১১ পৃষ্ঠা ঃ—

سچا خدا وهى، خدا هے جس نے قاديان ميں اپنا رسول بهيجا ❋

"সত্য খোদা উক্ত খোদা—যিনি কাদিয়ানে নিজের রাছুল পাঠাইয়াছেন।"

মোয়ারোল-আখবারের, ২/২ পৃষ্ঠায়, এজালায়-আওহামের ২/৩৫৭ পৃষ্ঠায়, জমিমায়-বারাহিনে-আহমদিয়ার ৫/১৩৮/১৩৯ পৃষ্ঠায়, তওজিহে-মারামের ৪৭/৪৮ পৃষ্ঠায়, হকিকাতোল-অহির ৯১/১০১, ১০৭ ও ৩০১ পৃষ্ঠায়, আরবায়িনে'র ৩/৩৬/৪০ পৃষ্ঠায়, আঞ্জামে-আৎহামের ৬২/৭৯ পৃষ্ঠায়, এজাজে-আহমদীর ৭

পৃষ্ঠায় ও হকিকাতোন্নবুয়তের ৮ পৃষ্ঠায় মির্জ্জা ছাহেবের স্পষ্ট নবুয়তের দাবির কথা লিখিত আছে।

(৭) মির্জ্জা ছাহেবের কৃষ্ণ অবতার হওয়ার দাবি ঃ—

লেক্চারে-সিয়ালকোট, ৩৩ পৃষ্ঠা ;—

وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے - اس نے یہ میرے پر ظاہر کیا ہے اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھکو بتلا دیا ہے کہ تو ہندوں کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کیلئے مسیح موعود ہے ✹

"যে খোদা জমি ও আছমানের খোদা, তিনি আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, একবার নহে, বরং কয়েকবার আমাকে অবগত করাইয়াছেন যে, তুমি হিন্দুদের পক্ষে কৃষ্ণ এবং মুছলমান ও খৃষ্টানদিগের পক্ষে প্রতিশ্রুত মছিহ।"

পাঠক, জন্মান্তরবাদ ও অবতারবাদ কফেরদিগের মত, ইহা মুছলমানদিগের মত হইতে পারে না।

(৮) মির্জ্জা ছাহেবের খোদার পুত্র হওয়ার দাবি ঃ—

হকিকাতোল-অহি, ৮৬ পৃষ্ঠা ;—

انت منى بمنزلة ولدى

আরবাইন, ৪/২৩ পৃষ্ঠা ;—

انت منى بمنزلة اولادى

"তুমি আমার নিকট আমার সন্তানগণের তুল্য।"

আলবোশ্‌রা, ১/৪৯ পৃষ্ঠা ;— اسمع ولدى

"তুমি শুন, হে আমার পুত্র।"

(৯) মির্জ্জা ছাহেবের হায়েজ ও বাচ্চা হওয়ার বিবরণ ঃ

তাতেম্মায়-হকিকাতোল-অহি, ১৪৩ ও আরবাইন ৪ নম্বর, ২৩ পৃষ্ঠা ;—

بابو الهی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہے یریدون ان یروا طمثك (تا) بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے مگر خدا تعالی تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہونگے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگیا ہے جو بمنزلہ اطفال اللہ کے ہے ❋

"বাবু এলাহি বখ্‌শ ছাহেবের সম্বন্ধে এই এলহাম হইয়াছিল, বাবু এলাহি বখ্‌শ তোমার হায়েজ্ দেখার কিম্বা কোন নাপাকি জানিবার ইচ্ছা করে, কিন্তু খোদা তোমাকে নিজের এনয়াম সকল যাহা ধারাবাহিক হইতে থাকিবে দেখাইবেন, আর তোমার মধ্যে হায়েজ নাই, বরং উহা বাচ্চা হইয়া গিয়াছে—যাহা আল্লাহতায়ালার বাচ্চাদের তুল্য হইয়াছে।"

(১০) মির্জ্জা ছাহেবের আল্লাহতায়ালার বীর্য্য হওয়ার বিবরণ (নাউজো - বিল্লাহে মিনহে)।

আরবায়িন, নম্বর ২, ৩৯ পৃষ্ঠা ;—

وانت من ماءنا وهم من فشل

"এবং তুমি আমার পানি (বীর্য্য) হইতে, আর তাহারা শুষ্ক হইতে।"

(১১) মির্জ্জা ছাহেবের খোদার বিবি হওয়ার দাবি (নাউজোঃ)। মির্জ্জা ছাহেবের খাস মুরিদ কাজি ইয়ার মোহম্মদ ছাহেব বি, এল, প্লীডার অমৃতসরের রেয়াজ হেন্দ প্রেসে মুদ্রিত 'ইছলামি কোরবাণি' নামক ৩৪ নম্বর ত্রিকেটে লিখিয়াছেন ;—

جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقعہ پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا سمجھنے والے کے واسطے اشارہ کافی ہے (استغفر اللہ) ❋

" যেরূপ হজরত প্রতিশ্রুত মছিহ (মির্জ্জা ছাহেব) একস্থানে নিজের এইরূপ অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাশফের অবস্থায় তাহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, যেন তিনি স্ত্রীলোক হইয়াছেন, আর আল্লাহতায়ালা পুরুষতের শক্তি (তাহার উপর) প্রকাশ করিলেন, বুদ্ধিমানের পক্ষে ইশারাই যথেষ্ট।" (আছতাগ্‌ফেরোল্লাহ)

(১২) মির্জ্জা ছাহেবের গর্ভস্থিতি হওয়ার দাবি ঃ—

কিস্তিয়ে-নূহ, ৪৬/৪৭ পৃষ্ঠা ;—

مریم کی طرح عیسے کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھیرایا گیا - اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے ... مجھے مریم سے عیسے بنایا گیا ❋

" মরয়েমের ন্যায় ইছার রুহ আমার মধ্যে ফুৎকার করা হইল, রূপকভাবে আমাকে গর্ভিণী স্থির করা হইল, অবশেষে কয়েক মাসের পরে যাহা দশ মাসের অতিরক্তি নহে, এই এলহামের দ্বারা আমাকে মরয়েম হইতে ইছাতে পরিণত করা হইল।"

মির্জ্জা ছাহেব মাতা হইলেন, বাচ্চা হইলেন, আবার বাচ্চার পিতাও হইলেন, ইহা আশ্চার্য্যজনক কথা নহে কি?

(১৩) মির্জ্জা ছাহেবের প্রসব বেদনা ঃ—

কিস্তিয়ে-নূহ, উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے درد زہ تنہ کھجور کی طرف لے آئی ٭

"তৎপরে প্রসব বেদনা মরয়েমকে অর্থাৎ আমাকে (মির্জ্জা ছাহেবকে) খর্জ্জুর বৃক্ষের কাণ্ডের দিকে আনয়ন করিল।"

মির্জ্জায়ি বন্ধুগণ, এই সমস্ত কি আপনাদের পীর মোর্শেদের হকিকত ও মা'রেফাত, একবার মির্জ্জা ছাহেবের খোদা তাঁহাকে সন্তান বলেন, আর একবার তাঁহাকে স্ত্রী রূপে ব্যবহার করেন, লজ্জার কথা, ইছলামে কি এইরূপ গুপ্ততত্ত্বগুলি অভাব, ছিল - যাহা মির্জ্জা ছাহেব আসিয়া পূর্ণ করিয়াছেন? এইরূপ বাতীল মতগুলিতে কি ইছলামের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে? এইরূপ কলুষিত (مجاز ও استعارہ) রূপক বর্ণনার কি আবশ্যক হইয়াছে?

(১৪) মির্জ্জা ছাহেবের খোদা হওয়ার দাবি ঃ—

আইনায় কামালাতে ইছলাম, ৪৪৯ পৃষ্ঠা—

و رایتنی فی المنام عین الله و تیقنت اننی هو

"এবং আমি স্বপ্নযোগে নিজেকে স্বয়ং খোদা দেখিলাম এবং বিশ্বাস করিলাম যে, নিশ্চয় আমি উক্ত খোদা।"

(১৪) মির্জ্জা ছাহেবের খোদার পিতা হওয়ার দাবি ঃ—

হকিকাতোল-অহি, ৭৪ পৃষ্ঠা ;—

انت منی و انا منک

"(খোদা-বলিতেছেন), তুমি আমা হইতে এবং আমি তোমা হইতে।"

আইনায় কামালাতে-ইছলাম, ৫৩০/৫৩১ পৃষ্ঠা ;—

فرزند دلبند گرامی ارجمند مظهر الاول و الاخر - مظهر الحق و العلاء کان الله نزل من السماء

এস্থলে মির্জ্জা ছাহেব নিজের পুত্রের সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

" যেন স্বয়ং খোদা আছমান হইতে নামিয়া আসিয়াছেন।" এইরূপ আঞ্জামে-আৎহামের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। ইহাতে মির্জ্জা ছা'হেবের খোদার পিতা হওয়ার দাবি করা হইল না কি?

মির্জ্জা ছাহেব জমিমায়-নজুলোল মছিহ কেতাবের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اور مین خدا کے اس وحی پر ایساهي ایمان لاتا هون
جیسا کہ قرآن شریف پر ٭

" এবং আমি খোদার এই অহির উপর এইরূপ ইমান আনিয়াছি, যেরূপ কোর-আন শরিফের উপর।"

আহমদী ও কাদেয়ানী বন্ধুগণ, উপরোক্ত বাতীল মতগুলি কি কোর-আনের তুল্য অকাট্য অহি?

তৃতীয় অধ্যায়

মির্জ্জা ছাহেবের মিথ্যা বলার বিবরণ

কোর-আন শরিফে আছে, لعنة الله على الكاذبين

" মিথ্যাবাদিদিগের উপর আল্লাহতায়ালার লা'নত।"

মির্জ্জা ছাহেব 'তাতেম্মায়-হকিকাতোল-অহি' কেতাবরে ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

جهوت بولنے سے بدتر دنیا مین اور کوئی برا کام نہین

" দুনইয়াতে মিথ্যা বলা অপেক্ষা সমধিক মন্দ অন্য কোন

অহিত কার্য্য নাই।"

আরও তিনি জমিমায়-আঞ্জামে-আতহামের ৫০ পৃষ্ঠায় মিথ্যা কথা বলা বে-ইমানি ও বিষ্ঠা ভক্ষণের তুল্য বলিয়াছেন।

তিনি চশমায়-মা'রেফাতের ২২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا ❋

"যখন কোন ব্যক্তি এক কথায় মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইয়া যায়, তখন অন্যান্য কথায় তাহার উপর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।"

তিনি রিভিউ ২য় খণ্ড ৪০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

جو لوگ دنیا کی اصلاح کے لئے آتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ سچائی کو زمین پر پھیلادیں اور جھوٹ کی بیخکنی کریں - وہ سچائی کے دوست اور جھوٹ کے دشمن ہوتے ہیں ❋

"যাহারা দুনইয়ার সংস্কার করার জন্য আসিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে জমিতে সত্য প্রচার করা ও মিথ্যার মূলোচ্ছেদ করা ফরজ হইয়া থাকে, তাঁহারা সত্যের মিত্র ও মিথ্যার শত্রু হইয়া থাকে।"

মির্জ্জা ছাহেব নিজের পুস্তক গুলিতে বহু মিথ্যা কথা যোগ করিয়াছেন এবং নির্ভীক চিত্তে মিথ্যাভাবে আছমানি কেতাবগুলির বরাত দিয়া থাকেন।

১) এ'জাজে-আহমদী, ১ পৃষ্ঠা ঃ—

اگر ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے تمام گواہ اکٹھے کئے جائیں تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ ہونگے ❋

"যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পূর্ণ হওয়ার সমস্ত সাক্ষীকে একত্রিত করা হয়, তবে আমি ধারণা করি যে, তৎসমূদয় ৬০ লক্ষের অধিক হইবে।"

মির্জ্জা ছাহেবরে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়ার প্রমাণ পরে জানিতে পারিবেন, আর তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী গুলিকে সত্য মিথ্যার নিদর্শন ও মাপকাটী বলিয়া পেশ করিয়াছিলেন, তৎসমূদয়ের একটীও পূর্ণ হয় নাই, কাজেই ভ্রান্তিমূলক ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পূর্ণ হওয়ার দাবি করা প্রথম মিথ্যা।

দ্বিতীয়, তিনি নজুলোল-মছিহ কেতাবের ১২১ পৃষ্ঠায় নিজের মুরিদগণের সংখ্যা ৭০ সহস্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যখন তাঁর মুরিদগণের সংখ্যা ৭০ সহস্র হইল, তখন তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সকলের সাক্ষিগণের সংখ্যা ৬০ লক্ষ্য হইবে কিরূপে? ইহা মির্জ্জা ছাহেবের জ্বলন্ত মিথ্যা কথা নহে কি?

২) তিনি শাহাদাতোল-কোর-আনের ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

مثلا صحیح بخاري کی، وہ حدیثین جن مین آخري زمانہ مین بعض خلیفون کی نسبت خبردي گئی، ھے خاصکر وہ خلیفہ جسکي نسبت بخاري مین لکھا ھے کہ آسمان سے اسکے لئے آواز آئیگي، کہ ھذا خلیفۃ اللہ المھدي ●

"দৃষ্টান্ত স্থলে ছহিহ বোখারির যে হাদিছগুলিতে শেষ জামানার কোন খলিফার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, বিশেষতঃ যে খলিফার সম্বন্ধে বোখারিতে লিখিত আছে যে, আছমান হইতে তাহার জন্য শব্দ হইবে, এই ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার খলিফা মাহদী।"

ছহিহ বোখারিতে এইরূপ হাদিছ নাই, মির্জ্জা ছাহেব সাধারণ লোকদিগকে ধোকা দিয়া ভ্রান্ত করা উদ্দেশ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন, ইহা জ্বলন্ত মিথ্যা নহে ত কি?

যদি কোন কাদেয়ানি কিম্বা আহমদী ছহিহ বোখারী হইতে এই হাদিছটী বাহির করিয়া দিতে পারেন, তবে সহস্র টাকা পুরস্কার পাইবেন।

৩) তিনি ৩ নম্বর আরবাইনের ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

مولوي غلام دستگير قصوري نے اپنے کتاب میں اور مولوي اسمعيل علی گڑھ والے نے میري نسبت قطعي حکم لگایا کہ اگر وہ کاذب ہے تو ہم سے پہلے مریگا ❋

" মৌলবি গোলাম দস্তগির কছুরি ছাহেব নিজের কেতাবে এবং আলিগড় নিবাসী মৌলবী এছমাইল আমার সম্বন্ধে নিশ্চিত হুকুম লাগাইয়াছেন যে, যদি মির্জ্জা ছাহেব মিথ্যাবাদী হন, তবে আমাদের অগ্রে মরিবেন।"

উক্ত মৌলবি ছাহেবদ্বয় নিজেদের কেতাবে এইরূপ লেখেন নাই, ইহা মির্জ্জা ছাহেবের জ্বলন্ত মিথ্যা কথা, তিনি এইরূপ মিথ্যা কথা লিখিয়া লোকদিগকে ধোকা দিয়া গোমরাহ করিয়া থাকেন।"

কোন মির্জ্জায়ি ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারেন কি?

৪) তিনি হকিকাতোল-অহির ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کیطرف دوڑینگے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگیگا- اور جب لوگ قرآن شریف پڑھینگے تو وہ انجیل کھول بیٹھیگا اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہہ کرینگے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب پئےگا اور سور کا گوشت کھائیگا اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھہ پروا نہیں رکھےگا ❋

'ইহা নিতান্ত বিবেক-বিরুদ্ধ মত যে, হজরত নবি (ছাঃ) এর পরে এরূপ কোন নবী আসিবেন যে, লোকে নামাজের জন্য মছজিদ সমূহের দিকে ধাবিত হইবেন, আর তিনি গির্জ্জা ঘরের দিকে পলায়ন করিবেন, যখন লোকে কোর-আন পড়িবেন, তখন তিনি ইঞ্জিল খুলিয়া বসিবেন, যখন লোকে এবাদতের সময় কা'বা শরিফের দিকে মুখ করিবেন, তখন তিনি বয়তুল-মোকাদ্দছের দিকে মুখ করিবেন, মদ পান করিবেন, শূকরের মাংস ভক্ষণ করিবেন এবং ইছলামের হালাল ও হারামের কোন পরওয়া করিবেন না।"

এই এবারতের সমস্ত কথাই মিথ্যা, ১৩শ বৎসর হইতে মুছলমানগণের এই আকিদা চলিয়া আসিতেছে যে, হজরত ইছা (আঃ) দ্বিতীয়বার আছমান হইতে নাজিল হওয়ার পরে শরিয়তে ইছলাম অনুসারে আমল করিবেন, মির্জ্জা ছাহেব কোন্ কেতাব হইতে উপরোক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন? হজরত ইছা (আঃ) মদ পান করিবেন ও শূকর ভক্ষণ করিবেন, মির্জ্জায়িগণ ইহার কোন প্রামণ দিতে পারেন কি?

উল্লিখিত সমস্ত কথাই মিথ্যা ও প্রলাপোক্তি।

৫) মির্জ্জা ছাহেব জঙ্গে-মোকাদ্দছের ১৮৮/১৮৯ পৃষ্ঠায় মিষ্টার আবদুল্লাহ আথাম খৃষ্টানের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

جو فریق عمدا جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لیکر یعنی ۱۵ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جاویگا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے *

"যে দল জ্ঞাতসারে মিথ্যা অবলম্বন করিতেছে, সত্য খোদাকে ত্যাগ করিতেছে এবং অক্ষম মনুষ্যকে খোদা বানাইতেছে, সেই দল

এই তর্কের দিবসগুলির অনুপাতে অর্থাৎ প্রত্যেক দিবসের পরিবর্তে এক একমাস ধরিয়া ১৫ মাস পর্য্যন্ত 'হাবিয়া'তে নিক্ষেপ করা হইবে এবং তাহার উপর কঠিন লাঞ্ছনা উপস্থিত হইবে—যদি সে সত্যের দিকে রুজু না করে।"

আর তিনি হকিকাতোল-অহির ১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

آتھم کی بابت پیشگوئی کے لفظ یہ تھے کہ وہ ۱۵ مہینے میں ہلاک ہوگا ✻

"আথামের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাবাণীর শব্দ এই ছিল যে, সে ১৫ মাসের মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

উক্ত এবারতদ্বেয়ের মর্ম্ম এই যে, মিষ্টার আথাম ১৫ মাসের মধ্যে মরিয়া যাইবে, কিন্তু এই স্পষ্ট বিবরণের বিপরীতে কিস্তিয়ে নূহের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

پیشگوئی میں یہ بیان تھا کہ جو شخص اپنے عقیدے کے رو سے جھوٹا ہے وہ پہلے مریگا ✻

"ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণ এই ছিল যে, যে ব্যক্তি নিজের আকিদার হিসাবে মিথ্যাবাদী ছিল, সে প্রথমে মরিবে।"

মিষ্টার আথাম ১৫মাসের মধ্যে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন নাই, এবং মির্জ্জা ছাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হইয়াছে, এই লজ্জা নিবারণের জন্য ১৫ মাসের মধ্যে মরিবে' স্থলে প্রথম মরিবে লেখা হইয়াছে, ইহা জ্বলন্ত মিথ্যা কথা নহে কি?

৬) মৌলবী আবদুল করিম ছাহেব মির্জ্জা ছাহেবের পরম ভক্তিভাজন মুরিদ ছিলেন, তিনি করাবাঙ্কল (পৃষ্ঠব্রণ) রোগে আক্রান্ত হইলে, মির্জ্জা ছাহেব তাঁহার সুস্থতার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিয়াছিলেন, দোয়ার ফলাফল সম্বন্ধে ১৯০৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'আল-হাকাম' পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

اس دعا میں میں نے بہت تکلیف اٹھائی ۔ یہانتک

کہ اللہ تعالی نے بشارت نازل کی، اور عبد اللہ سنوری والا خواب دیکھا جس سے نہایت درجہ غمناک دل کو تشفی ہوئی *

"এই দোয়া সম্বন্ধে আমি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, এমন কি আল্লাহতায়ালা সুসংবাদ নাজিল করিলেনএবং আবদুল্লাহ ছোনওয়ারি স্বপ্ন দেখিল যাহাতে নিতান্ত ব্যাথিত হৃদয় শান্তি প্রাপ্ত হইল।"

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেব এই স্থলে মৌলবী আবদুল করিম ছাহেবের রোগমুক্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, কিন্তু মৌলবী আবদুল করিম ছাহেব উক্ত সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে উক্ত পীড়ায় এন্তেকাল করেন এবং মির্জ্জা ছাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী নিস্ফল হইয়া গেল।

মির্জ্জা ছাহেব এই লজ্জা নিবারণ হেতু হকিকাতোল অহির ৩২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ایک مخلص دوست یعنے مولوي عبد الکریم صاحب مرحوم اس بیماري کا ربنکل یعنے سرطان سے فوت ہوگئے تھے - ان کے لئے میں نے بہت دعا کی، تو ي مگر ایک الہام بھی، ان کے لئے تسلي بخش نہ تھا *

"এক খাঁটি বন্ধু অর্থাৎ মৌলবী আবদুল করিম মরহুম ছাহেব এই কারবাঙ্কল রোগে এন্তেকাল করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য আমি বহু দোয়া করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে শান্তিদায়ক একটী এলহামও প্রাপ্ত হই নাই।"

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেবের ইহা জ্বলন্ত মিথ্যা কথা নহে কি?

৭) মির্জ্জা ছাহেব জমিমায়-বারাহিনে আহমদীয়ার পঞ্চম খণ্ডে (১৯৯পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন ঃ—

جواب شبہات الخطاب الملیح فی تحقیق المهدي و المسیح جو مولوي رشید احمد صاحب گنگوهي کي خرافات کا مجموعہ ہے *

এস্থলে মির্জ্জা ছাহেব 'আল-খেতাবোল-মলিহ ফি-তাহকিকেল মহাদী-ওল মছিহ' কেতাবকে মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ছাহেবের প্রণীত কেতাব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।, কিন্তু ইহা মির্জ্জা ছাহেবের মিথ্যা কথা, কারণ উক্ত কেতাবটী মাওলানা আশারাফ আলি ছাহেবের প্রণীত কেতাব, উক্ত কেতাবখানা ছাহারাণপুরের মাজাহেরে-উলুম মাদ্রাসার এহ্ইয়াবি কেতাবখানায় পাওয়া যায়। যাহার ইচ্ছা হয়, কেতাবটী তথা হইতে আনাইয়া মির্জ্জা ছাহেবের মিথ্যা কথা পরীক্ষা করুন।

৮) মির্জ্জা ছাহেব জরুরাতোল এমাম কেতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

بائبل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چار سو نبی کو شیطانی الہام ہوا تھا اور انہوں الہام کے ذریعہ جو ایک سفید جن کا کرتب تھا ایک بادشاہ کی فتح کی پیشگوئی کی - آخر وہ بادشاہ بڑی ذلت سے اس لڑائی میں مارا گیا اور بڑی شکست ہوئی ۔ ❋

"বাইবেলে লিখিত আছে, একবার চারিশত নবীর শয়তানি এলহাম হইয়াছিল এবং তাহারা একটী এলহাম দ্বারা যাহা শ্বেত জ্বেন কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছিল একজন বাদশাহের জয় লাভ করার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, অবশেষে বাদশাহ অতিশয় লাঞ্ছনার সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল এবং বড় পরাজয় ঘটিয়াছিল।"

আরও 'তকরির দেলপিজির' এর ৭ পৃষ্ঠায় এবং অন্যান্য কেতাবে লিখিয়াছেন—

اس سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی جھوٹے الہام ہوجاتے ہے ❋

"এতদ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে যে, নবিগণেরও মিথ্যা এলহাম হইয়া থাকে।"

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেব অনেক সময় কোন কোন কথা এলহাম হওয়ার দাবি করিতেন, অথচ উহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে, এইরূপ তিনি অনেক ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়া ছিলেন, কিন্তু উহা পূর্ণ হয় নাই, তিনি এই দোষ ঢাকিবার উদ্দেশ্যে পয়গম্বরগণের উপর উপরোক্ত প্রকার মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু যাহার হৃদয়ে ইমানের জ্যোতিঃ আছে, সে ব্যক্তি কখনও মির্জ্জা ছাহেবের উপরোক্ত মিথ্যা অপবাদকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। যদি পয়গম্বরগণের উপর শয়তানি এলহাম হয় এবং তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্তিমূলক হয়, তবে নবিগণের ও গণকগণের এবং জ্বেনের আমেলগণের মধ্যে প্রভেদ কি হইবে?

মির্জ্জা ছাহেবের এই দাবির মূলে একেবারে সত্যের লেশ নাই, ইহা ধোকা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এই এক দাবিই মির্জ্জা ছাহেবের অসত্য হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। যদি মির্জ্জায়ি দলের খোদার ভয় থাকে, তবে তাহারা ইহা চিন্তা করিলেই তাহার মত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন।

এক্ষণে বাইবেল উল্লিখিত ঘটনাটী নিরপেক্ষ পাঠকগণের সম্মুখে পেশ করিতেছি, ইহাতে মির্জ্জা ছাহেবের সত্যাসত্য আরও পরিস্কার রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

প্রথম রাজাবলী, ২২ অধ্যায়ে লিখিত আছে, চারিশত গণককে ইছরাইলের রাজা নিজের জয় পরাজয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে তাহারা তাহার জয়ী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন, কেবল তখনকার একজন নবী তাহার পরাজয়ের কথা ঘোষণা করেন, অবশেষে রাজা যুদ্ধে নিহত হয়।

মির্জ্জা ছাহেব গনকদিগকে প্রকৃত নবি বলিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন।

তিনি এজালায় আওহামের ৩৩৯/৩৪০ পৃষ্ঠায় অবিকল ঐরূপ মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন।

(৯) পাদরি আথামও আছমানি নেকাহ সংক্রান্ত মির্জ্জা

ছাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়ার তিনি অতিশয় লাঞ্ছিত গুলজ্জিত হইয়া তোহফায় গলোড়িয়া পুস্তকের ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

یہ پیشگوئیاں ایک دو نہیں بلکہ اسی قسم کی سو سے زیادہ پیشگوئیاں ہیں جو کتاب تریاق القلوب میں درج ہیں- پھر ان سب کا کچھ بھی ذکر نہ کرنا اور بار بار احمد بیگ کے داماد یا آتھم کا ذکر ناکس قدر مخلوق کو دھوکا دینا ہے ٭

“এই ভবিষ্যদ্বাণী এক দুইটী নহে, বরং এই প্রকার শতাধিক ভবিষ্যদ্বাণী তিরইয়াকোল-কুলুব কেতাবে লিখিত আছে, এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী কোন উল্লেখ না করিয়া এবং বারম্বার আহমদ বেগের জামাতার কিম্বা আথামের উল্লেখ করিয়া কতদূর লোককে ধোকা দেওয়া হইতেছে।”

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেব খ্রীষ্টান ও মুছলমানগণের পক্ষে উপরোক্ত দুইটী ভবিষ্যদ্বাণীকে উচ্চশ্রেণীর নিদর্শন এবং নিজের সত্য মিথ্যা হওয়ার মাপকাটি স্থির করিয়াছিলেন, এইহেতু প্রতিপক্ষগণ বারম্বার উহা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

মির্জ্জা ছাহেব এত বৎসর অপেক্ষা করিয়া এরূপ সুর নরম করিয়া দুর্ব্বলতা দেখাইতেছেন, ইহা তাহার পক্ষে স্পষ্ট মিথ্যা বাদিতার প্রমাণ নহে কি?

তৎপরে তিনি উহার ৬৩/৬৪পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—

اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلا کوئی شریر النفس ان تین ہزار معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے اور حدیبیہ کی پیشگوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہ ہوئی ٭

"ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক আমাদের নবি (ছাঃ) কর্ত্তৃক যে তিন সহস্র মো'জেজা (অলৌকিক কার্য্য) প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় কখনও উল্লেখ না করে এবং যে হোদায়বিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্ধারিত সময়ে পূর্ণ হয় নাই তাহা বারম্বার উল্লেখ করে।"

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেব কতক ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তৎসমস্ত পূর্ণ হয় নাই, কাজেই তিনি নিজের দোষ ঢাকিবার উদ্দেশ্যে হজরত নবি (ছাঃ) এর উপর অযাথা আক্রমণ ও মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাতে মির্জ্জা ছাহেবের চতুরতা, ধোকাবাজি ও ইমানের নমুনা প্রকাশ হইতেছে। আমরা বজ্র-নিনাদে ঘোষণা করিতেছি যে, মির্জ্জা ছাহেবের এই অপবাদ যে, হজতর নবি (ছাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্ধারিত সময়ে পূর্ণ হয় নাই, সর্ব্বৈব মিথ্যা।

এস্থলে হোদায়বিয়ার ঘটনাটী উল্লেখ করিতেছি, হজরত নবি (ছাঃ) ৬ই হিজরীর জেলকা'দা মাসে 'ওমরা' করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই সময় মক্কা শরিফ কাফেরদিগের অধিকারে ছিল, কিন্তু মক্কার কাফেরেরা মজহাবি ধারণায় কোন হজ্জ ও ওমরাকারী ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করিত না এবং শওয়াল, জেলকা'দা, জেলহাজ্জা ও রজব মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ মনে করিত।

হজরত (ছাঃ) চৌদ্দ পনর শত ছাহাবার সহিত 'ওমরা' করার জন্য রওয়ানা হইয়া গেলেন, হোদায়বিনা নামক স্থানে পৌঁছিয়া কিম্বা রওয়ানা হওয়ার পূর্ব্বে হজরত (ছাঃ) স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, তিনি ছাহাবাগণ সহ নির্ভীক ও নিঃশঙ্কোচ ভাবে মক্কা শরিফে দাখিল হইয়া হজ্জের আরকান আদায় করিলেন। ইহা হজরতের স্বপ্ন, ইহা কোন এলহামি ভবিষ্যদ্বাণী নহে, ইহাতে কোন সময় নির্দ্ধারিত ছিল না। হজরত এই স্বপ্ন ছাহাবগণের নিকট উল্লেখ করিলেন। হজরত এই বৎসর ওমরার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, নবি গণের স্বপ্ন সত্য হইয়া থাকে, এই হেতু ছাহাবাগণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই বৎসরেই হজ্জ করিবেন, কিন্তু এ

বিষয় লক্ষ্য করেন নাই যে, হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বৎসর নির্দ্দিষ্ট করেন নাই. কাফেরেরা মক্কা শরিফে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করিল, কিন্তু কতকগুলি শর্ত্তের সহিত এই বিষয়ের উপর সন্ধি স্থাপিত হইল যে, এই বৎসর মক্কা শরিফে প্রবেশ না করিয়া আগামী বৎসরে 'ওমরা' করিবেন। যখন হুজুর (ছাঃ) হোদায়বিয়া হইতে মদিনা শরিফের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করার ইচ্ছা করিলেন, তখন হজরত ওমার (রাঃ) স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যে, আপনি ত বলিয়াছেলেন যে, আমরা কা'বাগৃহে প্রবেশ করিব এবং তওয়াফ করিব। তৎশ্রবণে হজরত (ছাঃ) বলিলেন, হাঁ আমি বলিয়াছিলাম, কিন্তু আমি কি বলিয়াছিলাম যে, আমরা এই বৎসরেই দাখিল হইব? হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন না। হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, তোমরা কা'বাগৃহে প্রবেশ করিবে এবং তওয়াফ করিবে, অর্থাৎ আমার স্বপ্নের কথা এক সময় নিশ্চয় প্রকাশিত হইবে। ইহা ছহিহ বোখারির ১ম খণ্ডের ৩৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

খোদাতায়ালা আগামী বৎসরে এই স্বপ্নের কথা সত্য করিয়া দেখাইলেন। এক বৎসর পরে মক্কা শরিফ হজরতের অধিকারভুক্ত হইয়া গেল এবং সম্পূর্ণরূপে স্বপ্নের সত্যতা প্রকাশিত হইল। এস্থলে ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক যে, ৬ই হিজীতে হজরত (ছাঃ) এর ওমরা করিতে যাওয়া কি উক্ত স্বপ্ন দেখার জন্য হইয়াছিল, কিম্বা ওমরা করার আগ্রহ ও মক্কার কাফেরদের অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য হইয়াছিল? বিশেষরূপ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, ওমরা করার আগ্রহই এই বিদেশ যাত্রার মূল কারণ, কেননা কোন রেওয়াএতে স্বপ্ন দেখা বিদেশ-যাত্রার মূল কারণ বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

ছহিহ রেওয়াএতে আছে, যে, হজরত (ছাঃ) হোদায়বিয়াতে উপস্থিত হইয়া এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এই রেওয়াএত প্রত্যেক প্রকারে ছহিহ, অধিকাংশ তফছির ও হাদিছ তত্ত্ববিদ্‌গণ এই রেওয়াএতটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তফছিরে-দোর্রোল মনছুর ৬/৮০পৃষ্ঠা—

عن مجاهد قال اری رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو بالحدیبیة انه یدخل مکة هو و اصحابه آمنین ٭

মোজাহেদ বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হোদায়বিয়াতে ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় তিনি ও তাঁহার ছাহাবগণ নির্ভীক চিত্তে মক্কায় দাখিল হইতেছেন। এইরূপ তফছিরে তাবারি, ফৎহোল-বারি, আয়নি ও এরশাদোছছাবি কেতাবে লিখিত আছে যে, হজরত (ছাঃ) এই স্বপ্ন হোদায়বিয়াতে দেখিয়াছিলেন।

যে রেওয়াএতে আছে যে, হজরত (ছাঃ) মদিনা শরীফে এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, উহা, জইফ, আরও উক্ত জইফ রেওয়াএতে ইহা উল্লিকিত হয় নাই যে, হজরত উক্ত স্বপ্ন দেখার জন্য এই বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত বিবরণে স্পস্ট বুঝা যাইতেছে যে, মির্জ্জা ছাহেবের এই দাবি যে, হোদায়বিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ হয় নাই, একেবারে ভ্রান্তিমূলক ও মিথ্যা, মির্জ্জা ছাহেবের কথা অনুসারে দুষ্টপ্রকৃতির লোক ব্যাতীত হরজতের উপর এই অপবাদ করিতে পারে না।

কোরা-আন শরিফের ছুরা ফৎহোর ৪ রুকুতে আছে—

لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق

"নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজের রাছুলের স্বপ্নকে সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন।"

কোর আনের এই আয়তের বিরুদ্ধে মির্জ্জা ছাহেবের হজরতের স্বপ্নকে ভ্রান্তিমূলক স্থির করা দু সাহস নহে কি? ইহাই কি তাঁহার ইমানদারির লক্ষণ ?

(১০) মির্জ্জা ছাহেব ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়াছিলেন যে, আমার উপর অহি হইয়াছে যে, মির্জ্জা আহামেদ বেগের কন্যা মোহাম্মদী বেগমের সহিত আমার নিকাহ হইবে, খোদা আছমানে তাহার সহিত আমার নিকাহ পড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু যখন তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল না

এবং চারিদিক হইতে দুর্নাম রটিতে লাগিল, তখন তিনি নিরাশ হইয়া ব্যথিত হৃদয়ে তাঁহার শেষ রচিত 'তাতেম্মায়- হকিকাতোল -অহি' কেতাবের ১৩২।১৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিলেন ;—

الہام میں یہ بھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسمان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے یہ درست ہے مگر اس نکاح کے ظہور کے لئے ایک شرط بھی تھی - پس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کردیا تو نکاح فسخ ہوگیا یا تاخیر میں پڑگیا ٭

" এলহামে ইহা ছিল যে, উক্ত স্ত্রীলোকের সহিত আমার নেকাহ আছমানে পড়ান হইয়াছিল, ইহা সত্য কথা, কিন্তু এই নিকাহ প্রকাশ হওয়ার জন্য একটি শর্ত্ত ছিল, যখন লোকে উক্ত শর্ত্ত পূর্ণ করিলেন, তখন হয়ত, নেকাহ ফছ্খ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।"

পাঠক, ইহার বিস্তারিত বিবরণ অন্য খন্ডে পাইবেন।

তৎপর তিনি লিখিয়াছেন ;—

کیا یونس علیہ السلام کی پیشگوئی نکاح پڑھنے سے کچھ کم تھی, جس میں بتایا گیا تھا کہ آسمان پر یہ فیصلہ ہوچکا ہے کہ ۴۰ دن تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا مگر عذاب نازل نہ ہوا حالانکہ اس میں کسی شرط کی تصریح نہ تھی - پس خدا جس نے ایسا ناطق فیصلہ منسوخ کردیا کیا اسپر مشکل تھا کہ اس طرح نکاح کو بھی منسوخ یا کسی وقت پر ٹال دے ٭

" ইউনোছ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী নেকাহ পড়ান অপেক্ষা কি কম ছিল? উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে কথিত হইয়াছিল যে, আছমানে ইহা

মীমাংসিত হইয়াছে যে, ৪০ দিবসের মধ্যে এইদলের উপর আজাব নাজেল হইবে, কিন্তু আজাব নাজিল হয় নাই, অথচ উহাতে শর্তের কোন উল্লেখ ছিল না। ইহা সত্ত্বেও খোদা এইরূপ স্পষ্ট মীমাংসাকে মনছুখ করিয়া দিলেন। সেই খোদার পক্ষে উক্ত প্রকারে নেকাহ মনছুখ করা কিম্বা কোন সময় অবধি বিলম্ব করা কি অসাধ্য?”

আরও তিনি জমিমায় - আঞ্জামে আথামের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —

میں نے حدیثوں اور آسمانی کتابوں کو آگے رکھدیا

“ অর্থাৎ আমি ইউনোছ (আঃ) এর ঘটনা হাদিছ ও আছমানি কেতাব সকল হইতে উদ্ধৃত করিয়া পেশ করিয়াছি।”

এস্থলে মির্জ্জা ছাহেব মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন, হজরত ইউনোছ (আঃ) এর উম্মতের উপর ৪০ দিবসের মধ্যে আজাব নাজিল হওয়া আছমানে স্থিরীকৃত হইয়াছিল, ইহা একে বারে ভ্রান্তিমূলক কথা, ইহার প্রমাণ কোর- আন শরিফে নাই, তওরাত ও ইঞ্জিলে নাই, কোন ছহিহ হাদিছে নাই।

হজরত ইউনোহ (আঃ) এর ঘটনা কোর- আন শরিফের চারি স্থানে আছে।

(১) ছুরা আম্বিয়াতে এই আয়ত আছে;—

وَ ذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

“জুন্নুন (ইউনোছ) কে স্মরণ কর, যে সময় তিনি (নিজের স্বজাতিদের) উপর নারাজ হইয়া হেজরত করিলেন, তৎপরে তিনি ধারণা

করিলেন যে, আমি কখনও তাঁহার উপর কঠোরতা অবলম্বন করিব না, তৎপরে তিনি অন্ধকার রাশির মধ্যে উচ্চস্বরে বলিলেন, তোমা ব্যতীত মা'বুদ কেহ নাই, নিশ্চয় আমি অত্যাচারিগণের অন্তর্গত। ইহাতে আমি তাহার দোয়া কবুল করিলাম এবং তাঁহাকে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিলাম। এইরূপ আমি ইমানদারগণকে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া থাকি।"

(২) ছুরা ছাফ্যাতের আয়ত;—

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۝ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۝ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۝ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۝

"নিশ্চয়ই ইউনছ রাছুলগণের অন্তর্গত, যে সময় তিনি পূর্ণ নৌকার দিকে পলায়ন করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি (নৌকার লোকদিগের সহিত) কোরা' নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে তিনি পরাস্ত হইলেন। তৎপরে একটী মৎস্য তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, অথচ তিনি লজ্জিত ছিলেন। যদি তিনি তছবিহ পাঠ কারিদিগের অন্তর্গত না হইতেন, তবে তিনি কেয়ামতের দিবস পর্য্যন্ত উহার উদরে অবস্থিতি করিতেন। তৎপরে আমি তাঁহাকে তৃণলতা-শূণ্য ময়দানে নিক্ষেপ করিলাম, অথচ তিনি পীড়িত ছিলেন এবং আমি তাঁহার উপর লাউবৃক্ষ উৎপাদন করিলাম এবং আমি তাহাকে লক্ষ কি তদধিক লোকের নিকট প্রেরণ করিলাম, ইহাতে তাহারা ইমান আনিলেন, কাজেই আমি তাহাদিগকে এক জামানা পর্য্যন্ত্য ফলভোগী করিলাম।"

(৩) ছুরা নুনের আয়ত ; —

وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ـ اِذْ نَادٰى وَ هُوَ

مَكْظُوْمٌ ○ لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ

وَ هُوَ مَذْمُوْمٌ ○ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

" তুমি মৎস্যাধিষ্ঠিত ব্যক্তির ন্যায় হইও না, যে সময় তিনি দুঃখিত অবস্থায় (খোদাকে) ডাকিলেন, যদি তাঁহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান না করিত, তবে তিনি লাঞ্ছিত অবস্থায় তৃণলতা শূন্য ময়দানে নিক্ষিপ্ত থাকিতেন। তৎপরে তাঁহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, পরে তাঁহাকে নেককারদিগের অন্তর্গত করিয়া লইলেন।"

(৪) ছুরা ইউনোছের আয়ত ; —

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ

يُوْنُسَ ؕ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ

فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ○

" কোন গ্রামের (সমস্ত লোক) ইমান আনিয়া উক্ত ইমানের দ্বারা ফলবান হয় নাই, কিন্তু ইউনোছের সমস্ত দল- যে সময় তাহারা ইমান আনিয়াছিল, আমি তাহাদিক্ হইতে এই পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আজাব দূরীভূত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে এক জামানা পর্য্যন্ত ফলভোগী করিয়াছিলাম।"

উপরোক্ত চারি আয়তে এমন কোন কথা নাই যে, যাহাতে বুঝা যায় যে, ৪০ দিবসের মধ্যে আজাব নাজিল হইবে।

কোন ছহিহ্ হাদিছে এরূপ কোন কথা নাই। যদি কোন জইফ রেওয়াএতে থাকে, তবে উহাকে আছমানি ফয়ছলা বলিয়া দাবি করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়, মির্জ্জা ছাহেব দাবি করিয়াছেন যে, উহাতে কোন শর্ত্ত

ছিল না, ইহাও তাহার বাতীল দাবি।

কোন ছহিহ রেওয়াএতে বা কোর-আনের আয়ত ইহা উল্লিখিত হয় নাই যে, হজরত ইউনোছ (আঃ) আজাব সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, অবশ্য কোন কোন জইফ রেওয়াএতে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাতে শর্তের কথা উল্লিখিত আছে।

তফছির- কবির, ৬। ১৮৮ পৃষ্ঠা ; —

عن ابن عباس رض فاوحی الله تعالی الیه قل لهم ان لم تؤمنوا جاءكم العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عندهم فلما فقدوه ندموا على فعلهم فامنوا به ❋

" ইবনে- আব্বাছ (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার নিকট এই অহি প্রেরণ করিলেন, তুমি তাহাদিগকে বল, যদি তোমরা ইমান না আন, তবে তোমাদের উপর আজাব আসিবে। ইহাতে তিনি তাহাদিগকে সংবাদ দিলেন, তাহারা অস্বীকার করিলেন, তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যখন তাহারা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না, তাহারা নিজেদের কার্য্যের উপর লজ্জিত হইলেন, তৎপরে তাঁহার উপর ইমান আনিলেন।"

হাশিয়ায়- শেখজাদা, ২।৩৬৫ পৃষ্ঠা ;—

فاوحي الله اليه قل لهم ان لم يؤمنوا جاءهم العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عندهم ❋

" আল্লাহতায়ালা তাঁহার নিকট অহি প্রেরণ করিলেন, তুমি তাহাদিগকে বল যদি তাহারা ইমান না আনে, তবে তাহাদের উপর আজাব আসিবে। তিনি তাহাদিগকে এই সংবাদ পৌঁছাইলেন, ইহাতে তাহারা অস্বীকার করিলেন। তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলেন।"

রুহোল- মায়ানি , ৫।৩৮৪ পৃষ্ঠা ;—

فاوحى الله تعالى اليه قل لهم ان لم يؤمنوا جاءهم العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عندهم فلما فقدوه ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه ●

“ আল্লাহ্ তাঁহার নিকট অহি প্রেরণ করিলেন, তুমি তাহাদিগকে বল, যদি তাহারা ইমান না আনে, তবে তাহাদের উপর আজাব উপস্থিত হইবে। তিনি তাহাদিগকে এই সংবাদ পৌঁছাইলে, তাহারা এনকার করিল। তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যখন তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, নিজেদের কার্য্যে লজ্জিত হইলেন, ইহাতে তাহারা তাঁহার অনুসন্ধানে রওয়ানা হইলেন, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না।”

আর ছুরা ছাফ্যাতের উল্লিখিত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, তাহারা ইমান আনিয়াছিলেন। এক্ষণে বুঝা গেল যে, হজরত ইউনোছ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীতে যে শর্ত্ত ছিল, তাহা প্রতিপালন করিবার জন্য তাহারা নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।

তৃতীয়, তিনি আজাব আসিবার ওয়াদা করিয়াছিলেন, কোর-আন শরিফের ছুরা ইউনোছের আয়তে বুঝা যায় যে, আজব আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের ইমান আনায় উহা ফিরিয়া গিয়াছিল, মূলকথা, যেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। কাজেই মির্জ্জা ছাহেবের এইরূপ দাবি যে, হজরত ইউনোছ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল না, একেবারে বাতীল দাবি।

১১। মির্জ্জা ছাহেব কিস্তিয়ে- নুহের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; “

یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑیگی بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے ●

ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, কোর-আন শরিফে বরং তওরাতের কোন পুস্তকে এই সংবাদ বর্ত্তমান আছে যে, প্রতিশ্রুত মছিহের জামানায় প্লেগ প্রকাশিত হইবে, বরং হজরত মছিহ (আঃ) ইঞ্জিলে এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন।"

তিনি উহার হাশিয়াতে লিখিয়াছেন;—

مسیح موعود کے وقت میں طاعون کا پڑنا بائیبل کی ذیل کی کتابوں میں موجود ہے زکریا ۱۴/۱۲ انجیل متی ۲۴/۸ ، مکاشفات ۲۲/۸ *

প্রতিশ্রুত মছিহের জামানায় প্লেগ প্রকাশিত হওয়া বাইবেলের নিম্নোক্ত পুস্তকগুলিতে বর্ত্তমান আছে ; — সখরিয় ১৪ অধ্যায় ও ১২ পদ মথি, ২৪ অধ্যায় ৮ পদ, প্রকাশিত বাক্য, ২২ অধ্যায়, ৮ পদ।"

মির্জ্জা ছাহেব এস্থলে চারিটী মিথ্যা কথা বলিয়াছেন ;—

(১) কোর-আনে কোন স্থানে এইরূপ কথা নাই।

(২) সখরিয় পুস্তকের ১৪।১২ পদে লিখিত আছে, যে সমস্ত পরজাতি যিরুশামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবে, তাহাদের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইবে। এস্থলে মছিহ-সংক্রান্ত কোন কথা নাই।

(৩) মথির ২৪ অধ্যায়ের ৩-৮ পদে লিখিত আছে, মিথ্যা মছিহরা আগমন করিলে, মহামারী উপস্থিত হইবে।

(৪) প্রকাশিত বাক্যের ২।৮ পদে উপরোক্ত কথার নাম গন্ধ নাই।

এক্ষণে মির্জ্জায়িদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যিনি কোর- আন ও বাইবেলেনর উপর মিথ্যা অপবাদ করিতে পারেন, তাহার সমস্ত এলহাম শয়তানি হইবে না কেন?

১২। মির্জ্জাছাহেব এজালাতোল - আওহামের ৩৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ایساهی , وه حدیث جس کے یه الفاظ هیں ....
صاف صاف ظاهر کر رهی هے که جو کچهه آنحضرت صلی
الله علیه وسلم نے اپنے اجتهاد سے پیشگوئی کا محل
و مصداق سمجهاتا وه غلط نکلا ❋

" এইরূপ উক্ত হাদিছ - যাহার শব্দগুলি এই .... স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে যে, হজরত (ছাঃ) নিজ এজতেহাদে ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্যস্থল যাহা কিছু বুঝিয়াছিলেন, তাহা ভ্রান্তিমূলক হইয়া পড়িয়াছে।"

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেবের কথায় বুঝা যায় যে, হজরত নবি (ছাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়াছিল, কিন্তু ইহা মির্জ্জা ছাহেবের বাতীল দাবি ; কারণ হজরত একটী স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিয়া উহার তা'বির করিয়াছিলেন, তিনি এস্থলে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই।

মেশকাতের ৩৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—
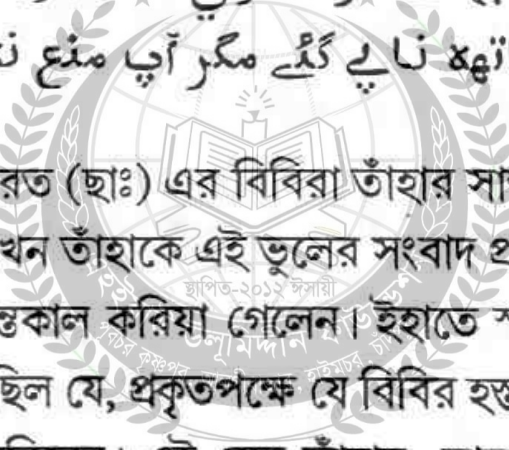
عن النبی صلی الله علیه وسلم قال رأیت فی المنام
انی اهاجر من مکة الی ارض بها نخل فذهب وهلی الی
انها الیمامة او هجر فاذا هی المدینة یثرب ❋

" নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নযোগে দেখিলাম যে, নিশ্চয় আমি মক্কা শরিফ হইতে এরূপ জমির দিকে হেজরত করিব— যাহাতে খোর্ম্মা বৃক্ষ সকল আছে। ইহাতে আমারা ধারণা হইয়াছিল যে, উহা ইমামা কিম্বা হাজার হইবে, হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম যে, উহা মদিনা-এছরব।"

এই হাদিছে বোঝা যায় যে হজরত স্বপ্ন যোগে উহা মদিনা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদি ইহাকে মির্জ্জা ছাহেবের বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদি ইহাকে মির্জ্জা ছাহেবের মতে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তবে বলি, তিনি মদিনা শরিফে হেজরত করার

ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, ইহাতে কোথায় তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্তিমূলক হইল।

১৩। মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল- আওহামের ৩৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; —

جب آنحضرت صلى الله عليه و سلم کی بیویوں نے آپ کے روبرو هاتھ ناپنے شروع کئے تھے تو آپ کو اس غلطی پر متنبه نہیں کیا گیا - یہانتک کہ آپ فوت ہوگئے - اور بظاهر معلوم هوتا هے کہ آپ کي یهي رای تهي کہ در حقیقت جس بیوي کے لمبے هاتھ هیں وهي سب سے پہلے فوت هوگي - اسی وجه سے با وجودیکه آپ کے روبرو هاتھ ناپے گئے مگر آپ منع نہ فرمایا ●

" যখন হজরত (ছাঃ) এর বিবিরা তাঁহার সাক্ষাতে হস্ত মাপিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাকে এই ভুলের সংবাদ প্রদান করা হইল না, এমন কি তিনি এন্তেকাল করিয়া গেলেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হজরতের মত এই ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে যে বিবির হস্ত লম্বা ছিল, তিনিই প্রথমে এন্তেকাল করিবেন। এই হেতু তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহারা হস্ত মাপিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি নিষেধ করেন নাই।"

পাঠক, হাদিছটী মেশকাতের ১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ; —

عن عايشة ان بعض ازواج النبى قلن للنبى صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوقا قال اطولكن يدا فاخذوا قصبة يذرعونها وكانت سودة اطولهن يدا فعلمنا بعد انما كان طول يدها الصدقة وكانت اسرعنا لحوقا به زينب وكانت تحب الصدقة ●

" আএশা (রাঃ) রেওয়া এত করিয়াছেন, নিশ্চয় নবি (ছাঃ) এর কতক বিবি হজরতকে বলিয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে আপনার সহিত মিলিত হইবেন? হজরত বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার হস্ত বেশী লম্বা হইবে (দাতা হইবে)। তৎপরে তাহারা বাঁশ দ্বারা হস্ত মাপিতে লাগিলেন। (হজরত) ছওদার হস্ত সমধিক লম্বা ছিল। তৎপরে আমরা জানিতে পারিলাম যে, হস্ত লম্বা হওয়ার অর্থ দান করা। আমাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে (হজরত) জয়নব উক্ত হজরতের সহিত মিলিত হইয়া- ছিলেন, তিনি দান করা পছন্দ করিতেন।"

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, হজরত বলিয়াছিলেন যে, যে বিবির হস্ত অধিক লম্বা হইবে, সেই বিবি প্রথমে মরিবেন। ইহার অর্থ এই যে, যে বিবি অধিকতর দানশীলা হইবেন, তিনি বিবিদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে এন্তেকাল করিবেন। বিবিরা উহার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া নিজেদের হস্ত মাপিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত যে এই ভবিষ্যদ্বাণী বুঝিতে পারেন নাই, ইহা একেবারে বাতীল দাবি। কোন হাদিছে এইরূপ কথা নাই যে, তাঁহারা হজরতের সাক্ষাতে হস্ত মাপিয়া ছিলেন।

কাজেই মির্জ্জা ছাহেব নিজের শয়তানি এলহামি ভবিষ্যদ্বাণী- গুলির দোষ ঢাকিবার জন্য হজরতের উপর এইরূপ মিথ্যা অপবাদ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, ইহাতে মির্জ্জা ছাহেবের ইমান ও নবি- ভক্তির নমুনা প্রকাশ হইয়া গেল।

চতুর্থ অধ্যায়।

মির্জ্জা ছাহেবের ভিন্ন ভিন্ন মত

কোর আন ; —

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

“ আর যদি উক্ত কালামোল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষ হইতে হইত, তবে অবশ্য তাহারা উহাতে বহু মতভেদ পাইতেন ”

আল্লাহতায়ালা উক্ত আয়তে সত্য ও মিথ্যা এলহামের দাবি দারগণের চিনিবার বড় নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি নিজের কথাকে আল্লাহতায়ালার কথাও এলহাম বলিয় প্রকাশ করে, কিন্তু সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে নিশ্চয় তাহার কথাগুলিতে বিস্তর অনৈক্য ভাব পরিলক্ষিত হইবে। তের শতাব্দীর মধ্যে বহুলোক মিথ্যা দাবী ও মিথ্যা এলহাম প্রকাশ করিয়াছিল, কিছুকাল পরে, লাঞ্ছিত ও বিফল মনোরথ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

মির্জ্জা ছাহেবের কেতাবগুলি প্রকাশ্য-দৃষ্টিতে একটু মনোমুগ্ধ কর বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু আল্লাহতায়ালা যাহাদিগকে সূক্ষ্মদৃষ্টি- শক্তি ও বিবেক দান করিয়াছেন, তাহারা যেরূপ কষ্টি পাথরে খোটা সোনা পরীক্ষা করা হয়, সেইরূপ সত্য মিথ্যা প্রভেদ করিয়া লইয়া থাকেন, নিজেও ফাছাদ হইতে নিরাপদে থাকেন এবং লোকদিগকে সত্যপথে পরিচালিত করেন।

মির্জ্জা ছাহেব নিজের কেতাব সমূহে সর্ব্বদা সময় ও সুবিধা বুঝিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহাকে এক প্রকার সুবিধাবাদী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এইহেতু তাহার কথাগুলিতে বহু অনৈক্য দেখা যায়, এই অনৈক্য গুলি সামান্য নহে, বরং মোটামোটি ভাবের অনৈক্য দেখা যায়। যখন কোর- আন - কষ্টি আমাদের হাতে রহিয়াছে, তখন কি জন্য মির্জ্জা

ছাহেবের শিক্ষাকে অন্যান্য মিথ্যা এলহাম ও রেছালাতের দাবিগণের ন্যায় মিথ্যা বলা হইবে না?

মির্জ্জা ছাহেবের কেতাব সমূহে বহু অনৈক্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, এস্থলে কয়েকটি কথা উল্লেখ করিয়া মির্জ্জাভক্তদিগকে চ্যালেঞ্জ দিতেছি, তাহারা যেন নিম্নোক্ত ভিন্ন ভিন্ন মতগুলির মধ্যে সমতা স্থাপন করিয়া দেখান। আর যদি সক্ষম না হন, তবে কোর-আন শরিফের উল্লিখিত স্পষ্ট দলীল ও নুরে-ইমানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া লন।

মির্জ্জা ছাহেব সৎ বচনের ২৯ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় লিখিয়াছেন ;—

جو پرلے درجہ کا جاہل ہو جو اپنے بیانوں میں
متناقض بیانوں کو جمع کرے اور اس پر اطلاع نہ رکھے ۞

"যে ব্যাক্তি উচ্চ শ্রেণীর অজ্ঞ, সেই ব্যক্তি নিজের বর্ণনা সমূহের মধ্যে বিপরীত কথা সন্নিবেশিত করে, অথচ সে ইহা জানিতে না পারে।"

আরও সৎবচন ৩০/৩১ পৃষ্ঠা ;—

ظاہر ہے کہ کسی سچیار اور عقلمند اور صاف دل
انسانوں کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا - ہاں
اگر کوئی پاگل اور مجنون اور ایسا منافق ہو الخ ۞

"ইহা অতি প্রকাশ্য যে, কোন সত্যবাদী, বুদ্ধিমান, শুদ্ধ-হৃদয় মনুষ্যের কথাগুলি কিছুতেই বিপরীত বিপরীত হইতে পারে না, যদি কোন পাগল ও মোনাফেক হয়, (তবে এইরূপ হইতে পারে)।"

এক্ষণে মির্জ্জা ছাহেব নিজের দাবি অনুসারে বড় অজ্ঞ, জ্ঞানহীন, কলুষিত হৃদয়, পাগল ও মোনাফেক হইবেন কিনা তাহার বিচারের ভার মির্জ্জাভক্তদিগের উপর অর্পণ করিলাম।

(১) মোহাদ্দাছ ও নবি হওয়ার দাবি ও এনকার।

এজালায়-আওহাম, ২৪৭ পৃষ্ঠা ;—

سوال رسالہ فتح اسلام میں نبوت کا دعوی کیا ہے
الجواب نبوت کا دعوی نہیں بلکہ محدثیت کا دعوی ہے
جو خدا تعالی کے حکم سے کیا گیا ہے ❋

" ছওয়াল— আপনি ফৎহে- ইছলাম কেতাবে নবুয়তের দাবি করিয়াছেন, জওয়াব, — নবুয়তের দাবি নহে বরং মোহাদ্দাছ (এলহাম প্রাপ্ত) হওয়ার দাবি— যাহা খোদাতায়ালার হুকুমে করা হইয়াছে।"

তওজিহে- মারামের ৪৭ পৃষ্ঠায় ও হামামাতোল বোশরা কেতাবের ৭৯ পৃষ্ঠায় তাঁহার মোহাদ্দাছ হওয়ার কথা লিখিত আছে।

তদ্বিপরীতে যখন মির্জ্জা ছাহেবের নবি হওয়ার আবশ্যক বোধ হইল, তখন তিনি উক্ত কথাগুলি ভুলাইয়া দিয়া 'এস্তেহারে এক গলতি কা এজালা'তে লিখিয়াছেন ;—

اگر خدا تعالی سے غیب کی خبریں پانے والا نبي
کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کہ کس نام سے اس کو
پکارا جاوے - اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاهئے
تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی لغت کی کسی
کتاب میں اظہار غیب نہیں ❋

" যদি খোদার পক্ষ হইতে গুপ্ত সংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি নবি নামে অভিহিত না হয়, তবে বল তাহাকে কোন্ নামে ডাকা যাইবে? যদি তুমি বল যে, তাহার নাম মোহাদ্দাছ রাখা চাই, তবে আমি বলি, 'তহদিছে'র অর্থ কোন অভিধানে গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশ করা বলিয়া লিখিত নাই। "

মির্জ্জা ছাহেব প্রথম স্থলে 'মোহাদ্দাছ' হওয়া স্বীকার ও নবি হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন, পক্ষান্তরে তিনি দ্বিতীয় স্থলে নবি হওয়ার দাবি ও মোহাদ্দাছ হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন, কাজেই তিনি নিজের দাবি অনুসারে মোহাদ্দাছ নহেন এবং নবিও নহেন।

(২) যে মুছলমানেরা মির্জ্জাভক্ত নহেন, তাহাদের কোফর ও

ইছলাম সম্বন্ধে মির্জ্জা ছাহেবের ভিন্ন ভিন্ন মত ; -

তিরইয়াকোল- কুলুবের ৩২৫/ ৩২৬ পৃষ্ঠার হাশিয়া ; —

یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوی سے
انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیون کی
شان ہے جو خدا تعالی کی طرف سے شریعت اور احکام
جدیدہ لاتے ہین لیکن صاحب الشریعت کے ماسوا جس
قدر ملہم اور محدث ہین گو وہ کیسے ہی جناب الہی میں
اعلی شان رکھتے ہون اور خلعت مکالمۂ الہیہ سے سرفراز
ہون ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا ٭

" এই সূক্ষ্মতত্ত্বটীও স্মরণ রাখা উপযুক্ত যে, নিজের দাবি অস্বীকারকারীকে কাফের বলা, ইহা কেবল উক্ত নবিগণের কার্য্য, যাহারা খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে শরিয়ত ও নূতন আহকাম আনয়ন করেন, কিন্তু শরিয়ত প্রবর্ত্তক ব্যতীত যত সংখ্যক মোলাহাম ও মোহাদ্দাছ হইয়া থাকেন, আল্লাহতায়ালার দরবারে তাঁহাদের উচ্চ দরজা হউক না কেন এবং আল্লাহতায়ালার কথোপকথন করার সম্মান লাভ করিয়া থাকুন না কেন, তাহাদের এনকার করাতে কেহ কাফের হয় না।"

এজালায়- আওহাম, ১৩১পৃষ্ঠা ; —

جاننا چاہئے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا
عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جز یا دین
کے رکنون میں سے کوئی رکن ہو بلکہ صدہا پیشگوئیان
میں سے یہ ایک پیشگوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے
کچھ بھی تعلق نہیں ٭

" জানা উচিত যে, মছিহর নাজিল হওয়ার আকিদা এমন কোন আকিদা নহে— যাহা আমাদের ইমানের অংশ কিম্বা দীনের কোন রোকন হইতে পারে, বরং শত শত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী- যাহার

প্রকৃত ইছলামের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই।"

যেরূপ কোন নূতন দোকানদার প্রথমতঃ নরম নরম কথা বলিয়া খরিদারদিগের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে, যখন দোকানের উন্নতি হয়, এবং খরিদারগণের সংখ্যা অধিক হয়, তখন তাহার মেজাজ গরম হইয়া পড়ে। মির্জ্জা ছাহেব প্রথম প্রথম উপরোক্ত প্রকার নরম সুরে কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তাহার মুরিদগণের সংখ্যা বেশী হইয়াছিল, তখন তিনি কিরূপ কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত কথাগুলিতে বেশ বুঝিতে পারিবেন।

তিনি 'মে'য়ারোল- আখইয়ার' এর ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; —

جو شخص تیری پیروی نہ کرے گا اور بیعت میں داخل نہوگا اور تیرا مخالف رہیگا وہ خدا و رسول کی نا فرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے ٭

" যে ব্যক্তি তোমার (মির্জ্জা গোলাম আহমদ ছাহেবের) পয়রবি না করে এবং মুরিদগণের অন্তর্ভুক্ত না হয় ও তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকিবে, সে খোদা ও রাছুলের নাফরমান ও জাহান্নামি হইবে।"

মির্জ্জা ছাহেব লাহোরের আঞ্জমানে-হেমাএতোল-ইছলামের আলেমগণকে লক্ষ্য করিয়া একটি লম্বা বক্তৃতা দিয়াছিলেন— যাহার সারমর্ম্ম এই যে, তোমরা আমাকে এনকার করিতেছ, এইহেতু প্লেগ হইতে নিরাপদে থাকা সম্বন্ধে তোমাদের দোয়া কবুল হইবে না, কেননা তোমাদের সম্পর্কে খোদা বলিয়াছেন—

وما دعاء الكافرين الا في ضلال " কাফেরদিগের দোয়া নিস্ফলতার মধ্যেই থাকিবে।" দাফেয়োল বালা, ১০/১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আঞ্জামে-আথাম, ৬২পৃষ্ঠা—

یہ خدا کا فرستادہ خدا کا مامور خدا کا امین اور خدا کیطرف سے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اسپر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے ٭

" ইনি (মির্জ্জাছাহেব) খোদার প্রেরিত, খোদার আদেশ প্রাপ্ত, খোদার বিশ্বাসভাজন এবং খোদার পক্ষ হইতে আগত, তিনি যাহা কিছু বলেন, তোমরা উহার উপর ইমান আন এবং উহার শত্রু জাহান্নামি। "

আরবাইন, ৩ নম্বর, ৩৪ পৃষ্ঠার হাশিয়া;—

تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو ٭

" যে ব্যক্তি আমাকে কাফের কিম্বা মিথ্যাবাদী বলে, অথবা আমার সম্বন্ধে সন্দিহান হয়, তাহার পশ্চাতে তোমাদের (মির্জ্জাভক্তদের) নামাজ পড়া হারাম এবং নিশ্চিত হারাম। "

হকিকাতোল-অহি ১৬৩পৃষ্ঠা;—

جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے ٭

" যে ব্যক্তি আমাকে মান্য করে না, সে ব্যক্তি খোদা ও রাছুলকে মান্য করে না, কেননা আমার সম্বন্ধে খোদা ও রাছুলের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ত্তমান আছে। "

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

ہر ایک شخص جسکو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے ٭

" যে ব্যক্তির নিকট আমার আহ্বান পৌঁছিয়াছে এবং সে আমাকে কবুল করিল না, সে মুছলমান নহে। "

আরও হকিকাতোল-অহি, ১৭৯ পৃষ্ঠা;—

دوسرے یہ کفر کہ مثلا وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اسکو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ھے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ھے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ھے پس اسلئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ھے کافر ہے ●

"দ্বিতীয় প্রকার কোফর এই যে, যেরূপ এক ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মছিহকে মান্য করে না এবং দলীল পূর্ণ করা সত্ত্বেও তাহাকে মিথ্যাবাদী জানে—যাহার মান্য করার ও সত্য জানার সম্বন্ধে খোদা ও রাছুল তাকিদ করিয়াছেন এবং প্রাচীন নবিগণের কেতাব-গুলিতে তাকিদ পাওয়া যায়, যেহেতু সে খোদা ও রাছুলের হুকুমের এনকারকারী, এই হেতু সে কাফের।"

মির্জ্জা ছাহেব ইংরাজী ১৯০৬সালের ২০শে জুলাই তারিখে পীর মেহের আলী শাহ ছাহেবের নামে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

لعنة الله على من تخلف عنا وابى

"যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচারণ ও এনকার করে, তাহার উপর খোদার লা'নত হউক।"

ইংরাজি ১৮৯৯ সালের ২৪শে অক্টোবর তারিখের আল-হাকাম পত্রিকায় লিখিত আছে—

مرزا کا الهام نص صریح ھے اور نص صریح کا منکر کافر ہے۔

آج چودھویں صدی کے سر پر الله تعالی کا رسول اس کی طرف سے خلقت لئے رحمت اور برکت ہے۔ ھاں جو الله تعالی کے بھیجے ھوئے کو نہ مانے گا وہ جہنم میں اوندھا گریگا ●

" মির্জ্জা ছাহেবের এলহাম স্পষ্ট দলীল, স্পষ্ট দলীলের এনকারকারী কাফের। অদ্য চুতর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্লাহতায়ালার রাছুল তাহার পক্ষ হইতে লোকদিগের জন্য রহমত ও বরকত স্বরূপ, হাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার রাছুলকে না মানিবে, সে অধোমস্তকে জাহান্নামে পতিত হইবে।"

মির্জ্জা ছাহেবের প্রথম খলিফা মৌলবি নুরদ্দিন ছাহেব ১৯০৮ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখের আলহাকাম পত্রিকায় লিখিয়াছেন;—

گر کسی آرد شکے در شان او آن کافر است
جای او باشد جہنم بی شک و ریب و گمان

"যদি কেহ তাঁহার (মির্জ্জা ছাহেবের) সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তবে সে কাফের হইবে, বিনা সন্দেহে তাহার স্থান জহান্নাম হইবে।"

তিনি লাহোরের আহমদিয়া বিল্ডিংয়ে যে লেক্‌চার দিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন ;—

مرزا صاحب مسیح موعود ھیں - ان کا منکر کافر ہے -
مرزا صاحب رسول ھیں - ان کا منکر کافر ہے ●

"মির্জ্জা ছাহেব প্রতিশ্রুত মছিহ ছিলেন, তাহার এনকারকারী কাফের। মির্জ্জা ছাহেব রাছুল ছিলেন, তাহার এনকারকারী কাফের।"

মির্জ্জা ছাহেবের পুত্র ও দ্বিতীয় খলিফা মির্জ্জা মাহমুদ ছাহেব আনওয়ারে-খেলাফতের ৯০পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ھمارا یہ فرض ہے کہ ھم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ
سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں ●

" আমাদের পক্ষে ফরজ হইয়াছে যে, আমরা আহমদী ব্যতীত অন্যান্য লোকদিগকে মুসলমান ধারণা না করি এবং তাহাদের পশ্চাতে নামাজ না পড়ি। "

অদ্য ১৩শত বৎসরের অধিক হইতে যে কোর-আন, তওহিদ ও রেছালাত নাজাতের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া প্রায় সমস্ত মুছলমান সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা মির্জ্জা ছাহেব ও তাহার বাতীল মতগুলি মান্য না করিলে, বাতীল হইয়া যাইতেছে, ইহা আশ্চর্য্যজনক কথা নহে কি?

মূলকথা, মির্জ্জা ছাহেবের উভয় মতের মধ্যে আছমান ও জমিনের প্রভেদ আছে।

(৩) নবুয়ত শেষ হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ।

তবলিগে রেছালাত, ২/২০ পৃষ্ঠা;—

بعد ختم المرسلین کے کسی دوسرے مدعی رسالت و نبوت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں ۔ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگئی ۞

"আমি খাতেমোল-মোরছালিনের পরে অন্য কোন রেছালাত ও নবুয়তের দাবিকারীকে মিথ্যাবাদী ও কাফের জানি, রেছালাতের অহি হজরত আদম ছফিউল্লাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর শেষ হইয়া গিয়াছে।"

আছমানি-ফয়ছলা, ৩ পৃষ্ঠা ;—

اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں ۞

"আর আমি নবুয়তের দাবিকারী নহি, বরং এইরূপ দাবিকারীকে ইছলামের গণ্ডি হইতে খারিজ ধারণা করি।"

হামামাতোল-বোশরা, ৯৬ পৃষ্ঠা ;—

و ما کان لی ان ادعی النبوۃ و اخرج من الاسلام و الحق بقوم کافرین ۞

"আমার পক্ষে কোন্ সময় জায়েজ হইবে যে, নবুয়তের দাবি করিয়া ইছলাম হইতে খারিজ হইয়া কাফেরদিগের দলভুক্ত হই?"

তৎপরে মির্জ্জা ছাহেব নবি হওয়ার ধারণায় জিল্লি, বরুজি, মাজহার ও মাছিল হইতে নবি হওয়ার কত আশ্চর্য্যজনক কৌশল আবিষ্কার করিলেন, অবশেষে ইংরাজি ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ্চের 'বদর' পত্রিকায় স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন, ইহা হকিকাতোন্নবুয়তের ২৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہو وہ مردہ ہے - یہودیوں - عیسائیوں ہندؤں کے دین کو جو ہم مردہ کہتے ہیں تو اسی لئے کہ ان میں کوئی نبی نہیں ہوتا - اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گو ٹھہرے - کس لئے اسکو دوسرے دینوں سے بڑھکر کہتے ہیں - ہم پر کئی سال سے وحی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالی کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں - اس لئے ہم نبی ہیں - امر حق کے پہنچانے میں کسی قسم کا اخفاء رکھنا چاہئے ❋

"আমাদের মজহাব এই যে, দীনে নবুয়ত প্রচলিত না থাকে, উহা মৃত। য়িহুদী, খ্রীষ্টান ও হিন্দুদিগের ধর্ম্মকে আমরা এই জন্য মৃত বলিয়া থাকি যে, তাহাদের কোন নবী হয় না। যদি ইছলামের উপরোক্ত প্রকার অবস্থা হইত, তাহা হইলে আমিও কাহিনী-প্রচারক হইতাম, কি জন্য আমরা উহাকে অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া থাকি? কয়েক বৎসর হইতে আমার উপর অহি নাজিল হইতেছে এবং আল্লাহতায়ালার কতিপয় নিদর্শন ইহার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এইহেতু আমি নবী। সত্য কথা প্রচার

করিতে কোন প্রকার গোপন রাখা উচিত নহে।"

মির্জ্জা ছাহেবের এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ কথা সত্য?

(৪) হজরত ইছা (আঃ) এর গোর সম্বন্ধে মতভেদ।

এজালায়-আওহাম, ২৭৩ পৃষ্ঠা; —

یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جاکر فوت ہوگیا - لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہوچکا تھا پھر زندہ ہوگیا ❋

ইহা সত্য কথা যে, মছিহ নিজের মাতৃভূমি গলিলে উপস্থিত হইয়া ফওত হইয়া গেলেন, কিন্তু ইহা সত্য নহে যে, যে শরীর দফন করা হইয়াছিল, তাহা পুনরায় জীবিত হইয়া গিয়াছিল।"

সৎবচনের হাশিয়া, ১৬৪ পৃষ্ঠায় ;—

ہاں بلاد شام میں حضرت عیسی کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور مقرر تاریخوں پر ہزارہا عیسائی سال بہ سال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں ❋

হাঁ শাম দেশে হজরত ইছা (আঃ) এর কবরের পূজা হইতেছে এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখ সমূহে সন সন সহস্র সহস্র খৃষ্টান সেই কবরের নিকট সমবেত হইয়া থাকেন।

রাজে-হকিকত, ৯ পৃষ্ঠা ;—

حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیبی واقعہ سے نجات پاکر ضرور ہندوستان کا سفر کیا ہے اور نیپال سے ہوتے ہوئے آخر تبت تک پہونچے اور پھر کشمیر میں ایک مدت ٹھہرے - اور آخر ایک سو بیس برس کے عمر میں سرینگر میں انتقال فرمایا اور محلہ خان یار میں مدفون ہوئے ❋

"হজরত মছিহ (আঃ) ক্রুশের ঘটনা হইতে উদ্ধার পাইয়া নিশ্চয় হিন্দুস্তানের যাত্রা করিয়াছিলেন, নেপাল হইয়া শেষে তিব্বত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, তৎপরে কাশ্মীরে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, অবশেষে ১২০ বৎসর বয়সে শ্রীনগরে এন্তেকাল করিয়াছিলেন এবং 'খানইয়ার' নামক পল্লীতে মদফুন হইয়াছিলেন,

এতমামোল-হুজ্জাৎ ২০ পৃষ্ঠা ;—

وقبره في بلدة القدس و الى الان موجود و هنالك كنيسة وهي اكبر الكنائس من كنائس النصاري و داخلها قبر عيسى عليه السلام ❋

তাঁহার (হজরত ইছার) কবর বয়তোল-মোকাদ্দছে হইয়া ছিল, এখনও তথায় উহা বর্ত্তমান আছে, তথায় একটী গির্জ্জা ঘর আছে, উহা খ্রীষ্টানদিগের শ্রেষ্ঠতম গির্জ্জাঘর, উহার মধ্যে ইছা (আঃ) এর কবর আছে।

মির্জ্জা ছাহেবের চারিটী ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে কোন্‌টী সত্য? হজরত ইছা (আঃ) এর কবর কি চারিস্থানে হইয়াছে? এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত কি এলাহামি কথা হইতে পারে? ইহা মস্তিষ্কের বিকার নহে কি?

(৫) শিখ সম্প্রদায়ের গুরু নানক ছাহেবের লম্বা পিরহান সম্বন্ধে মতান্তর ;—

শিখ সম্প্রদায়ের গুরু নানক ছিলেন, শিখদিগের নিকট তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটী লম্বা পিরাহান আছে, উহাতে কলেমায়-তাইয়েবা, কলেমায়-শাহাদত, বিছমিল্লাহে, ছুরা ফাতেহা ছুরা এখলাছ, আয়তল-কুরছি ইত্যাদি কোর-আনের কতকগুলি আয়ত অঙ্কিত আছে।

সৎবচন, ৬৭ পৃষ্ঠা ;—

هم باوا صاحب كي كرامت كو اسى جگه مانتے هيں اور قبول كرتے هيں كه وه چوله انهيں غيب سے ملا اور قدرت كے هاتهه نے اسپر قرآن شريف لكهديا ❋

"আমরা বাবা (নানক) ছাহেবের কারামত এই স্থলে মান্য করি ও কবুল করি যে, তিনি উক্ত লম্বা পিরাহান গায়েব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আল্লাহতায়ালার কুদরতে উহাতে কোর-আন শরিফ অঙ্কিত হইয়াছিল।"

ইহার বিপরীতে তিনি নজুলোল-মছিহ কেতাবের ২০৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

اسلام میں چوے رکھنا اس زمانہ میں فقیروں کی
ایک رسم تھی - پس یہ بات بہت صحیح ہے کہ باوا صاحب
کے مرشد نے جو مسلمان تھا یہ چولہ ان کو دیا تھا ❋

" সেই জামানায় ইছলামে লম্বা পিরাহান রাখা ফকিরদিগের এক প্রকার নিয়ম ছিল, এক্ষেত্রে ইহা অতি সত্য কথা যে, বাবা নানকের মুছলমান মুর্শিদ তাঁহাকে এই লম্বা পিরাহান দিয়াছিলেন।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ جنم ساکھیوں میں لکھا
ہے کہ چونکہ باوا صاحب نیکبخت آدمی تھے ....
اسلئے خدا سے الہام پاکر یہ چولا انہوں نے بنایا تھا ❋

'হাঁ, ইহাও হইতে পারে, 'জন্ম'সাক্ষিও'তে লিখিত আছে যে, যেহেতু বাবা (নানক) ছাহেব নেক মানুষ ছিলেন, এই হেতু তিনি খোদার পক্ষ হইতে এলহাম প্রাপ্ত হইয়া এই লম্বা পিরাহান প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

মির্জ্জা ছাহেবের উক্ত পিরাহান সম্বন্ধে তিন প্রকার মত সমস্তই সত্য কিনা?

(৬) হজরত ইছ (আঃ) এর নাজিল হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ; বারাহিনে-আহমদীয়া, ৪৯৮/৪৯৯ পৃষ্ঠা;—

هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله - يه آيت جسماني اور سياست ملكي كے طور پر حضرت مسيح كے حق ميں پيشگوئي هے - اور جس غلبه كامله كا دين اسلام كو وعده ديا گيا وه غلبه مسيح كے ذريعه ظهور ميں آئيگا اور جب حضرت مسيح عليه السلام دوباره اس دنيا ميں تشريف لائيں گے تو ان كے هاتهه سے دين اسلام جميع آفاق و اقطار ميں پهيل جاوے گا ●

"তিনিই নিজের রাছুলকে হেদাএত ও সত্য দীনের সহিত এই হেতু প্রেরণ করিয়াছেন যে, তিনি উহাকে সমস্ত দীনের উপর পরাক্রান্ত করেন।"

এই আয়ত বাহ্যিক ও রাজনৈতিক ভাবে হজরত মছিহ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ। দীন ইছলামের যে পূর্ণ পরাক্রমের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, উক্ত পরাক্রম মছিহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে, আর যখন হজরত মছিহ (আঃ) দ্বিতীয় বার এই দুন্‌ইয়াতে আগমন করিবেন, তখন তাঁহার হস্তে সমস্ত অঞ্চলে দীন-ইছলাম বিস্তৃত হইয়া পড়িবে।"

আরও উক্ত কেতাবে, ৫০৫ পৃষ্ঠা ;—

اور حضرت مسيح عليه السلام نهايت جلاليت كے ساتهه دنيا پر اترينگے اور تمام راهوں اور سڑكوں كو خس و خاشاك سے صاف كردينگے اور نار است كا نام و نشان نه رهيگا اور جلال الهي گمراهي كے تخم كو اپني تجلى قهري سے نيست و نابود كرديگا ●

"হজরত মছিহ (আঃ) অতিশয় পরাক্রমের সহিত দুনইয়াতে নাজিল হইবেন, সমস্ত পথকে কন্টক ও আবর্জ্জনা হইতে পরিষ্কার

করিবেন, অহিতও অন্যায় কার্য্যের চিহ্ন মাত্র থাকিবে না এবং আল্লাহতায়ালার পরাক্রম কোপের তাজ্জালি দ্বারা ভ্রান্তির বীজকে বিলুপ্ত করিয়া দিবেন।”

হামামাতোল-বোশরা, ১৮ পৃষ্ঠা ;—

بل اخرته الى عشر سنة بل زدت عليها وكنت لحكم واضح وامر صحيح من المنتظرين ⁕

“মছিহ (আঃ) এর ফওত, তাঁহার নাজিল না হওয়ার এবং আমার মছিহ (আঃ) এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার এলহাম আমি দশ বৎসর বা তদধিক কাল মোলতুবি রাখিয়াছিলাম এবং স্পষ্ট হুকুমের অপেক্ষাকারী ছিলাম।”

এজলায়-আওহাম, ১৯১ পৃষ্ঠা ;—

اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعوی نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آیندہ کوئی مسیح نہیں آئیگا بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار سے بھی زیادہ مسیح آسکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال و اقبال کے ساتھ بھی آوے اور ممکن ہے کہ اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو ⁕

“আমার পক্ষ হইতে এই দাবি নহে যে, আমার উপর মছিহিএত শেষ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কোন মছিহ আসিবে না, বরং আমি ইহা মান্য করিয়া থাকি এবং বারম্বার বলিয়া থাকি যে, এক কেন দশ সহস্রের অধিক মছিহ আসিতে পারে। ইহাও সম্ভব যে, বাহ্য পরাক্রম ও সমার্থের সহিত আসিতে পারেন এবং ইহাও হইতে পারে যে, তিনি প্রথমে দেমাস্কে নাজিল হইবেন।”

উক্ত কেতাব, ১৪৯/১৫০ পৃষ্ঠা;—

میں نے صرف مثیل مسیح ہونے کا دعوی کیا ہے
اور میرا یہ بھی دعوی نہیں کہ صرف مثیل ہونا میرے
پر ہی ختم ہوگیا ہے بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ
آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی مثیل
مسیح آجائیں *

اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا
مسیح بھی آجائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ
صادق آسکیں کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور
بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا اور درویشی اور غربت
کے لباس میں آیا ہے ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی
یہ مراد بھی پوری ہوجائے *

আমি কেবল মছিলে-মছিহ হওয়ার দাবি করিয়াছি, আমার ইহাও দাবি নহে যে, মছিলে-মছিহ হওয়া কেবল আমার উপর শেষ হইয়াছে, বরং আমার নিকট ইহাও সম্ভব যে, ভবিষ্যতে আমার তুল্য দশ সহস্র মছিলে-মছিহ আগমন করেন। ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব যে, কোন সময় এরূপ কোন মছিহ আগমন করেন — যাহার উপর হাদিছ সমূহের স্পষ্ট শব্দগুলি খাপ খাইতে পরে, কেননা এই অক্ষম এই দুন্ইয়ার হুকুমত ও বাদশাহির সহিত আগমন করেন নাই। ফকিরি ও দরিদ্রতার পরিচ্ছেদে আগমন করিয়াছে। ইহাও সম্ভব যে, কোন সময় আলেমগণের এই উদ্দেশ্যে পূর্ণ হইয়া যায় — অর্থাৎ হাদিছগুলির স্পষ্ট শব্দ সমূহের অনুপাত বাদশাহ ও শাসনকর্ত্তা মছিহ আগমন করেন।"

আরও উক্ত কেতাব, ১৪৬ পৃষ্ঠা ;—

میں نے یہ دعوی ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن
مریم ہوں - جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر
مفتری اور کذاب ہے بلکہ میری طرف سے عرصہ سات

آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کے بعض روحانی خواص طبع اور عادات اور اخلاق وغیرہ کے خدای تعالی نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں ٭

"আমি কখনও এরূপ দাবি করি নাই যে, আমিই মছিহ্ বেনে মরয়েম, যে ব্যক্তি এই দোষ আমার উপর আরোপ করে, সে স্পষ্ট অপবাদকারী ও মিথ্যাবাদী, বরং আমার পক্ষ হইতে সাত আট বৎসর হইতে অনবরত ইহা প্রচারিত হইতেছে যে, আমি ইছা (আঃ) এর মছিল হইতেছি—অর্থাৎ ইছা (আঃ) এর প্রকৃতির কতক রুহানি গুণ, স্বভাব চরিত্রাবলী খোদা আমার প্রকৃতির মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন।"

আঞ্জামে আথাম ৫৯ পৃষ্ঠা;—ঐ

الله الذي جعلك المسيح ابن مريم

"আল্লাহ তোমাকে মছিহ বেনে মরয়েম করিয়াছেন।"

হকিকাতোল-মছিহ, ১৭৯ পৃষ্ঠা;—

دوسرے یہ کفر کہ مثلا وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اسکو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے ٭

"দ্বিতীয় কাফেরী যথা— সে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি মছিহকে (মির্জ্জা ছাহেবকে) মান্য না করে এবং প্রমাণ পূর্ণ করার পরেও তাহাকে মিথ্যাবাদী জানে— যাহার মান্য করা ও সত্যবাদী জানা সম্বন্ধে খোদা ও রাছুল তাকিদ করিয়াছেন।"

মির্জ্জা ছাহেবের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে কোন্‌টী সত্য?

(৭) ডাক্তার আবদুল হাকিম ছাহেবের তফছিরোল-কোর-আন বেল-কোর-আন সম্বন্ধে মিৰ্জ্জা ছাহেবের ভিন্ন ভিন্ন মত;—

মিৰ্জ্জা ছাহেব প্রথমে বলিয়াছেন;—

نہایت عمدہ ہے - شیرین بیان ہے نکات قرآنی خوب بیان کئے ہیں - دل سے نکلی اور دلوں پر اثر کرنے والی ہے ❋

"তফছির অতি উৎকৃষ্ট, ইনি মিষ্টভাষী, কোর-আন শরিফের নিগূঢ়তত্ত্ব খুব বর্ণনা করিয়াছেন, উহা অন্তর হইতে বাহির হইয়াছে এবং অন্তর সমূহে আছর করিয়া থাকে।"

যখন ডাক্তার আবদুল হাকিম ছাহেব মিৰ্জ্জা ছাহেবের মছিহ হওয়ার কথা নিজের তফছিরে লিখিয়াছেন, তখন মিৰ্জ্জা ছাহেব উপরোক্ত প্রকার প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি তাঁহাকে মিথ্যাবদী ধারণা করিয়া তাহার কথা তফছির হইতে লোপ করিয়া দিলেন, যেই সময় মিৰ্জ্জা সাহেব ১৯০৬ সালের ৭ই জুন তারিকের 'বদর' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন;—

ڈاکٹر عبد الحکیم کا تقوی صحیح ہوتا تو وہ کبھی تفسیر لکھنے کا نام نہ لیتا کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے اسکی اس کی تفسیر میں ایک ذرہ روحانیت نہیں اور نہ ظاہري علم کا کچھ حصہ ہے - میں نے اسکي تفسیر کو کبھی نہیں پڑھا ❋

"যদি আবদুল হাকিমের পরহেজগারি ঠিক হইত, তবে সে কখনও তফছির লিখিবার নাম লইত না, কেননা সে উহার উপযুক্ত নহে, তাহার কোর-আন শরিফের তফছিরে এক বিন্দু আত্মিক ভাব নাই, জাহেরি এলমে তাহার কোন অংশ নাই। আমি তাহার তফছির কখনও দর্শন করি নাই।"

মির্জ্জা ছাবেহ ডাক্তার ছাহেবের তফছির না দেখিয়া দুই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মত কিরূপে প্রকাশ করিলেন?

(৮) হজরত মছিহ (আঃ) এর সম্বন্ধে মতভেদ;—

হকিকাতোল-অহি, ১৫০ পৃষ্ঠা;—

میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ابن مریم آخری خلیفہ موسی علیہ السلام کا ہے اور میں آخری خلیفہ اس نبی کا ہوں جو خیر الرسل ہے۔ اس لئے خدا نے چاہا کہ مجھے اس سے کم نہ رکھے *

"আমি ইহাও দেখিতেছি যে, এবনো-মরয়েম (হজরত) মুছা (আঃ) এর শেষ খলিফা, আর আমি এই শ্রেষ্ঠতম রাছুল ও নবীর শেষ খলিফা, এই হেতু খোদা ইচ্ছা করিয়াছেন যে, আমাকে তাঁহা অপেক্ষা কম না করেন।"

ইহাতে মির্জ্জা ছাহেব হজরত মছিহ (আঃ) এর তুল্য হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

তিরইয়াকোল-কুলুব, ৩৮ পৃষ্ঠা;—

اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے کیونکہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہوسکتی ہے

"এস্থলে কাহারও যেন এইরূপ ধারণা না হয় যে, আমি এই বক্তৃতায় নিজের আত্মাকে হজরত মছিহ (আঃ) এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি, কেননা ইহা একটী আংশিক ফজিলত— যাহা গরনবি ব্যক্তির নবীর উপর হইতে পারে।"

এস্থলে মির্জ্জা ছাহেব নিজেকে হজরত ইছা (আঃ) অপেক্ষা আংশিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

হকিকাতোল-অহি, ১৪৮ পৃষ্ঠা;—

خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھکر ہے اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو مجھہ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا ٭

"খোদা এই উম্মতের মধ্যে প্রতিশ্রুত মাহদি প্রেরণ করিয়াছেন, যদি উক্ত প্রথম মছিহ অপেক্ষা নিজের সমস্ত বিষয়ে সমধিক শ্রেষ্ঠ। যদি মছিহ বেনে-মরইয়াম আমার জামানায় হইতেন, তবে যে কার্য্য আমি করিতেছি, তিনি কখনও উহা করিতে পারিতেন না। এবং যে নিদর্শন আমা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে, তিনি কিছুতেই উহা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইতেন না।"

যখন লোকে মির্জ্জা ছাহেবকে এইরূপ অনৈক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহার কারণ খোদার নিকট জিজ্ঞাসা কর। হকিকাতোল-অহির ১৪৮ পৃষ্ঠা হইতে ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মির্জ্জা ছাহেব নিজের সুবিধা মত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিবেন, আর খোদা ইহার উত্তর দিবেন, ইহা কি আর্শ্চয্যজনক কথা! খোদা কোর-আন শরিফে বলিয়াছেন, এলহামি কথা-গুলির মধ্যে অনৈক্য ভাব থাকিতে পারে না।

(৯) হজরত ইছা (আঃ) এর একটী মো'জেজা সম্বন্ধে মির্জ্জা ছাহেবের ভিন্ন ভিন্ন মত।

কোর-আন শরিফের ছুরা মায়েদার ১৫ রুকুতে আছে;—

و اذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى ٭

খোদা কেয়ামতের দিবস হজরত ইছা (আঃ) এর উপর যে নেয়া'মতগুলি প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিবেন;—

"যখন তুমি আমার হুকুমে মৃত্তিকা হইতে পক্ষীর আকৃতি প্রস্তুত করিতে পরে উহাতে ফুৎকার করিতে, ইহাতে উহা আমার আদেশে পক্ষী হইয়া যাইত।"

এজলায়-আওহাম, ২০৩ পৃষ্ঠা;—

یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بناکر اور انمیں پھونک مار کر انہیں سچ مچ کے جانور بنا دیتا تھا بلکہ صرف عمل الترب تھا ٭

'ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক, ফাছেদ ও মোশরেকানা মত যে, মছিহ মৃত্তিকার পক্ষী সমূহ বানাইয়া এবং তৎসমুদয়ে ফুক দিয়া তৎসমস্তকে সত্য সত্যই পক্ষী প্রস্তুত করিয়া দিতেন, বরং ইহা মিছমেরিজন ছিল।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা;—

مسیح ایسے کام کے لئے اُس تالاب کی مٹی لاتا تھا جسمیں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی ٭

"মছিহ এইরূপ কার্য্য করিতে (পক্ষী বানাইতে) উক্ত তালাবের মৃত্তিকা আনয়ন করিতেন—যাহাতে (হজরত) জিবরাইলের তাছির নিহিত ছিল।

আরও ১৯৪/১৯৫ পৃষ্ঠা;—

حضرت مسیح ایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دبانے یا پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے

پرندہ پرواز کرتا ھے کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھہ بائیس برس کی مدت تک نجاري کا کام کرتے رھے ●

"হজরত মছিহ মৃত্তিকার খোলায় জিনিষ কোন কল দ্বারা দাবাইতেন কিম্বা ফুক দিতেন, ইহাতে উহা পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যাইত, কেননা তিনি নিজের পিতা ইউছফের সহিত ২২ বৎসর পর্য্যন্ত করাতির কার্য্য করিতেন।"

আরও ১৯৫ পৃষ্ঠা;—

حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ھے کہ اکثر صناع ایسی ایسی چڑیاں بنالیتے ھیں کہ وہ بولتی بھی ھیں اور ھلتي بھي ھیں اور دم بھی ھلاتی ھیں اور میں نے سنا ھے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ھیں بمبئی اور کلکتہ میں ایسے کھلونے بہت بنتے ھیں ●

"বর্ত্তমান জামানায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে যে, অনেক কারিগর এরূপ পক্ষী সমূহ বানাইয়া থাকে যে, তৎসমূদয় কথা বলিয়া থাকে, নড়িয়া থাকে, লেজ নাড়াইয়া থাকে, আর আমি শুনিয়াছি যে, কতক পক্ষী কলের দ্বারা উড়িয়া থাকে। বোম্বাই এবং কলিকাতায় এইরূপ খেলার জিনিষ বিস্তর প্রস্তুত হইয়া থাকে।"

আরও ১৯৭ পৃষ্ঠা;—

اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدایتعالی کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم نرھتا ●

"যদি এই অক্ষম (মির্জ্জা ছাহেব) এই কার্য্যটী মকরুহ ও ঘৃণাহ্ না বুঝিত, তবে খোদার মেহেরবানি ও শক্তিতে দৃঢ় আশা রাখিত যে, এইরূপ অলৌকিক কার্য্য প্রকাশ করিতে হজরত এবনো-মরয়েম অপেক্ষা কম হইতাম না।"

হকিকাতোল-অহির ৩৯০ পৃষ্ঠার হাশিয়া;—

یہ واقعہ جو قرآن شریف میں مذکور ہے اپنے ظاہری پر محمول نہیں بلکہ اس سے کوئی خفیف امر مراد ہے جو بہت وقعت اپنے اندر نہیں رکھتا ❋

"এই ঘটনা (পক্ষী বানান) যাহা কোর-আন শরিফে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রকাশ্য অর্থে কথিত হয় নাই, বরং এইরূপ সামান্য বিষয়ের জন্য কথিত হইয়াছে—যাহার বড় একটা গুরুত্ব নাই।"

এজালায়-আওহায়, ১৯৫ পৃষ্ঠা ;—

ان آیات کے روحانی طور پر یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ مٹی کی چڑیوں سے مراد وہ امی اور نادان لوگ ہیں جن کو حضرت عیسی نے اپنا رفیق بنایا ❋

"আমি এই আয়তগুলির আধ্যাত্মিক অর্থ এইরূপ করিতে পারি যে, মৃত্তিকার পক্ষীগুলির অর্থ নিরক্ষর ও অজ্ঞ লোক সকল যাহাদিগকে (হজরত) ইছা (আঃ) নিজের সহচর বানাইয়াছিলেন।"

মির্জ্জা ছাহেব কোর-আন শরিফের স্পষ্ট শব্দগুলির মিছমেরিজম, তালাবের মৃত্তিকা, কাষ্ঠের কল, সাধারণ খোলার জিনিষ ঘৃণার্হ কার্য্য, সামান্য কার্য্য, নিরক্ষর ও অজ্ঞলোক এইরূপ বাতীল ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বাতীল মত কি আছামানি এলহাম কিম্বা মোজাদ্দেদ ও নবীর মত বলিয়া গণ্য হইতে পারে?

(১০) দাজ্জালের সম্বন্ধে তাহার বিপরীত বিপরীত মত। ফৎহে-ইছলাম, ৭ পৃষ্ঠা—

هر ایک حق پوش دجال دنیا پرست

"প্রত্যেক সত্য গোপনকারী দুনইয়াদার দাজ্জাল হইবে।"

এজালায়-আওহাম, ১৩৪ পৃষ্ঠা ;—

دجال سے مراد با اقبال قومیں هوں اور گدها ان کا یہی ریل هے ❋

"দাজ্জালের অর্থ উন্নত জাতি সকল এবং তাহাদের গর্দ্দভ এই রেলগাড়ি।"

উক্ত কেতাব, ২৮০ পৃষ্ঠা;—

اس زمانے کے پادریوں کے مانند کوئی دجال پیدا نہیں هوا ❋

"এই জামানার পাদরিদিগের তুল্য কোন দাজ্জাল পয়দা হয় নাই।"

আরও ১৬৫ পৃষ্ঠা;—

مجھے اسمیں کچھه بهی شک نہیں کہ مسیح دجال یہی ابن صیاد هے ❋

"আমার ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মছিহ দাজ্জাল এই এবনো-ছাইয়াদ ছিল।"

মির্জ্জাছাহেব দাবি করিয়াছেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) দাজ্জালের অবস্থা ভালরূপে বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের গুরু দাজ্জালের অবস্থা ভালরূপে বুঝিয়াছিলেন কি? এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মর্ম্ম কি এলহামি মত?

যদি এবনো-ছাইয়াদ দাজ্জাল হয়, তবে দাজ্জাল গত হওয়ার ১৩ শত বৎসর পরে কিজন্য আপনাদের মছিহ আসিলেন?

আর যদি পাদরিগণ দাজ্জাল হয়, তবে আপনাদের মছিহ গোরবাসি হইলেন, কিন্তু দাজ্জালের বিনাশ সাধন হইয়াছে কি?

(১১) দাব্বাতোল-আরাজ সম্বন্ধে মির্জ্জা ছাহেবের মতভেদ;— এজলাতোল-আওহাম, ২৮৬ পৃষ্ঠা;—

ایک گروہ دابۃ الارض کا زمین میں سے نکالیں گے وہ گروہ متکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کریگا یعنی وہ علماء ظاہر ہونگے جن کو علم کلام اور فلسفہ میں ید طولی ہوگا وہ جابجا اسلام کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے -

"একদল দাব্বাতোল আরজ জমি হইতে বাহির হইবে, তাহারা আকায়েদ তত্ত্ববিদ্ দল হইবে যাহারা ইছলামের সহায়তা কল্পে সমস্ত বাতীল ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করিবেন অর্থাৎ জাহেরি এলমের আলেমগণ যাহাদের আকায়েদ ও ফিলোছোফিতে সমধিক অধিকার থাকে, তাহারা স্থানে স্থানে ইছলামের সহায়তায় দণ্ডায়মান হইবেন।"

আরও ২৮৯ পৃষ্ঠা ;—

ایسا ہے, دابۃ الارض یعنی وہ علماء واعظین جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتے

"এইরূপ দাব্বাতোল-আরজ ওয়াজকারী আলেমগণ — যাহারা নিজেদের মধ্যে আছমানি শক্তি রাখেন না।"

নজুলোল-মছিহ, ৩৯ পৃষ্ঠা ;—

یہ طاعون کا کیڑا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام دابۃ الارض رکھا

'ইহা প্লেগের কীট, আর খোদাতায়ালা ইহার নাম

দাব্বাতোল-আরজ রাখিয়াছেন।"

হজরত নবি (ছাঃ) স্বয়ং দাব্বাতোল-আরজের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব তাহা অমান্য করিয়া কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এক্ষণে আমি মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাত কেয়ামতের চিহ্ন, কিন্তু আকায়েদ-তত্ত্ববিদ্গণ ও ওয়াএজগণ ১৩ শত বৎসর হইতে আছেন, প্লেগ সেই সময় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তবে দাব্বাতোল-আরজের এইরূপ ব্যাখ্যা ঠিক হইবে কিরূপে?

(১২) মে'রাজ সম্বন্ধে মির্জ্জা ছাহেবের ভিন্ন ভিন্ন মত ;— হামামাতোল-বোশরা;—

فقد عرج رسول الله صلى الله عليه و سلم بجسمه
الى السماء و هو يقظان لا شك فيه و لا ريب *

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) চৈতন্যাবস্থায় সশরীরে আছমানের দিকে মে'রাজ গমন করিয়াছিলেন, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই।"

এজালায়-আওহামের ৯৪ পৃষ্ঠার হাসিয়া;—

سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھہ نہیں تھا بلکہ
وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا *

" মেরাজের ভ্রমণ এই অনুজ্জ্বল শরীরের সহিত ছিল না, বরং উহা অতি উচ্চ ধরণের কাশফ ছিল।"

মির্জ্জা ছাহেব সুবিধাবাদী ছিলেন, যখন তিনি মক্কা শরিফে পত্র লিখিয়াছেন, তখন তথাকার লোকদের মন আকর্ষণ করার জন্য প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর যখন দেখিলেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) মে'রাজ গমন করিতে সক্ষম হইলে, হজরত ইছা (আঃ) কেন আছমানে যাইতে পারিবেন না, ইহাতে মির্জ্জা ছাহেবের মছিহিএত বাতীল হইয়া যায়, তখন বলিয়াছিলেন, হজরতের মে'রাজ কাশ্ফ ছিল।

(১৩) এমাম মাহদী সম্বন্ধে মির্জ্জা ছাহেবের ভিন্ন ভিন্ন মত। এজালায় আওহাম, ২৬৬ পৃষ্ঠা ;—

لیکن محققین کے نزدیک مہدي کا آنا کوئی یقینی امر نہیں ہے ❋

"কিন্তু সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণের মতে মাহদীর আগমন কোন নিশ্চিত বিষয় নহে।"

হকিকাতোল-মাহদী, ২০ পৃষ্ঠা ;—

ان الاحاديث التي جاءت في المهدي الغازي المحارب من نسل الفاطمة الزهراء كلها ضعيفة مجروحة ❋

"নিশ্চয় যোদ্ধা, গাজী ফাতিমি বংশধর মাহদীর সম্বন্ধে যে হাদিছগুলি আসিয়াছে, তৎসমূদয় জইফ দোষান্বিত।"

যে সময় হাদিছ উল্লিখিত লক্ষণগুলি মির্জ্জা ছাহেবের মধ্যে না পাওয়ার প্রশ্ন হইতেছিল, সেই সময় তিনি উক্ত ছহিহ হাদিছগুলি জইফ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

আবার যখন নিজে মাহদী হওয়ার দাবি করিলেন, তখন 'নজুলোল-মছিহ' কেতাবের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিলেন;—

یہ گواہی نہ صرف سنیوں کی کتاب دارقطنی میں درج ہے بلکہ شیعوں کی کتاب اکمال الدین نے بھی جو نہایت معتبر سمجھی جاتی ہے! یہی حدیث کسوف وخسوف کی مہدي علامت لکھی ہے مگر پھر ان لوگوں نے صریح بے ایمانی سے اس کو بھی رد کردیا - کیا باوجود اتفاق دو فرقوں کے پھر یہ حدیث صحیح نہیں ؟

এই প্রমাণ কেবল ছুন্নিদিগের দারকুৎনি কেতাবে সন্নিবেশিত

আছে, তাহা নহে, বরং শিয়াদের অতি বিশ্বাসযোগ্য একমালোদ্দীন কেতাবে এই সূর্য্য ও চন্দ্রগহণের হাদিছটী মাহদীর চিহ্ন বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইহারা স্পষ্ট বে-ইমানী করিয়া এই হাদীছটী রদ করিয়া দিয়াছে, উভয় সম্প্রদায়ের একমতে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও এই হাদিছটী ছহিহ নহে কি?

এক্ষণে মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে মুখে মাহদী সংক্রান্ত হাদিছগুলি জইফ বলিয়া প্রচারিত হইল, আবার সেই মুখে উক্ত হাদিছ ছহিহ হইল, বরং যে ব্যক্তি উহা জইফ বলিবে সেই বে-ইমান হইবে, এক্ষণে আপনাদের মির্জ্জা ছাহেবের উপর কি ফৎওয়া জারি করিবেন?

(১৪) হজরত ইছা (আঃ) এর পয়দাএশের সম্বন্ধে মির্জ্জা ছাহেবের ভিন্ন ভিন্ন মত;—

মাওয়াহেবোর-রহমান, ৭৬ পৃষ্ঠা :—

و كذلك تولد عيسى من دون الاب

"এইরূপ ইছ (আঃ) বিনা পিতা পয়দা হইয়াছিলেন।"

এজালায় আওহাম, ১৯৫ পৃষ্ঠা;—

حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ نجاری کا کام بھی کرتے تھے ۔

"হজরত মছিহ বেনে মরয়েম নিজের পিতা ইউছফের সহিত করাতিগিরি করিতেন।"

কাদিয়ানিদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত কি এলহামি হইতে পারে?

(১৫) কিস্তিয়ে-নূহ, ৭৫ পৃষ্ঠা;—

قرآن شریف نے عیسائیت کی ضلالت کو دنیا کی ضلالتوں سے اول درجہ پر شمار کیا ہے اور فرمایا ہے

کہ قریب ہے کہ آسمان و زمین پہٹ جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوجائیں کہ زمین پر ایک بڑا گناہ کیا گیا کہ انسان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنایا ●

"কোর-আন শরিফ দুনইয়ার পথভ্রম সমূহের মধ্যে হইতে খৃষ্টানদিগের পথভ্রমকে প্রথম শ্রেণী গণনা করিয়াছে এবং এরশাদ করিয়াছে যে, আছমান ও জমি বিদীর্ণ ও খণ্ড খণ্ড হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, যেহেতু জমিনের উপর এই বৃহৎ গোনাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে যে, মনুষ্যকে খোদা ও খোদার পুত্র বানাইয়া লইয়াছে।"

আইনায়-কামালাতে-ইছলাম, ৪৪৯ পৃষ্ঠা ;—

رایتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت انی ھو

"আমি স্বপ্নযোগে নিজেকে স্বয়ং খোদা দেখিলাম এবং বিশ্বাস করিলাম যে, নিশ্চয় আমি উক্ত খোদা।"

হকিকাতোল-অহি, ৮৬ পৃষ্ঠা ;—

انت منی بمنزلۃ ولدی

তুমি শুন, হে আমার পুত্র।

اسمع ولدی

মির্জ্জা ছাহেব খোদা ও খোদার পুত্র হওয়ার দাবি শ্রেষ্ঠতম গোমরাহি ও খ্রীষ্টানদিগের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আবার তিনি নিজে খোদা ও খোদার পুত্র হওয়ার দাবী করিয়াছেন।

(১৬) সৎবচন, ৫৮ পৃষ্ঠা;—

عیسائیوں کی انجیل محرف مخرب میں

"খ্রীষ্টানদিগের পরিবর্ত্তিত ও বিনষ্ট ইঞ্জিলে।"

চশমায়-মছিহি, ১২/১৩ পৃষ্ঠা;—

جن کتابوں کا نام عیسائی لوگ تاریخی کتابیں یا آسمانی وحی کہتے ہیں یہ تمام بی بنیاد باتیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ۞

"খ্রীষ্টানেরা যে কেতাবগুলিকে ঐতিহাসিক কেতাব কিম্বা আছমানি অহি বলিয়া থাকেন, এই সমস্ত অমূলক কথা, তৎসমস্তের কোন প্রমাণ নাই।"

আবার তিনি এজালাতোল-আওহামের ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

امام المحدثین حضرت اسمعیل صاحب اپنی صحیح بخاری میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں کوئی لفظی تحریف نہیں ۞

"এমামোল-মোহাদ্দেছিন হজরত এছমাইল ছাহেব নিজের ছহিহ বোখারিতে ইহা লিখিয়াছেন যে, এই কেতাবগুলিতে (বাইবেল) কোন শব্দের তহরিফ (পরিবর্ত্তন) নাই।"

(১৭) চশমায়-মছিহি, ৩২—৩৪ পৃষ্ঠা:—

یہ تین خدا مانتے ہیں یعنے باپ بیٹا روح القدس ... اور اس تثلیث کے عقیدہ کو نہ صرف قرآن رد کرتا ہے بلکہ توارات بھی رد کرتی ہے ...... ۞

بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تثلیث کی تعلیم انجیل میں بھی موجود نہیں ...... یہ تثلیث یونانی عقیدہ سے لی گئی ہے یونانی لوگ تین دیوتاؤں کو مانتے ہیں جس طرح ہندوتری مورتی کے قائل ہیں - پولوس نے یونانیوں کے خوش کرنے کے لئے بجای تین دیوتاؤں کے اقنوم اس مذہب میں داخل کردئے - یہ در اصول پولوسی مذہب ہے نہ مسیحی ۞

খ্রীষ্টানেরা তিন খোদা মান্য করিয়া থাকে, পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা, কেবল যে কোর-আন এই ত্রিত্ববাদকে রদ করিয়াছে তাহা নহে, বরং তওরাত এত মত রদ করিয়া থাকে।

বরং সত্য কথা এই যে, ত্রিত্বের শিক্ষা ইঞ্জিলে নাই, এই ত্রিত্ববাদ গ্রীকদিগের মত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহারা তিনটী দেবতা মান্য করিয়া থাকে, যেরূপ হিন্দুরা ত্রিমূর্ত্তির মত ধারণ করিয়াছে।

পৌল গ্রীকদিগকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিন দেবতার ন্যায় এই মতের মধ্যে অংশিবাদিতা দাখিল করিয়াছে। ইহা মূলে পৌলেব মজহাব, ইহা হজরত মছিহ (আঃ) এর মজাহাব নহে।

আবার তিনি তওজিহ-মারামের ২১/২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

پھر ان دونوں محبتوں کے ملنے سے جو در حقیقت نر اور مادہ کا حکم رکھتی ہے ایک مستحکم رشتہ اور ایک شدید مواصلت خالق اور مخلوق میں پیدا ہوکر الٰہی محبت کے چمکنے والی آگ سے ...... ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام روح القدس ہے اس محبت کی پوری ہوئی روح کو خدا تعالیٰ کی روح سے استعارہ کے طور پر ابنیت کا علاقہ ہوتا ہے - اور یہی پاک تثلیث ہے ●

“পুনরায় এই দুই প্রেমের মিলনে-যাহা প্রকৃত পক্ষে পুরুষ ও স্ত্রী বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, সৃষ্টিকর্তা (খোদা) ও সৃজিত ব্যক্তির মধ্যে এক মজবুত সম্বন্ধ ও সুদৃঢ় মিলন সৃষ্টি হইয়া আল্লাহতায়ালার মহব্বতের উজ্জ্বল অগ্নি দ্বারা এক তৃতীয় বস্তু পয়দা হয় — যাহার নাম রুহোল-কুদ্ছ (পবিত্র আত্মা), এই প্রেমপূর্ণ

রুহের খোদার রুহের সহিত-রূপক ভাবে পুত্রের সম্বন্ধ হয়। ইহাই পাক ত্রিত্ববাদ (تثلیث)।।”

মূলকথা, মির্জ্জা সাহেব যে ত্রিত্ববাদকে গ্রীক দিগের শিক্ষা ও পৌলের রচিত মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আবার তিনিই এই ত্রিত্ববাদ মত গ্রহণ করিয়াছেন।

(১৮) এজালাতোল আওহাম, ৯৮০ পৃষ্ঠা।

غرض جیسا کہ خدا تعالی کی یہ شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیأ ان یقول لہ: کن فیکون اسی طرح وہ بھی کن فیکون سے سب کچھہ کر دکھائیگا مارنا زندہ کرنا اس کے اختیار میں ہوگا بہشت اور دوزخ اس کے ساتھہ ہونگے غرض زمین اور آسمان دونوں اسکی مٹھی میں آجائیں گے اور ایک عرصہ تک جو چالیس برس یا چالیس دن ہیں بخوبی خدائی کا کام چلائیگا اور الوہیت کے تمام اختیار و اقتدار اس سے ظاہر ہونگے۔ کیا یہ مضمون اس موحدانہ تعلیم کے موافق و مطابق ہے جو قرآن شریف ہمیں دیتا ہے - کیا صدہا آیات قرآنی ہمیشہ کیلئے یہ فیصلہ ناطق نہیں سناتیں کہ کسی زمانہ میں بھی خدائی کے اختیارات انسان ہالکۃ الذات باطلۃ الحقیقت کو حاصل نہیں ہو سکتی ٭

تعجب ہے کہ بھائی موحدین ایسے پر شرک اعتقادات ان کے دلوں میں جمے ہوئے ہیں کہ ایک کافر حقیر کو الوہیت کا تمام تخت و تاج سپرد رکھا ہے اور ایک ضعیف البنیان کو اپنی عظمتوں اور قدرتوں میں خدای تعالی کے برابر سمجھہ لیا ہے ٭

মূলকথা, যেরূপ খোদাতায়ালার শান এই;— “তাঁহার (উক্ত

খোদার) কার্য্য ইহা ব্যতীত নহে যে, যে সময় তিনি কোন বস্তুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, হইয়া যাও, ইহাতে সেই বস্তু হইয়াছ যায়।" এইরূপ দাজ্জাল كن فيكون 'হইয়া যাও' বলার সমস্ত কিছু করিয়া দেখাইবে, মারিয়া ফেলা, জীবিত করা তাহার আয়ত্ত্বাধীন হইবে, বেহেশত ও দোজখ তাহার সঙ্গী হইবে, ফলকথা, জমি ও আছমান উভয় তাহার ক্ষমতাধীনে আসিবে, চল্লিশ বৎসর বা চল্লিশ দিবস অবধি সে খোদায়ি কার্য্য পরিচালিত করিবে এবং খোদায়ির সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা তাহার দ্বারা প্রকাশিত হইবে। এই মর্ম্মগুলি কি তওহিদি শিক্ষার অনুকুল— যাহা কোর-আন শরিফ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া থঅকে? শত শত কোর-আনের আয়ত সর্ব্বদার জন্য— এই জ্বলন্ত মীমাংসা কি শুনায় না যে, ধ্বংসশীল দেহ ও বাতীল অস্তিত্বধারি মনুষ্য কোন সময় খোদায়ি শক্তি লাভ করিতে পারে না।

ইহা অতি বিস্ময়কর বিষয় যে, তওহিদ-বিশ্বাসি ভাইগণের অন্তরে এইরূপ পূর্ণ শেরেকের আকিদা বদ্ধমুল রহিয়াছে যে, এক নিকৃষ্ট কাফেরকে খোদায়ির সমস্ত সিংহাসন ও টুপি সমর্পন করিয়াছেন এবং দুর্ব্বল দেহী মনুষ্যকে গৌরব ও শক্তিতে খোদাতায়ালার সমকক্ষ বুঝিয়া লইয়াছেন।"

হজরত ইছা (আঃ) মৃত্তিকাজাত পক্ষী প্রস্তুত করিয়া আল্লাহতায়ালার আদেশে জীবিত করিয়া উড়াইয়া দিতেন, তৎ সম্বন্ধে মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল আওহামের ২০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ظاہر ہے کہ اگر خدای تعالی پرندوں کے بنانے
میں اپنی خالقیت کا کسی کو وکیل ٹھیرا سکتا ہے
تو تمام امور خالقیت میں وکالت تامہ کا عہدہ بھی کسی
کو دے سکتا ہے اس صورت میں خدای تعالی کی صفات
میں شریک ہونا جائز ہوگا تو اسکے حکم اور اذن سے
ہی سہی ۔ ●

'ইহা স্বতঃসিদ্ধ, যদি খোদাতায়ালা পক্ষী সকল প্রস্তুত করিতে অন্য কোন লোককে সৃষ্টি করণের উকিল করিতে পারেন, তবে সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ণ অকালাতের ভার কোন লোকের উপর অর্পণ করিতে পারেন, এক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালার হুকুম ও অনুমতিতে হইলেও তাঁহার ছেফাতে শরিক হওয়া জায়েজ হইবে।"

আর তিনি 'আইনায়-কামালাতে ইছলামের ৪৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ان الله اذا اراد شيأ من نظام الخير جعلني من تجلياته الذاتية بمنزلة مشيه و علمه و جوارحه و توحيده و تفريده لا تمام مراده و تكميل مواعيده ●

নিশ্চয় আল্লাহ্ যে সময়য় কল্যাণ মূলক কোন প্রকার বন্দোবস্ত করার ইচ্ছা করেন, তখন আমাকে তাঁহার উদ্দেশ্যে পূর্ণ করার ও ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য নিজের জাতি তাজাল্লি হইতে তাঁহার ইচ্ছা, এলম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তওহিদ ও একত্বের স্থলাভিষিক্ত করিয়া লন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে মির্জ্জা ছাহেব খোদার সমস্ত কার্য্য সমাধা করার অকালাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আরও তিনি উহার ৪৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

بينما انا في هذه الحالة كنت اقول انا نريد نظاما جديدا سماء جديدة و ارضا جديدة فخلقت السموات و الارض اولا بصورة اجمالية لا تفريق فيها و لا ترتيب ثم فرقتها و رتبتها بوضع هو مراد الحق و كنت اجد نفسي على خلقها كالقادرين ثم خلقت السماء الدنيا و قلت انا زينا السماء الدنيا بمصابيح ثم قلت الان نخلق الانسان من سلالة من طين ●

"আমি এই অবস্থায় ছিলাম, আমি বলিতে লাগিলাম, আমি নূতন বন্দোবস্ত, নূতন আছমান ও নূতন জমি সৃষ্টি করিতে চাহি, তৎপরে আমি প্রথমে এজমোল ভাবে আছমানগুলি ও জমি সৃষ্টি করিলাম—তৎসমস্তের মধ্যে পার্থক্য ও তরতিব ছিল না, তৎপরে আমি আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা অনুরূপ তৎসমস্তকে পৃথক পৃথক করিলাম এবং নিয়মিত করিলাম। আর আমি নিজেকে তৎসমুদয় সৃস্টি করিতে সৃষ্টিকর্ত্তাদের ন্যায় পাইলাম। তৎপরে নিম্ন আছমান সৃষ্টি করিলাম এবং বলিলাম, নিশ্চয় আমি প্রদীপ সমূহ দ্বারা নিম্ন আছমানকে সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট করিয়াছি এবং বলিলাম, এখন আমি কর্দ্দমের সার হইতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিব।"

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেব এস্থলে আছমান, জমিনও মনুষ্যের সৃষ্টি কর্ত্তা হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

বারাহিনে-আহামদীয়া, ৫/৯৫ পৃষ্ঠা;—

انما امرك اذا اردت شيأً ان تقول له كن فيكون

" তোমার কার্য্য এই যে, যখন তুমি কোন বিষয় ইচ্ছা করিবে, তুমি বল, হইয়া যাও। ইহাতে উহা হইয়া যাইবে।"

এইরূপ আল-বোশরা কেতাবের ২/৪৭/৫০ পৃষ্ঠায় এই এলহামের কথা লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে মির্জ্জা ছাহেবের খোদাই শক্তি লাভের দাবি করা হইয়াছে।

(১৯) মাওহেবোরে-রহমান, ৫ পৃষ্ঠা;—

اعلم ان الاسباب اصل عظيم للشرك الذي لا يغفر و انها اقرب ابواب الشرك و او سعها للذي لا يحذروكم من قوم اهلكهم هذا الشرك واردي فصاروا. كالطبيعيين و الدهريين ●

" তুমি জানিয়া রাখ যে, প্রাথমিক ছববগুলি শেরকের ব

মূল যাহা মাফ হইবে না এবং উহা শেরকের দ্বারগুলির মধ্যে সমধিক নিকট ও প্রশস্থ দ্বার ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে যে শেরক হইতে পরহেজ করে না। অনেক দল এরূপ আছে—যাহাদিগকে এই শেরক ধ্বংস করিয়াছে, ইহাতে তাহারা নেচারি ও দহরিয়া হইয়া গিয়াছে।”

আরও মির্জ্জা ছাহেব ১৯০৭ সনের ১০ই এপ্রিল তারিখের আল-হাকাম পত্রিকায় লিখিয়াছেন;—

اسکے بعد اسباب ظاهري کي رعايت رکھو - جس مکان میں چوھے مرنے شروع ھوں اسے خالي کر دو - اور جس محلے میں طاعون ھو اس محله سے نکلجاؤ اور کسی کھلے میدان میں جاکر ڈیرا لگاؤ - جو تم میں سے بتقدیر الہی طاعون میں مبتلا ھوجائے - اسکے علاج و معالجه میں کوئي دقیقه اٹھا نه رکھو - چونکه مرنے کے بعد میت کے جسم میں زھریلا اثر زیاده ترقي پکڑتا ھے اس واسطے سب لوگ اسکے ارد گرد جمع نه ھوں - حسب ضرورت دوتین آدمی اس کي چار پائی کو اٹھائیں - باقي سب دور کھڑے ھوکر مثلا ایک سو گز کے فاصله پر کھڑے ھوکر جنازه پڑھیں - جو مکان بہت تنگ اور تاریک ھو اور ھوا اور روشنی خوب طور پر نه آسکے اسکو بلا توقف چھوڑ دو - حتی المقدور مکانوں کي چھتوں پر رھو - نیچے کے مکانوں سے پرھیز کرو اور اپنے گھڑوں کو صفائی سے رکھو نالیاں صاف کراتے رھو ●

ইহার পরে জাহেরি ছববগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখ, যে বাটীতে ইন্দুর মরিতে আরম্ভ হয়, উহা খালি করিয়া দাও। যে পল্লীতে প্লেগ

হয়, উক্ত পল্লী হইতে বাহির হইয়া যাও, কোন খোলা ময়দানে গিয়া তাঁবু স্থাপন কর। তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ তায়ালার তকদির অনুযায়ী প্লেগ আক্রান্ত হয়, তাহার ঔষধ ব্যবহার ও সেবা শুশ্রূষাতে কোন প্রকার ত্রুটী না কর। যেহেতু মরিবার পরে মৃতের শরীরে বিষাক্ত ক্রিয়া সমধিক উন্নতি লাভ করে, এই হেতু যেন সকল লোক তাহার চারি পার্শ্বে সমবেত না হয়। দরকার মত দুই তিনজন লোক তাহার খাটিয়া উঠাইবে, অবশিষ্ট সমস্ত লোকা দূরে অন্ততঃ একশত গজ ব্যবধানে দাঁড়াইয়া জানাজা পড়িবে। যে গৃহ অধিক সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকারময় হয় এবং উহার মধ্যে ভালরূপে বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিতে না পারে, উহা অবলম্বে ত্যাগ কর। যথাসাধ্য গৃহ সমূহের ছাদগুলির উপর থাক, নিম্নের গৃহ হইতে পরহেজ কর, নিজের কাপড়গুলি পরিস্কৃত রাখ এবং পয়ঃ নালাগুলি পরিস্কার করাইয়া লও।”

এক্ষণে মির্জ্জাভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, মির্জ্জা ছাহেব জাহেরি ছববগুলি অবলম্বন শেরক বলিয়া আবার লোকদিগকে উহা অবলম্বন করিতে আদেশ জারি করিতেছেন, ইহাতে তিনি লোককে মোশরেক বানাইলেন কিনা?

মির্জ্জা ছাহেব লম্বা গলায় দাবি করিয়াছেন যে, তিনি খোদা হইতে এলহাম ও অহি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কথা বলিতেন, এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মত কি এলহাম ও অহি ছিল, না শয়তানি অছওয়াছা ছিল?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি শয়তানি অছওয়াছাগুলিকে অহি ও এলহাম বলিয়া প্রকাশ করিয়া বহু লোককে ভ্রান্ত করিয়াছেন। তাঁহার এলহাম ও অহির অসারতা ক্রমান্বয়ে জানিতে পরিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মির্জ্জা ছাহেবের নিজের ডিক্রির দ্বারা তাঁহার সত্যতা ও অসত্যতার পরীক্ষা

তিনি দাফেয়াল অছওয়াছের ২৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیشگوئی سے بڑھکر اور کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا ✵

" আমার সত্য মিথ্যা পরীক্ষার জন্য আমার ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষা সমধিক মাপকাটি আর কিছুই নাই। " এক্ষণে আমি মির্জ্জা ছাহেবের কয়েকটী ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করিয়া তাহার সত্য মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ লোক সমক্ষে প্রকাশ করিব।

মির্জ্জা ছাহেব ইংরাজী ১৮৯৩ সালের জনু মাসে খৃষ্টান পাদরি মিষ্টার আবদুল্লাহ আথামের সহিত তর্ক বাহাছ করার পরে 'জঙ্গে-মোকাদ্দছ' নামক এক খণ্ড কেতাব রচনা করেন। তিনি উহার ১৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور ابتہال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلہ کے سوای کچھ نہیں کر سکتے - تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدا جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے

اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی ۱۵ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جاویگا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب یہ پیشگوئی ظہور میں آوے گی بعض اندھے سوجاکھے کئے جاوین گے اور بعض لنگڑے چلنے لگین اور بعض بہرے سننے لگین گے ✱

"অদ্য রাত্রে আমার উপর কাশফ হইয়াছে যে, যখন আমি অতি বিনয় সহকারে রোদন পূর্ব্বক আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করিলাম,, (খোদা), তুমি এই বিষয়ে মীমাংসা কর এবং আমি অক্ষম বান্দা, তোমার মীমাংসা ব্যতীত কিছুই করিতে পারি না। তখন তিনি সুসংবাদ রূপে আমাকে এই নিদর্শন প্রদান করিলেন যে, এই তর্ক বাহাছে উভয় দলের মধ্যে যে দল জ্ঞাতসরে মিথ্যা অবলম্বন করিতেছে, সত্য খোদাকে ত্যাগ করিয়া অক্ষম মনুষ্যকে খোদা বানাইতেছে, সে এই বাহাছের দিবসগুলির অনুপাতে অর্থাৎ প্রত্যেক দিবস একমাস ধরিয়া ১৫মাসের মধ্যে হাবিয়াতে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং সে কঠিন লাঞ্ছিত হইবে, কিন্তু শর্ত্ত এই যদি সে সত্যের দিকে রুজু (প্রত্যাবর্ত্তন) না করে। আর যে ব্যাক্তি সত্যের উপর আছে এবং সত্য খোদাকে মান্য করে, তাহার পক্ষে এই বাহাছে সম্মান প্রকাশ হইবে। আর যে সময় এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হইবে, তখন কতক অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হইবে, কতক খঞ্জ চলৎশক্তি প্রাপ্ত হইবে এবং কতক বধির শ্রবণশক্তি পাইবে।

তৎপরে তিনি উহার ১৮৯/১৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

میں اسوقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی یعنے وہ فریق جو خدا تعالی کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے اندر آج کی تاریخ سے بسزای موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں مجھ کو ذلیل کیا جاوے روسیاہ کیا جاوے میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے اور مجھے پھانسی دیا جاوے - ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں اور اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کریگا ضرور کریگا ضرور کریگا - زمین و آسمان ٹل جائیں پر اسکی باتیں نہ ٹلیں گی - اب ناحق ہنسنے کی جگہ نہیں - اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لئے سولی تیار رکھو اور تمام شیطانوں بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو*

"আমি একবার করিতেছি যে, যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রকাশিত হয় — অর্থাৎ যে দল খোদার নিকট মিথ্যার উপর থাকে, সে অদ্য তারিখ হইতে ১৫মাসের মধ্যে মৃত্যুর শাস্তিতে হাবিয়াতে পতিত না হয়, তবে আমি প্রত্যেক প্রকার শাস্তি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। আমাকে লাঞ্ছিত করা হইবে, কাল মুখ করা হইবে, আর গলদেশে রজ্জু দেওয়া হইবে এবং আমাকে ফাঁসি দেওয়া হইবে, আমি প্রত্যেক বিষয়ের জন্য প্রস্তুত আছি। আমি আল্লাহতায়ালার কছম করিয়া বলিতেছি যে, তিনি অবশ্যই ইহা করিবেন, অবশ্যই ইহা করিবেন, অবশ্যই ইহা করিবেন। জমি ও

আছমান টলিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার একবাক্য টলিবে না। এখন অন্যায় ভাবে হাসিবার স্থান নহে। যদি আমি মিথ্যুক হই, তবে আমর জন্য শূলি প্রস্তুত রাখ এবং সমস্ত শয়তান, বদকার ও লা'নাতদিগের মধ্য হইতে আমাকে সমধিক লা'নতি স্থির করিও।"

ভবিষ্যদ্বাণীর মূল মর্ম্ম এই যে, মিষ্টার আথাম অদ্য হইতে ১৫মাসের মধ্যে হাবিয়াতে নিক্ষিপ্ত হইবে—যদি সত্যের দিকে রুজু না করে। হাবিয়ায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার অর্থ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, ইহা মির্জ্জা ছাহেবের উপরোক্ত কথা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে।

তিনি হকিকাতোল-অহির ১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

آتھم کی بابت پیشگوئی کے یہ الفاظ تھے کہ وہ پندرہ مہینے میں ہلاک ہوگا ۔

"আথামের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগুলি এইরূপ ছিল যে, সে ১৫ মাসের মধ্যে মরিয়া যাইবে।"

উহার মর্ম্ম অতি পরিস্কার, যদি আথাম খ্রীষ্টানি মত—ইচ্ছা পরস্তি ত্যাগ না করে, তবে ১৫ মাসের মধ্যে মরিয়া যাইবে। আর সত্যের দিকে রুজু করে— অর্থাৎ খৃষ্টানী মত ত্যাগ করে এবং তাহার কার্য্য ও কথার দ্বারা উহা প্রমাণ হয়, তবে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি জাঁকজকম পূর্ণ ছিল, কিন্তু একেবারে মিথ্যা হইয়া গেল, কেননা মিষ্টার আথাম ইংরাজী ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বররে মধ্যে মরেন নাই। ইহাতে মির্জ্জা ছাহেব অতিশয় লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

মিষ্টার আথাম যখন নির্দ্ধারিত তারিখে মরিলেন না, তখন মির্জ্জা ছাহেব লজ্জার মাথা খাইয়া হঠাৎ বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন যে, মিষ্টার আথাম সত্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, এই হেতু

তিনি মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। তিনি নিজের বহু কেতাবে উক্ত মিথ্যা কথা লিখিয়া প্রচার করিলেন।

তিনি জিয়াওল-হক কেতাবের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

جس شخص کا خوف ایک مذہبی پیشگوئی سے اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو سانپ و غیرہ ہولناک چیزیں نظر آئیں یہاں تک کہ ہر اسان اور ترسان اور پریشان اور بیتاب اور دیوانہ ساہو کر شہر بہ شہر بھاگتا پھرے اور سراسیمون اور خوفزدون کی طرح جابجا بھٹکتا پھرے - ایسا شخص بلا شبہ یقینی یا ظنی طور پر اس مذہب کا مصدق ہوگیا ہے جس کی تائید میں وہ پیشگوئی کی گئی، ہے یہی معنی، رجوع الی الحق کے ہیں ✱

"মজহাবি ভবিষ্যদ্বাণীতে যে ব্যক্তির ভয়ের মাত্রা এই সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে যে, সে (স্বপ্নযোগে) সর্প ইত্যাদি ভয়াবহ দর্শন করিতে থাকে, এমন কি সে ভীত, আতঙ্কিত, বিব্রত অস্থির ও উন্মাদ-প্রায় হইয়া নগরে নগরে পলায়ন করিয়া বেড়ায় এবং বিব্রত ও ভয়াতুর লোকদের ন্যায় স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকে। এরূপ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে নিশ্চিতভাবে কিম্বা সন্দেহের সহিত এই মজহাবের বিশ্বাসকারী হইয়া গিয়াছে, যাহার সহায়তা কল্পে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, ইহাই সত্যের দিকে রুজু করার অর্থ।"

পাঠক, মিষ্টার আথাম আজীবন ইছা-পরস্তি করিয়া ও ইছলামের বিরুদ্ধে মশিযুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যদি তিনি মির্জ্জা ছাহেবের পাহাড়ি মুরিদগণের দ্বারা নিহত হইবেন ধারণায় বিব্রত, অস্থির, আতঙ্কিত ও উন্মাদ-প্রায় নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং স্বপ্নযোগে উক্ত আতঙ্ক সর্প ও ব্যাঘ্ররূপে তাহার নিকট উপস্থিত

হইয়া থাকে, তবে ইহা কি সত্যের দিকে রুজু করা বলা যাইতে পারে? যদি মিষ্টার আথাম উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পরে ক্রুশ পরস্তি ত্যাগ করিয়া মুছলমান হইয়া যাইতেন, তবে বুঝিতাম যে, তিনি সত্যের দিকে রুজু করিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা মির্জ্জাভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি কনো খৃষ্টান পূর্ণভাবে খৃষ্টানি মত প্রচার করে এবং কোন কারণে ভীত ও বিব্রত হইয়া নগরে নগরে ফিরিতে থাকে, তবে সেই খৃষ্টান হজরত ইছাকে খোদা স্থির করিয়াও কি সত্য পথের পথিক হইবে?

মির্জ্জা ছাহেব আনওয়ারোল-ইছলামের ৫/৭পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

پس اے حق کے طالبو یقینا سمجھ لو کہ ہاویہ
میں گرنے کی پیشگوئی پوری نکلی اور اسلام کی فتح
ہوئی اور عیسائیوں کی ذلت پہنچی۔ ہاں اگر مسٹر
عبد اللہ آتھم جزع فزع کا اثر نہ ہونے دیتا اور اپنی
افعال سے اپنی استقامت دکھاتا اور اپنے مرکز سے جگہ
بہ جگہ بھٹکتا نہ پھرتا اور اپنے دل پر وہم اور خوف
اور پریشانی غالب نہ کرتا بلکہ اپنی معمولی خوشی
اور استقلال میں ان دنوں کو گزارتا - تو بے شک کہہ
سکتے تھے کہ وہ ہاویہ میں گرنے سے دور رہا - مگر اب
تو اس کی حالت یہ ہوئی کہ قیامت دیدہ ام پیش
از قیامت اسپر وہ غم کے پہاڑ پڑے جو اس نے اپنی
تمام زندگی میں اس کی نظیر نہیں دیکھی تھی پس
کیا یہ سچ نہیں کہ وہ ان تمام دنوں میں در حقیقت
ہاویہ میں رہا ●

মির্জ্জা ছাহেব লজ্জা নিবারণ ও মুরিদদের সান্ত্বনা প্রদান হেতু

তৃতীয় এক খেলা খেলিয়াছিলেন, উহা এই যে, তিনি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিলেন যে, যদি মিষ্টার আথাম শপথ করিয়া বলেন যে, তিনি সত্যের দিকে রুজু করেন নাই, তবে ২০০০ টাকা পারিতোষিক পাইবেন।

তৎপর বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করেন যে, যদি তিনি হলফ করিয়া বলিতে পারেন, তবে চারি সহস্র টাকা পুরস্কার পাইবেন।

মিষ্টার আথাম রুজু করার কথা একেবারে অস্বীকার করিয়া উত্তর দিলেন যে, আমাদের মজহাবে হলফ করা জায়েজ নহে, যেরূপ ইছলাম ধর্ম্মে শূকর ভক্ষণ করা জায়েজ নহে।

যদি মির্জ্জা ছাহেব পূর্ণ মজলিশে শূকর ভক্ষণ করিতে পারেন, তবে আমি তাহাকে পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি।

যদি মির্জ্জা ছাহেব আমার উপর কোর্টে দাবি উপস্থিত করেন, তবে আমি কোর্টে গিয়া হলফ করিতে পারি, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব কোর্টে এইরূপ দাবি করেন নাই।

হে সত্যান্বেষীগণ, তোমরা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়া রাখ যে, হাবিয়াতে পড়িবার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে, ইছলামের জয়লাভ হইয়াছে এবং খ্রীষ্টানগণ লাঞ্ছিত হইয়াছে। হাঁ, যদি মিষ্টার আবদুল্লাহ আথাম চাঞ্চল্য অস্থিরতা প্রকাশ না করিতেন, নিজের কার্য্যগুলির দ্বারা নিজের স্থিরতা দৃঢ়তা দেখাইতেন, নিজের কেন্দ্র স্থল হইতে স্থানে স্থানে বিব্রত না করিতেন, নিজের অন্তরে দুঃশ্চিন্তা, ভয়, অস্থিরতা প্রবল না করিতেন, নিজের স্বাভাবিক আনন্দ ও ধীরতার সহিত এই দিবসগুলি অতিবাহিত করিতেন, তাহ হইলে নিশ্চয় বলিতে পারিতাম যে, তিনি হাবিয়ায় পড়েন নাই, কিন্তু এখন ত তাহার এই অবস্থা হইয়াছে, 'কেয়ামতের পূর্ব্বে কেয়ামত দেখিলাম।"

তাহর উপর দুঃখের এরূপ পর্ব্বত পড়িয়াছিল—যাহার দৃষ্টান্ত তিনি নিজের জীবনে দেখেন নাই। এক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে কি যে, তিনি এই সমস্ত দিবসে প্রকৃত পক্ষে হাবিয়াতে ছিলেন।"

মির্জ্জা ছাহেবের ইহা বিস্ময়কর কারিগিরি, কেননা ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্ট লেখা আছে, যদি মিষ্টার আথাম সত্যের দিকে রুজু করেন, তবে হাবিয়াতে পড়িবেন না, আর যদি তিনি সত্যের দিকে রুজু না কনের, তবে হাবিয়াতে পড়িবেন।

মির্জ্জা ছাহেব একবার বলেন, তিনি সত্যের দিকে রুজু করিয়াছিলেন, আবার বলেন তিনি হাবিয়াতে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু উভয় বিষয় একত্রিত হইতে পারে না। তিনি একবার বলেন, অস্থির, বিব্রত ও ভীত ভাবে ভ্রমণ করার অর্থ সত্যের দিকে রুজু করা। আবার বলেন, উহার অর্থ হাবিয়াতে পড়া। তাহার এইরূপ বিপরীত বিপরীত মত কি আছমানি এলহাম?

এক্ষণে আমরা বলি, যখন মির্জ্জা ছাহেব বলে যে, মিষ্টার আথাম হাবিয়াতে পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয় সত্যের দিকে রুজু করেন নাই।

আর হাবিয়াতে পড়ার দাবি সত্য নহে, কারণ তিনি নিজেই উহার অর্থ মরিয়া যাওয়া লিকিয়াছেন।

তিরইয়াকোল-কুলুব, ১২৪ পৃষ্ঠা;—

ناظرین کو معلوم ہوگا کہ موت کی پیشگوئی اسکے حق میں کیگئی تھی اور اس پیشگوئی کی پندرہ مہینے تھی میعاد ❋

"দর্শক দিগের অবিদিত নাই যে, তাহার সম্বন্ধে মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীর ১৫ মাস মিয়াদ ছিল।"

হকিকাতোল অহি, ১৮৬ পৃষ্ঠা ;—

یاد رکھنا چاھئے کہ عبد اللہ آتھم کی نسبت بھی موت کی پیشگوئی تھی ❋

"স্মরণ রাখা চাই যে, আবদুল্লাহ আথামরে সম্বন্ধেও মৃত্যুর

ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।"

কিস্তিয়ে-নূহ, ৫/৬ পৃষ্ঠা ;—

پیشگوئی نے صاف لفظوں میں کہدیا تھا کہ اگر وہ حق کی طرف رجوع کریگا تو پندرہ مہینے میں نہیں مریگا ٭

ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্ট শব্দে বলিয়া দিয়াছে যে, যদি সে সত্যের দিকে রুজু করে, তবে ১৫ মাসে মরিবে না।"

ছেরাজোল-মনিব, ৫ পৃষ্ঠা ;—

کیا پیشگوئی میں صاف اور صریح طور پر یہ شرط نہ تھی کہ حق کیطرف رجوع کرنے سے موت میں تاخیر ہوگی ٭

"ভবিষ্যদ্বাণীতে কি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভাবে এই শর্ত্ত ছিল না যে সত্যের দিকে রুজু করিলে, মৃত্যুতে বিলম্ব ঘটিবে।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, হাবিয়াতে পড়ার অর্থ মৃত্যু, কাজেই মির্জ্জা ছাহেব নিজের দাবি অনুসারে মিথ্যাবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি হইলেন। যথা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

আরও কেতাবোল-বারিয়া, ১৭৩ পৃষ্ঠা ;—

عبد الله آتھم کی بابت ہم نے شرطیہ پیشگوئی کی تھی کہ اگر رجوع بحق نکریگا تو مریگا ٭

"আবদুল্লাহ আথামের সম্বন্ধে আমি শর্ত্ত বিশিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছি যে, যদি সে সত্যের দিকে রুজু না কর, তবে মরিয়া যাইবে।"

কারামাতোছ-ছাদেকিন, ১০০ পৃষ্ঠা ;—

فاذا بشرنی ربی بعد دعوتی بموتہ الی خمسۃ عشر اشہر

"হঠাৎ আমার প্রতিপালক আমার দোয়ার পরে ১৫ মাসের

মধ্যে তাহার (আবদুল্লাহ আথামের) মৃত্যুর সুসংবাদ প্রদান করিলেন।"

তিরইয়াকোল-কুলুব, ১৯ পৃষ্ঠা ;—

ڈپٹی عبد اللہ آتھم کی موت کی نسبت جو پیشگوئی کی گئی، تھی جس میں یہ شرط تھی کہ اگر آتھم صاحب پندرہ مہینے کی، میعاد میں حق کی طرف رجوع کرلیں گے تو موت سے بچ جائینگے ●

"ডেপুটী আবদুল্লাহ আথামের মৃত্যুর সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, উহাতে এই শর্ত্ত ছিল যে, যদি আথাম ছাহেব ১৫মাসের মিয়াদের মধ্যে সত্যের দিকে রুজু করিয়া লন, তবে মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।"

এক্ষণে আমি মির্জ্জায়িদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি মিষ্টার আথাম সত্যের দিকে রুজু করিয়া থাকেন, তবে তিনি প্রকাশ্য ভাবে তাহার সম্বন্ধে কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিলেন কেন?

তৎপরে মিষ্টার আথাম মির্জ্জা ছাহেবের নির্দ্ধারিত তারিখের ২৩ মাস পরে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অমনি মির্জ্জা ছাহেব 'এস্তেহার এনয়ামি পানছও রুপিয়া, ৭ পৃষ্ঠায়, আরবাইন ৩ নম্বর ১৩ পৃষ্ঠায় ও কিস্তিয়ে-নুহ ৬ পৃষ্ঠায় প্রাচর করিলেন—

میں نے مباحثہ کے وقت قریبا ساٹھ آدمیوں کے روبرو یہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا تو آتھم بھی اپنی موت سے میری سچائی کی گواہی دے گیا ●

আমি তর্কের সময় প্রায় ৬০ জন লোকের সাক্ষাতে বলিয়াছিলাম যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হয়,

সে প্রথমে মরিবে, কাজেই আথাম নিজের মৃত্যুর দ্বারা আমার সত্যতার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন।"

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেব ১৭ মাসের মধ্যে মরিবে স্থলে প্রথমে মরিবে লিখিলেন, ইহা জ্বলন্ত মিথ্যা কথা নহে কি?

মির্জ্জা ছাহেব একটী মিথ্যা কথাকে এলহাম বলিয়া প্রকাশ করিয়া যখন উহা মিথ্যা দাবীতে পরিণত হয়, তখন এইরূপ মিথ্যা কথা যোগ করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

(২) মির্জ্জা ছাহেব জমিমায়-আঞ্জামে আথামের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

یاد رکھو اگر اس پیشگوئي کي دوسري جزو (یعنی احمد بیگ کے داماد کي موت اور محمدي بیگم سے مرزا صاحب کا نکاح) پوري نہ ہوئي، تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا ۞

"স্মরণ রাখ, যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশ (অর্থাৎ আহমদ বেগের জামাতার মৃত্যু এবং মহম্মদী বেগমের সহিত মির্জ্জা ছাহেবের নেকাহ পূর্ণ না হয়, তবে আমি (মির্জ্জা ছাহেব) সমস্ত মন্দ লোক অপেক্ষা সমধিক মন্দ স্থিরীকৃত হইব।"

আরও তিনি আঞ্জামে-আথামের ২২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

من این را (موت داماد احمد بیگ و نکاح محمدي بیگم) براى صدق خود و کذب خود معیار مي گردانم و من نگفتم الا بعد از ان کہ از رب خود خبر دادہ شدم ۞

"আমি ইহাকে (আহমদ বেগের মৃত্যু ও মোহম্মদী বেগমের নেকাহকে) নিজের সত্য ও মিথ্যার মাপকাটি স্থির করিয়াছি, আমি নিজের প্রতিপালক (খোদা) হইতে সংবাদ প্রদত্ত হওয়া ব্যতীত ইহা বলি নাই।"

মূলকথা, মির্জ্জা ছাহেব আহমদ বেগের কন্যা মোহাম্মদী বেগমের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া মিথ্যা করিয়া এলহাম বলিয়া প্রচার করেন যে, আছমানের খোদা তাহার সহিত আমার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে দুনইয়ায় এই বিবাহের সম্বন্ধ করিতে বলিয়াছেন।

আরও আমার উপর এলহাম হইয়াছে যে, যদি আহমদ বেগ তাহার কন্যাটী অন্যের সহিত বিবাহ দেয়, তবে তাহার জামাতা আড়াই বৎসরের মধ্যে মরিয়া যাইবে এবং উক্ত কন্যা পুনরায় আমার সহিত বিবাহিত হইবে। যদি এই দুই বিষয় সংঘটিত না হয়, তবে আমি সকল অপেক্ষা সমধিক মন্দ এবং মিথ্যাবাদী। কিন্তু আহমদ বেগের জামাত মরিল না, মোহম্মদী বেগম তাহার সহিত বিবাহিত হইল না। মির্জ্জা ছাহেব মরিয়া গেলেন, কিন্তু আহমদ বেগের জামাতা ও কন্যা সন্তান-সন্ততি সহ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শান্তির সহিত জীবীত ছিলেন।

এক্ষণে মির্জ্জা ছাহেবের নিজের মুখের দাবিতে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও মিথ্যা মছিহ প্রমাণিত হইলেন।

(৩) তিনি উক্ত আছমানি নেকাহ সম্বন্ধে আঞ্জামে আথামের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

چاهئے تها كه همارے نادان مخالف انجام كے منتظر رهتے اور پہلے سے اپنی بد گوهری ظاهر نكرتے - بهلا جس وقت يه سب باتيں پوري هو جائيں گي - اسي دن يه احمق مخالف جيتے هی رهينگے اور كيا اسدن يه تمام لڑنے والے سچائي كے تلوار سے ٹكڑے ٹكڑے نهيں هو جاويں گے - ان بيوقوفوں كو كوئي بهاگنے كی جگه نهيں رهے گي اور نهايت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت كے سياه داغ ان كے منحوس چهروں پر بندروں اور سوروں كی طرح كرديں گے ●

"আমার অজ্ঞ বিরুদ্ধাবাদিগণকে পরিণামের অপেক্ষা করা এবং প্রথম হইতে নিজের বজ্জাতি প্রকাশ না করা উচিত ছিল। যাহা হউক, যে সময় এই সমস্ত কথা পূর্ণ হইয়া যাইবে, সেই সময় এই নির্ব্বোধ বিরুদ্ধাবাদিরা জীবিত থাকিবেন, সেই দিবস এই সংগ্রাম কারিরা কি সত্যের তরবারী দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবেন না? এই নির্ব্বোধদিগের পলায়নের কোন স্থান থাকিবে না, অতি স্পষ্টভাবে তাহাদের নাসিকা কাটিয়া যাইবে এবং বানর ও শূকর গুলির ন্যায় লাঞ্ছনার চিহ্ন তাহাদের অকল্যাণকর চেহারা গুলিতে স্থাপন করা হইবে।

এইরূপ আত্মাহঙ্কার, গরিমা, বাক্‌পটুতা ও কটুক্তি কি সভ্যতার ও মছিহ হওয়ার লক্ষণ? যদি মোহম্মদী বেগমের সহিত মির্জ্জা ছাহেবের নেকাহ হইয়া যাইত, তবে কি মির্জ্জা ছাহেব ও মির্জ্জায়িগণ বড় বড় আলেম ও বোজর্গের উপর উক্ত শব্দগুলি প্রয়োগ করিতেন না? আল্লাহতায়ালার মর্জ্জি মির্জ্জা ছাহেবের গরিমা ও অহঙ্কারের প্রতিফলে উক্ত নেকাহ হয় নাই। এক্ষণে আমাদের অধিকার নাই কি যে, আমরা মির্জ্জা ছাহেবের কথিত বিষয়গুলি তাঁহার গালায় ঝুলাইয়া দি?

(৪) মির্জ্জা ছাহেব 'এস্তেহারে-এনয়ামি চার হাজার' এর ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ ای خدای قادر و علیم اگر آتھم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلان کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا - یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور پر ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو اور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہوجائے اور اگر ای خداوند یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں - تو مجھے نامرادي اور ذلت کے

ساتھ ھلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون
اور دجال ہی ہوں۔ جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے
اور تیری وہ رحمت میری ساتھ نہیں جو انبیاے کرام
علیہم السلام ...... اور اولیاے امت محمدیہ کے ساتھ
تھی، تو مجھے فنا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے
ہلاک کردے اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا اور
تمام دشمنوں کو خوش کر اور ان کی دعائیں قبول فرما ❋

"আমি শেষে দোয়া করি, হে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ খোদা, আথামের সাংঘাতিক শাস্তিতে ধৃত করা এবং আহমদ বেগের বড় কন্যার সহিত পরিশেষে এই অক্ষমের (মির্জ্জা ছাহেবের নেকাহ হওয়া, যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি তোমার পক্ষে হইয়া থাকে, তবে এরূপ ভাবে প্রকাশ কর — যাহা লোকদের পক্ষে প্রমাণ হয় এবং অন্ধ হৃদয় হিংসুকদিগের মুখ বন্ধ হইয়া যায়।)

"হে খোদাওন্দ, যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি তোমার পক্ষে হইতে না হয়, তবে আমাকে বিফল মনোরথ ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধ্বংস কর। যদি আমি তোমার দৃষ্টিতে মরদুদ, লা'নতি ও দাজ্জাল হই, যেরূপ বিরুদ্ধাবাদিগণ ধারণা করিয়া লইয়াছেন। আর তোমার এবং এই উম্মতের অলিগণের সহিত ছিল, তবে আমাকে ধ্বংস কর এবং লাঞ্ছনার সহিত আমাকে মারিয়া ফেল, চিরতরে লা'নতরে লক্ষ্যস্থল কর, সমস্ত শত্রুকে আনন্দিত কর এবং তাহাদের দোয়া কবুল কর।"

ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আবদুল্লাহ আথাম মারাত্মক শাস্তিতে ধৃত হন নাই এবং মোহাম্মদী বেগমের সহিত মির্জ্জা ছাহেবের বিবাহ হয় নাই, এই হেতু প্রমাণিত হইল যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীদ্বয় খোদার পক্ষ হইতে ছিল না এবং মৌলবী ছানাউল্লাহ ও ডাক্তার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে

ভবিষ্যদ্বাণী করিতে করিতে হঠাৎ ওলাউঠা রোগে লাহোরে এন্তেকাল কিরয়াছিলেন, কাজেই তাহার নিজের মুখের দাবি অনুসারে তিনি লাঞ্ছিত, মরদুদ, লা'নতি ও দাজ্জাল হইবেন কিনা, তাহা মির্জ্জায়িদিগকে জিজ্ঞাসা করি।

(৫) মির্জ্জা ছাহেব ইংরাজি ১৮৯৮ সনের ২১শে নভেম্বর তারিখে নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করেন;—

میں خدا تعالی سے دعا کی ہے کہ وہ مجھہ میں اور محمد حسین میں آپ فیصلہ کرے اور وہ دعا جو میں نے کی ہے یہ ہے کہ ای میری ذوالجلال پروردگار اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل جھوٹا اور مفتری ہوں جیسا کہ محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعۃ السنۃ میں بار بار مجھہ کو کذاب دجال اور مفتری کے لفظ سے یاد کیا ہے اور جیسا کہ اس نے اور محمد بخش جعفر زٹلی اور ابو الحسن تبتی نے اس اشتہار میں جو ۱۰ نومبر سنہ ۱۸۹۷ع چھپا ہے میرے ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تو مجھہ پر ۱۳ ماہ کے اندر یعنی ۱۵ دسمبر سنہ ۱۸۹۸ع سے ۱۵ جنوری سنہ ۱۹۰۰ تک ذلت کی مار وارد کر اور ان لوگوں کی عزت و وجاہت ظاہر کر اور اگر تیری جناب میں میری کچھہ عزت ہے تو میں عاجزی سے دعا کرتا ہوں کہ ان ۱۳ مہینوں میں شیخ محمد حسین - جعفر زٹلی اور تبتی مذکور کو ذلت کی مار سے دنیا میں رسوا کر اور ضربت علیہم الذلۃ کا مصداق کر آمین ثم آمین اس کے آگے لکھا ہے - کہ اس دعا کی قبولیت کا الہام بھی ہوگیا ہے - کہ میں ظالم کو ذلیل و رسوا کرونگا اور وہ اپنے ہاتھہ کاٹے گا - ضرب اللہ اشد من ضرب الناس ●

"আমি খোদার নিকট দোয়া করিয়াছি যে, তিনি নিজে আমার মধ্যে এবং মোহাম্মদ হোছাএনের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন। আমি যে দোয়া করিয়াছিলাম উহা এই —হে আমার প্রতিপালক জোল-জালাল, যদি আমি তোমার দৃষ্টিতে ঐরূপ হেয়, মিথ্যাবাদী ও জালছাজ (মিথ্যা অপবাদকারী) হই, যেরূপ মোহম্মদ হোছাএন ব্যাটলবি নিজের 'এশায়াতুছ-ছুন্নাহ' কেতাবে বারম্বার আমাকে মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল ও জালছাজ শব্দে সম্মরণ করিয়াছেন, আর যেরূপ তিনি, মোহম্মদ বখশ জা'ফর জটলি ও আবুলহাছান তিব্বতি ইংরাজি ১৮৯৭ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখের মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে আমাকে হেয় লাঞ্ছিত করিতে কোন অংশ ত্যাগ করেন নাই, তবে ইংরাজি ১৮৯৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ইংরাজি ১৯০০ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই ১৫ মাসের মধ্যে আমাকে লাঞ্ছনার প্রহারে প্রহারিত কর এবং ইহাদের সম্মান ও গৌরব প্রকাশ কর।

আর যদি তোমার দরবারে আমার কিছু সম্মান থাকে, তবে আমি বিনীত ভাবে দোয়া করিতেছি যে, এই ১৩ মাসের মধ্যে শেখ মোহম্মদ হোছাএন, জা'ফর জটলি ও উল্লিখিত তিব্বতিকে দুনইয়াতে লাঞ্ছনার প্রহারে লাঞ্ছিত কর এবং وضربت عليهم الذلة এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল কর, আমিন, আমিন।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, এই দোয়া কবুল হওয়ার এইরূপ এলহাম হইয়াছিল, আমি অত্যাচারীকে হেয় ও লাঞ্ছিত করিব, তাহারা নিজেদের হস্ত কাটিবে, লোকের প্রহার অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার প্রহার সমধিক কঠিন।"

খোদার মর্জ্জিতে ১৩ মাসের মধ্যে শেখ মোহাম্মদ হোছাএন জা'ফর জটলি ও আবুল হাছান তিব্বতির কেশাগ্র কম্পিত হইল না, তাঁহারা সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিলেন, মির্জ্জা সাহেবের দোয়া মরদুদ হইল, তাহার এলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়া গেল, এক্ষণে তাঁহার নিজের দাবি অনুসারে তিনি মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, লাঞ্ছিত ও জালছাজ হইবেন না কেন?

(৬) মির্জ্জা ছাহেব নিজের ভক্তদের স্থির প্রতিজ্ঞ থাকার আশ্চর্য্যজনক কৌশল অবলম্বন করিতেন, এখনও ৫ নভেম্বরে এর ১৩ মাসের ভবিষ্যদ্বাণীর মিয়াদ উর্ত্তীর্ণ হইয়াছিল না, উহার আড়াই মাস বাকি থাকিতে দ্বিতীয় এক ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিলেন, যেন ভক্তগণের মন প্রথমোক্ত ভ্রান্তিমূলক ভবিষ্যদ্বাণীর ধারণা ত্যাগ করিয়া নূতন ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তিনি ইংরাজি ১৮৯৯ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন;—

ای میرے مولا - قادر خدا - اب مجھے راہ بتلا - اگر میں تیری جناب میں مستجاب الدعوات ہوں تو ایسا کر کہ جنوری سنہ ۱۹۰۰ع سے اخیر دسمبر سنہ ۱۹۰۲ع تک میرے لئے کوئی اور نشان دکھلا اور اپنے بندے کے لئے گواہی دے جس کو زبانوں سے کچلا گیا ہے - دیکھ میں تیری جناب میں عاجزانہ ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ تو ایسا ہی کر - کہ اگر میں تیری حضور میں سچا ہوں اور جیسا کہ خیال کیا گیا ہے کافر کاذب نہیں ہوں تو ان تین سال میں جو اخیر دسمبر سنہ ۱۹۰۲ع تک ختم ہوجائینگے کوئی ایسا نشان دکھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالا تر ہو آگے چلکر لکھتے ہیں - کہ ●

اگر تو ای خدا اس تین برس کے اندر میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی نشان نہ دکھلا دے اور اپنے بندے کو ان لوگوں کی طرح ردی کردے جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بی دین اور کذاب اور دجال اور خائن اور فاسد ہیں تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تئیں صادق نہیں سمجھوں گا اور ان تمام تہمتوں اور الزاموں اور بہتانوں کا اپنے تئیں مصداق سمجھ لوں گا - جو میرے پر لگائے جاتے ہیں - میں اپنے لئے یہ قطعی فیصلہ کرلیا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود اور ملعون اور کافر اور بی دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ●

" হে আমার প্রভু, সর্ব্বশক্তিমান খোদা, এখন তুমি আমাকে পথ প্রদর্শন কর, যদি আমি তোমার দরবারে মকবুলোদ্দোয়া (বাক্‌সিদ্ধ) হই, তবে এইরূপ কর— ইংরাজি ১৯০০ সালের জানুয়ারী হইতে ইংরাজী ১৯০২ সালের ডিসেম্বরের শেষ তারিখের মধ্যে আমার জন্য অন্য কোন নিদর্শন প্রদর্শন কর এবং নিজের বান্দার জন্য সাক্ষ্য প্রদান কর—যাহাকে লোকেরা রসনা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তুমি দেখ, আমি তোমার দরবারে বিনয় সহকারে হস্ত উত্তোলন করিতেছি, তুমি এইরূপ কর, যদি আমি তোমার নিকট সত্যাবাদী হই এবং যেরূপ ধারণা করা হইয়াছে কাফের মিথ্যাবাদী না হই, তবে এই তিন বৎসরে ইংরাজী ১৯০২ সালের ডিসেম্বরের শেষ তারিখে কোন এরূপ নিদর্শন প্রদর্শন কর—যাহা মানব হস্ত অপেক্ষা উচ্চতর হয়।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন—

" হে খোদা, যদি তুমি এই তিন বৎসরের মধ্যে আমার সহায়তা ও সত্যাপরায়ণা প্রতিপাদন কল্পে কোন নিদর্শন প্রদর্শন না কর এবং নিজের বান্দাকে এরূপ লোকদের ন্যায় বাতীল প্রতিপন্ন কর—যাহারা তোমার দৃষ্টিতে দুষ্ট, অপবিত্র, বেদীন, মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, বিশ্বাসঘাতক ও ফাছেদ হয়, তবে আমি তোমাকে সাক্ষী করিতেছি, যে, আমি নিজেকে সত্যবাদী বুঝিব না এবং নিজেকে এই সমস্ত কুৎসা, দুর্ণাম ও অপবাদের লক্ষ্যস্থল ধারণা করিব— যাহা আমার উপর আরোপ করা হইয়া থাকে। আর আমি নিজের জন্য নিশ্চিত স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছি যে, যদি আমার দোয়া কবুল না হয়, তবে আমি এইরূপ মরদুদ, মালয়ুন, কাফের, বেদীন ও বিশ্বাসঘাতক যেরূপ আমাকে ধারণা করা হইয়াছে। "

তিন বৎসরের মধ্যে মানবশক্তির সাধ্যাতীত কোন নিদর্শন মির্জ্জা সাহেবের সহায়তা কল্পে প্রকাশিত হয় নাই, কাজেই তিনি নিজের দাবি অনুসারে দুষ্ট, নাপাক, মরদুদ, মলয়ুন, কাফের বেদীন মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, দাজ্জাল ও মোফেছদ হইবেন না কেন?

মির্জ্জায়িগণ এই লজ্জা নিবারণ কল্পে বলিয়া থাকেন যে, মির্জ্জা ছাহেব এ'জাজে আহমদী' নাম একখানা অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচান করিয়াছিলেন, ইহাই সেই নিদর্শন।

পাঠক, মির্জ্জা সাহেব একজন আরবকে কয়েক শত টাকা দিয়া একখানা কেতাব প্রণয়ন করাইয়া অমৃতসরের মৌলবী ছানাউল্লাহ ছাহেবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন যে, ২০ দিবসের মধ্যে ইহার উত্তর লিকিয়া ছাপাইয়া রেজিষ্টারি ডাকে আমার নিকট পাইবেন। পাছে মির্জ্জা ছাহেবের কারামত বাতীল হইয়া যায়, এই ভয়ে তিনি ২০ দিবস মিয়াদ স্থির করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আপনারা বুঝুন, উক্ত পুস্তকখানি ডাকযোগে অমৃতসরী মৌলবী ছাহেবের নিকট পৌঁছিবে, তিনি ৯০ পৃষ্ঠা কেতাবের পদ্য গদ্য সংযুক্ত আরবী কেতাবের উত্তর লিখিয়া পরিষ্কার করিবেন, তৎপরে উহা ছাপাখানায় পাঠাইবেন, তৎপরে তাহারা উহা কম্পোজ করিয়া ২/৩বার প্রুফ সংশোধন করতঃ ছাপাইয়া অমৃতসরী মৌলবী ছাহেবের নিকট পাঠাইবেন, আবার তিনি রেজিষ্টারি ডাকযোগে মির্জ্জা সাহেবকে পাঠাইবেন, পিওন তাহাকে পার্শ্বেল দিবেন, ইহা ২০ দিনের মদ্যে হওয়া কিরূপে সম্ভব, তাহা ভুক্তভুগিরা বুঝিতে পারেন। যখন উক্ত মৌলবী ছাহেব এই পুস্তক প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি মির্জ্জা ছাহেবকে লিখিয়া জানাইলেন যে, আপনার কবিতার ফাছাহাত বালাগত বিশিষ্ট হওয়া ত দূরের কথা, ইহার মধ্যে বিবিধ প্রকারের ভূল ভ্রান্তি রহিয়াছে। আমি এই পুস্তকের যে ভুলগুলি লিখিয়া পাঠাইতেছি, তাহা সংশোধন করিয়া পাঠান, তৎপরে আমি আপনার সাক্ষাতে বসিয়া আরবি ভাষায় ইহার উত্তর লিখিয়া দিব। ইহা কিরূপ কথা, আপনি নিজের গৃহে বহু টাকা ব্যায় করিয়া অনেক দিবস ধরিয়া একটী কবিতা প্রণয়ন করাইবেন, আর একজনকে নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিবসের মধ্যে উহার উত্তর লিখিতে বলিবেন।

মির্জ্জা ছাহেব তাঁহার এই পত্রের উত্তর দেন নাই। মাওলানা মোহাম্মদ এছমতুল্লাহ ছাহেব ইংরাজী ১৯১২ সালের ২২শে নভেম্বর

তারিখে প্রথম খলিফা মৌলবী নুরদ্দিন ছাহেবকে লিখিয়াছিলেন, আপনাদের মির্জ্জা ছাহেবের দুইখানা কেতাবের জওয়াব দেওয়ার সময় বাকি আছে কি? তদুত্তরে মির মোহাম্মদ ছাদেক লিখিয়াছিলেন, হাঁ উভয় কেতাবের জওয়াবের সময় উর্ত্তীণ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, উক্ত কেতাবদ্বয় মাত্র কযেক দিবস অপূর্ব্ব কেতাব ছিল, তৎপরে উক্ত কেতাবদ্বয়ের অলৌকিকতা বাতীল হইয়া গিয়াছে। কোর-আন বজ্রনিনাদে অতুলনীয় হওয়ার ঘোষণা করিয়াছে, অদ্যাবধি কেহ তত্তুল্য গ্রন্থ রচনা করিতে পারিল না এবং কেয়ামত অবধি পারিবে না। যদি মির্জ্জা ছাহেবের কেতাব অতুলনীয় হইত, তবে ২০ দিবসের মধ্যে উক্ত দাবী সীমাবদ্ধ করা হইল কেন?

দ্বিতীয় যখন ইহা মির্জ্জা ছাহেবের বা অন্যের রচিত, তখন উহা মানব হস্তের সাধ্যতীত হইবে কিরূপে? নিজে মির্জ্জা ছাহেব বারাহিনে-আহমদীয়ার ১৫৬/১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যে বস্তু মানুষে প্রস্তুত করিয়াছে, উহাকে অতুলনীয় বলিলে, নির্ব্বোধ, বুদ্ধি ও ইমানের মূলোৎপাটনকারী, উদাসীন, জ্ঞানান্দ, অন্তরান্ধ, মোনকের নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত।

মূলকথা ৩ বৎসরের মধ্যে মানবের সাধ্যাতীত কোন নিদর্শন মির্জ্জা ছাহেবের সহায়তা কল্পে প্রকাশিত হয় নাই, কাজেই তিনি উপরোক্ত টাইটেলগুলি প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত হইবেন না কেন?

(৭) মির্জ্জা ছাহেব ইংরাজি ১৯০৬ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের বদর পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন;—

میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہہ ہے کہ میں عیسے پرستي کے ستون کو توڑوں اور بجای تثلیث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنحضرت صلعم کی جلالت اور عظمت اور شان دنیا پر ظاہر کروں - پس اگر مجھسے کڑور نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں - پس دنیا مجھہ

ظہور میں نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں - پس دنیا مجھہ سے کیوں دشمنی کرتی ہے وہ انجام کو کیوں نہیں دیکھتی - اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود مہدی موعود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر میں سچا ہوں - اور اگر کچھہ نہ ہوا اور مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں میں جھوٹا ہوں ✽

"আমি যে কার্য্যের জন্য এই ময়দানে দণ্ডায়মান আছি, উহা এই যে, আমি খ্রীষ্ট পূজার স্তম্ভ চুর্ণ করিব, ত্রিত্ববাদের স্থলে একত্ববাদ প্রচার করিব এবং হজরত নবি (ছাঃ) এর গৌরব, মহত্ব ও মর্য্যাদা পৃথিবীতে প্রকাশ করিব। এক্ষেত্রে যদি আমা কর্ত্তৃক কোটী নিদর্শন ও প্রকাশিত হয় এবং এই মূল উদ্দেশ্য প্রকাশিত না হয়, তবে আমি মিথ্যাবাদী। এক্ষণে দুনিয়া কেন আমার সহিত শত্রুতা করে? সে পরিণাম কেন দেখ না? যদি আমি ইছলামের সহায়তা কল্পে উক্ত কার্য্য করিয়া দেখাই যাহা প্রতিশ্রুতি মছিহ ও প্রতিশ্রুত মাহদীর করণীয় ছিল, তবে আমি সত্যপরায়ণ। আর যদি কিছু না হয় এবং আমি মরিয়া যাই, তবে সকলেই সাক্ষী থাকুক যে, আমি মিথ্যাবাদী।

পাঠক, মির্জ্জা ছাহেবের মাহদী, মছিহ ও মোজাদ্দেদ দাবির পূর্ব্বে ইছলামী রাজ্য ও ইছলামী ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা সহস্র গুণে উন্নত ছিল, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেবের উপরোক্ত দাবিগুলির পরে অধিকাংশ ইছলামি শরিয়তের স্থলে নানা প্রকার অপকার্য্য প্রকাশিত হইতেছে, খৃষ্টান পাদ্রিরা বহু মুছলমানকে খৃষ্টান করিয়া লইতেছে। তাহাদের ক্রমোন্নতি হইতেছে, তাহাদের মতের বিস্তৃতি অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে। এমন কি মির্জ্জা ছাহেবের নিজের কথামত ১৩ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুস্থানে নূতন খৃষ্টানদিগের সংখ্যা ৫ লক্ষ্য হইয়াছে। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম লোপ করিবেন কি, বরং এক ফৎওয়ায় প্রায় ৪০ কোটী মুছলমানকে কাফের হওয়ার দাবী করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা বলিতে পারি যে, তিনি মূল উদ্দেশ্য

সাধন করেন নাই, কাজেই তিনি নিজ দাবি অনুসারে মিথ্যাবাদী হইবেন না কেন?

(৮) মির্জ্জা ছাহেব তবলিগে রেছালাতের ২/২০/২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

حضرت محمد مصطفی صلعم ختم المرسلین کے بعد کسی، دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں - میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی، اور جناب رسول اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم پر ختم ہوگئی *

আমি খাতেমোল-মোরছালিন হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (ছাঃ) এর পরে অন্য কোন নবুয়ত ও রেছালাতের দাবিদারকে মিথ্যাবাদী ও কাফের জানি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, রেছালাত সংক্রান্ত অহি হজরত আদম ছফিউল্লাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং জনাব রাছুলুল্লাহ মোহাম্মদ মোস্তাফা (ছাঃ) এর উপর শেষ হইয়া গিয়াছে।"

আরও তিনি 'হামামাতোল-বোশরা'র ৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

وما كان لي ان ادعي النبوة و اخرج من الاسلام و الحق بقوم كافرين *

"আমার পক্ষে উচিত নহে যে, আমি নবুয়তের দাবি করি ও ইছলাম হইতে বাহির হইয়া যাই এবং কাফের সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হই।"

আরও তিনি ইংরাজি ১৮৯১ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে দিল্লীর জামে মসজিদে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন;—

میں قائل ختم نبوت ہوں - اس کے منکر کو بے دین اور خارج از اسلام سمجھتا ہوں *

আমি নবুয়ত শেষ হওয়ার মতাবলম্বন কারী, ইহার অস্বীকার

কারীকে বেদীন ও ইছলাম-বহিভূর্ত জানি।”

ইহার পরে মির্জ্জা ছাহেবের নবি হওয়ার আগ্রহ হইলে, ظلي জেল্লী, بروزي বরুজি مجازي, মাজাজি حقيقي, হাকিকি غير حقيقى, গরহকিকি تشريعى, তশরিয়ি غير تشريعى ও গরতশরিয়ি ইত্যাদি ইত্যাদি নবুয়তের কত প্রকার অভিনব বিভাগ করিলেন।

তিনি এক গলতি কা এজালা নামক বিজ্ঞাপনে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর বরুজ জেল্ল হইয়া উম্মতি নবি হওয়ার দাবি করিয়াছেন। হকিকতোন্নবুয়ত, ২৬৪—২৬৬ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

তিনি ইংরাজী ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখে বদর পত্রিকায় লিখিয়াছেন;—

ہمارا دعوی ہے کہ ہم رسول اور نبي ہیں در اصل یہ نزاع لفظی ہے خدا تعالی جس کے ساتھہ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے جو بلحاظ کمیت و کیفیت کے دوسرون سے بہت بڑھکر ہو اور اس میں پیشگوئیان بھی بکثرت ہون - اسے نبی کہتے ہیں اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے پس ہم نبي ہیں - ہمارے مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے - یہودیون - عیسائیون اور ہندؤن کے دین کو جو ہم مردہ کہتے ہیں تو اسي لئے کہ انمیں کوئي نبي نہیں ہوتا - اگر اسلام کا بھي یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گو ٹھہرے - کس لئے اس کو دوسرے دینون سے بڑھکر کہتے ہیں - ہم پر کئی سالون سے وحی نازل ہو رہي ہے اور اللہ تعالی کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں اس لئے ہم نبی ہیں - امر حق کے پہنچانے میں کسی قسم کا اخفانہ رکھنا چاہئے ✱

"আমার দাবি এই যে, আমি রাছুল ও নবী, মূলতঃ ইহা অপ্রকৃত মতভেদ, যাহার সহিত খোদাতায়ালা এরূপ কথোপকথন করেন—যাহা পরিমাণ ও ভাবে অন্যান্যদিগের চেয়ে অধিক হয় এবং তাহার মধ্যে বহু ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হয়, তাহাকে নবী বলা হয়। এই মর্ম্মটী আমার সহিত খাপ খায়, এই হেতু আমি নবী।... আমার মত এই যে, যে ধর্ম্মে নবুয়তের ধারাবাহিক প্রচলন না থাকে, উহা প্রাণহীন। আমরা যে য়িহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্ম্মকে নির্জীব বলিয়া থাকি, ইহার কারণ এই যে, তাহাদের মধ্যে নবী হইতেছে না। যদি ইছলামের এই অবস্থা হইত, তবে আমরাও কাহিনী প্রকাশক স্থিরীকৃত হইতাম, আর কি জন্যই বা এই দীনকে অন্যান্য দীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া থাকি?... আমার উপর কয়েক বৎসর হইতে অহি নাজিল হইতেছে এবং আল্লাহতায়ালার কয়েকটী নিদর্শন ইহার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, এই হেতু আমি নবী। সত্যকথা পৌঁছাইতে কোন প্রকার গোপন করা উচিত নহে।" হকিকাতোন্নবুয়ত, ২৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরও তিনি ইংরাজি ১৯০৮ সালের ২৩শে মে তারিখে এক পত্র "আম" পত্রিকার সম্পাদকের নামে প্রেরণ করেন, তিনি উহা ২৬শে মে তারিখে উক্ত পত্রিকায় মুদ্রিত করেন, উহাতে তিনি লিখিয়াছেন, খোদাতায়ালা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন এবং তাহা কর্ত্তৃক বহু ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হইয়াছে, এই হেতু তিনি নবী। এস্থলে তিনি স্পষ্টভাষায় নবুয়তের দাবি করিয়াছেন। হকিকাতোন্নবুয়ত, ২৭০/২৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মির্জ্জা ছাহেব প্রথম তিন স্থলে নুয়তের এনকার করিয়াছেন, শেষ তিন স্থলে নবুয়তের দাবি করিয়াছেন, প্রথম তিন স্থলে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর নবুয়ত শেষ হওয়ার দাবি করিয়াছেন, পক্ষান্তরে শেষ তিন স্থলে নবুয়ত ও অহির অবারিত দ্বারের উদঘাটন করিয়াছেন। হজরতের হাদিছে আছে, لا نبي بعدي " আমার পরে কোন প্রকার নবী হইবে না।" কাজেই মির্জ্জা ছাহেব মিথ্যাবাদী,

কাফের বেদীন ও ইছলাম হইতে খারিজ হইবেন কিনা?

(৯) ডাক্তার আবদুল হাকিম খাঁ ছাহেব (এসিস্টান্ট সার্জ্জেন পাতিয়ালা) মির্জ্জা সাহেবের খাঁটি মুরিদ ছিলেন, ২০ বৎসর যাবৎ মির্জ্জা ছাহেবের ভক্ত থাকিয়া তাঁহার গুপ্তভেদ অবগত হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ পূর্ব্বক সত্য মতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ছিলেন। মির্জ্জা ছাহেব প্রথমতঃ ইহার ভক্তির প্রশংসা করিতেন, তৎপরে ইহার কঠিন শত্রু হইয়া পড়িলেন।

ডাক্তার ছাহেব মির্জ্জায়ি মতের বিরুদ্ধে কয়েকখানা কেতাব ও বিজ্ঞাপন লিখিয়াছিলেন, তিনি তফছিরোল-কোর-আন বেল-কোর-আনের ১৯৫-২২০ পৃষ্ঠায় মির্জ্জা ছাহেবের দোষগুলির আলোচনা করিয়াছেন।

অবশেষে একে অন্যের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন;—

হকিকাতোল অহি কেতাবের ৩৯৩/৩৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

خدا سچے کا حامی ہو - میاں عبد الحکیم خان صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ نے میری نسبت یہ پیشگوئی کی ہے - مرزا مسرف ہے کذاب اور عیار ہے صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائیگا اور اس کی میعاد تین سال بتائی گئی ٭

اس کے مقابل پر وہ پیشگوئی ہے جو خدا تعالی کی طرف سے میاں عبد الحکیم صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نسبت مجھے معلوم ہوئی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ٭

خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں - ان پر کوئی غالب نہیں آسکتا - فرشتوں کی کھینچی ہوئی

تلوار تیرے آگے ہے - پر تونے وقت کو نہ پہچانا نہ دیکھا نہ جانا رب فرق بین صادق و کاذب انت تری کل مصلح و صادق ٭

"খোদা সত্যপরায়ণের সহায়তাকারী হউক।" মিয়া আবদুল হাকিম খাঁ ছাহেব এসিষ্টান্ট সার্জ্জেন পটইয়ালার আমার (মির্জ্জা ছাহেবের) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী;—

"মির্জ্জা অপব্যায়ী, মিথ্যাবাদী ও চতুরবাগীশ, সত্যবাদীর সম্মুখে দুষ্ট লোক মরিয়া যাইবে এবং উহার মিয়াদ তিন বৎসর কথিত হইয়াছে।"

ইহার পরিবর্ত্তে খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে যে মিয়া আবদুল হাকিম খাঁ ছাহেব এসিষ্টান্ট সার্জেন পটইয়ালার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী আমি অবগত হইয়াছি, তাহার শব্দগুলি এই-খোদার মকবুল লোকদিগের মধ্যে কবুলিএতের নমুনা ও চিহ্ন সকল থাকে, আর তাহারা শাস্তির বাদশাহজাদা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাহাদের উপর কেহ প্রবহল হইতে পারে না, ফেরেশতাগণের নিষ্কোষিত তরবারী তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, কিন্তু তুমি সময় চিনিলে না, দেখিলে না এবং জানিলে না। হে আমার প্রতিপালক, সত্যপরায়ণ ও অসত্যপরায়ণের মধ্যে প্রভেদ করিয়া দেখাও এবং তুমি প্রত্যেক সংস্কারক ও সত্যবাদীকে জানিতেছ।"

আরও মির্জ্জা ছাহেব উহার ফুটনোটে লিখিয়াছেন;—

خدا تعالیٰ کا یہ فقرہ کہ وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عبد الحکیم خان کے اس فقرہ کا رد ہے کہ جو مجھے کاذب اور شریر قرار دیکر کہتا ہے کہ صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائیگا گو میں کاذب ہوں اور وہ صادق اور وہ مرد صالح ہے اور میں شریر - اور خدا تعالیٰ اسکے رد میں فرماتا ہے کہ جو خدا کے خاص لوگ

ہیں وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں ذلت کی موت اور ذلت کا عذاب انکو نصیب نہیں ہوگا - اگر ایسا ہو تو دنیا تباہ ہوجائے اور صادق او کاذب میں کوئی امر خارق نہ رہے ❋

"তাহারা শান্তির বাদশাহ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; খোদার এই কথাটী তাঁহার পক্ষ হইতে আবদুল হাকিম খাঁর এই কথার প্রতিবাদ করিতেছে যে, সে আমাকে মিথ্যাবাদী, ও দুষ্ট স্থির করিয়া বলিতেছে যে, সত্যবাদীর সাক্ষাতে দুষ্ট ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে, যেন আমি মিথ্যাবাদী, আর সে ব্যক্তি সত্যবাদী ও সৎপুরুষ, আর আমি দুষ্ট মানুষ। খোদাতায়ালা উহার প্রতিবাদে বলিতেছেন, যাহারা খোদার খাস লোক, তাহারা শান্তির বাদশাহ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, লাঞ্ছনাজনক মৃত্যু ও অপমানসূচক শাস্তি তাহাদের ভাগ্যনিহিত নহে। যদি এইরূপ হইত, তবে দুন্‌ইয়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং সত্যবাদী ও মিথ্যাবদীর মধ্যে কোন প্রভেদকারী বিষয় থাকিবে না।"

আরও মির্জ্জা ছাহেব উহার ফুটনোটে লিখিয়াছেন;—

ای میرے خدا صادق اور کاذب میں فرق کرکے دکھلا تو جانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے اس فقرۂ الہامیہ میں عبد الحکیم خان کے اس قول کا رد ہے جو وہ کہتا ہے کہ صادق کے سامنے شریر فنا ہوجائیگا - پس چونکہ وہ اپنے تئیں صادق ٹھیراتا ہے خدا فرماتا ہے کہ تو صادق نہیں ہے میں صادق اور کاذب میں فرق کرکے دکھلاؤں گا ❋

"হে আমার খোদা, তুমি সত্যবাদী ও মিথ্যবাদীর মধ্যে প্রভেদ করিয়া দেখাও, তুমি জান, সত্যবাদী ও নেককার কে? এই এলহামি বচনে আবদুল হাকিম খাঁর এই কথার প্রতিবাদ করা হইয়াছে যে, সে বলিতেছে যে, সত্যবাদীর সাক্ষাতে দুষ্ট বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যেহেতু সে নিজেকে সত্যবাদী স্থির করিয়া থাকে,

এই হেতু খোদা বলিতেছেন, তুমি সত্যবাদী নও, আমি সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে প্রভেদ করিয়া দেখাইব।"

তৎপরে ডাক্তার আবদুল হাকিম খাঁ এই এলহাম প্রচার করিলেন যে, ইংরাজি ১৯০৭ সালের জুলাই হইতে ১৪ মাসের মধ্যে মির্জ্জা গোলাম আহমদ ছাহেব মরিয়া যাইবেন। মির্জ্জা ছাহেব উহার প্রতিবাদে ১৯০৭ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখে 'তাবছেরা' নামক একখানা বিজ্ঞাপন নিম্নোক্ত মর্ম্মে প্রচার করিলেন;—

خدا نے فرمایا کہ میں تیری عمر کو بڑھادوں گا یعنے دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی سنہ ۱۹۰۷ع سے ۱۴ مہینہ تک تیری عمر کے دن رہگئے ہیں یا ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیشگوئی کرتے ہیں ان سب کو میں جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دونگا تا معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک امر میرے اختیار میں ہے ✹

یہ عظیم الشان پیشگوئی ہے جس میں میری فتح اور دشمن کی شکست اور میری اور دشمن کی ذلت اور میرا اقبال اور دشمن کا ادبار بیان فرمایا ہے اور دشمن پر غضب اور عقوبت کا وعدہ کیا ہے مگر میری نسبت لکھا ہے کہ دنیا میں تیرا نام بلند کیا جاویگا او نصرت اور فتح تیرے شامل حال ہوگی، اور دشمن جو میری موت چاہتا ہے وہ خود میری آنکھوں کے روبرو اصحاب الفیل کی طرح نابود اور تباہ ہوگا ✹

"খোদা বলিলেন, আমি তোমার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিব— অর্থাৎ যে শত্রু বলিতেছে যে, ইংরাজি ১৯০৭ সালের জুলাই হইতে ১৪ মাস কেবল তোমার আয়ুষ্কাল বাকি রহিয়াছে, কিম্বা অন্য শত্রু এইরূপ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছে, আমি এই সমস্তকে

মিথ্যা বাদী সাব্যস্ত্য এবং তোমার বয়স বৃদ্ধি করিয়া দিব, যেন লোকে জানিতে পারে যে, আমি খোদা এবং প্রত্যেক বিষয় আমার ক্ষমতাধীন।

ইহা মহা গৌরবান্বিত ভবিষ্যদ্বাণী—যাহাতে আমার জয় ও শত্রুর পরাজয়, আমার সম্মান ও শত্রুর অপমান এবং আমার উন্নতি ও শত্রুর অবনতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন এবং শত্রুর উপর কোপ ও শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কিন্তু আমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, দুনইয়াতে তোমার নাম উন্নত করা হইবে এবং সহায়তা ও বিজয় তোমার ভাগ্যনিহিত হইবে। আর যে শত্রু মৃত্যু কামনা করে, সে নিজেই আমার চক্ষুদ্বয়ের সম্মুখে হস্তী-স্বামি দিগের ন্যায় বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইবে।"

ইহার পরে ডাক্তার ছাহেব নিম্নোক্ত এলহাম প্রচার করেন যে, মির্জ্জা ছাহেব ১৯০৮ সালের ৪ঠা আগষ্টের মধ্যে মরিয়া যাইবেন।

تب اسنے یہ پیشگوئی کی کہ میں اسکی زندگی میں ہی ۴ - اگست سنہ ۱۹۰۸ع تک اسکے سامنے ہلاک ہو جاؤنگا - مگر خدا نے اسکے پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائیگا اور خدا اسکو ہلاک کریگا اور میں اسکے شر سے محفوظ رہونگا یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھہ میں ہے - بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالی کی نظر میں صادق ہے خدا اسکی مدد کریگا - چشمۂ معرفت صفحہ ۳۲۲ (مصنفۂ مرزا صاحب) ✹

"তৎপরে উক্ত ডাক্তার ছাহেব এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, আমি (মির্জ্জা ছাহেব) তাহার জীবদ্দশায় ইংরাজি ১৯০৮ সালের ৪ঠা আগষ্টের মধ্যে তাহার সম্মুখে মরিয়া যাইব, কিন্তু খোদা উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিকুলে আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, সে নিজে শাস্তিতে ধৃত হইবে, খোদা তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন এবং আমি

তাহার অপকার হইতে নিষ্কৃতি পাইব। ইহা এরূপ ব্যাপার— যাহার নিষ্পত্তি খোদার আয়ত্ত্বাধীনে আছে। নিঃসন্দেহে ইহা সত্যকথা যে, যে ব্যক্তি খোদার নিকট সত্যবাদী, খোদা তাহার সাহায্য করিবেন।'' মির্জ্জা ছাহেবের রচিত চশমায়-মা'রেফাত, ৩২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উভয়ের মশি যুদ্ধের ফল এই হইল যে, ডাক্তার আবদুল হাকিম ছাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মির্জ্জা গোলাম আহমদ ছাহেব ইংরাজি ১৯০৮ সালের ২৬শে মে তারিখে লাহোরে এন্তেকাল করিয়া গেলেন। তাহার এলহামকারীর সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভ্রান্তিমূলক হইল এবং মির্জ্জা ছাহেবের নিজ দাবি অনুসারে তিনি মিথ্যাবাদী ও দুষ্ট সপ্রমাণ হইলেন।

ইহাতে বুঝা যায়, মির্জ্জা ছাহেব যে সমস্ত কথা খোদাই এলহাম বলিয়া প্রকাশ করিতেন, সমস্ত তাহার নফছের রচিত কথা, একটীও খোদায়ি এলহাম নহে।

(১০) মির্জ্জা ছাহেব ইংরাজি ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন, উহার নাম '' مولوي ثناء الله صاحب كے ساتھ آخري فيصله মৌলবী ছানাউল্লাহ ছাহেবের সহিত শেষ মীমাংসা''।

তিনি উহাতে লিখিয়াছেন ;—

بخدمت مولوي ثناء الله صاحب السلام على من اتبع الهدى مدت سے آپکے پرچه اهل حديث ميں ميري تكذيب اور تفسيق كا سلسله جاري هے - هميشه مجھے آپ اپنے اس پرچه ميں مردود - كذاب - دجال مفسد كے نام سے منسوب كرتے هيں اور دنيا ميں ميري نسبت شهرت ديتے هيں كه يه شخص مفتري كذاب اور دجال

ہے اور اس شخص کا دعوی مسیح موعود ہونیکا سراسر افترا ہے ...... اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپکی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤنگا ...... اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق مکذبین کے سزا سے نہیں بچینگے پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون - ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی ہی میں وارد نہوئیں تو میں خدا کے طرف سے نہیں ٭

"মৌলবী ছানাউল্লাহ ছাহেবের খেদমতে পৌঁছে। যে ব্যক্তি সত্য পথের অনুসরণ করিয়াছে, তাহার উপর ছালাম হউক। অনেক দিবস হইতে আপনার আহলে-হাদিছ পত্রিকায় আমার উপর অসত্যরোপ করার ও আমাকে 'ফাছেক' নামে অভিহিত করার পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। আপনি সর্ব্বদা আমাকে উক্ত পত্রিকায় মরদুদ, মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, মোফছেদ নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছেন এবং দুনইয়াতে আমার সম্বন্ধে প্রচার করিতেছেন যে, এই ব্যক্তি অপবাদক, মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল এবং এই ব্যক্তির প্রতিশ্রুত মছিহ হওয়ার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদি আমি এইরূপ মিথ্যাবাদী ও জালছাজ হই, যেরূপ আপনি অধিকাংশ সময় নিজের পত্রিকায় স্মরণ করিয়া থাকেন, তবে আমি আপনার জীবদ্দশায় বিনষ্ট হইয়া যাইব।...

যদি আমি মিথ্যাবাদী ও জালছাজ না হই, খোদার

কথোপকথন করার গৌরবে গৌরবান্বিত হই এবং প্রতিশ্রুত মছিহ হই, তবে আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে আশা রাখি যে, আপনি আল্লাহর প্রচলিত বিধান অনুসারে অসত্যারোপকারিদিগের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। এক্ষণে যদি যে শাস্তি মনুষ্যদের হস্ত-প্রসূত না হয়, বরং বিশুদ্ধ খোদার শক্তি-প্রসূত হয়, যেরূপ প্লেগ, হাএজা ইত্যাদি মারাত্মক ব্যধি আমার জীবদ্দশায় আপনার উপর পতিত না হয়, তবে আমি খোদার পক্ষ হইতে নহি।"

তৎপরে তিনি লিখিতেছেন;—

اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر - اگر یہ دعوی مسیح موعود ہونیکا محض میرے نفس کا افترا ہے اور میں تیری نظر میں کذاب ہوں اور دن رات افترا کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر ...... ❋

اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیرے نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اسکو صادق کے زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے آمین ثم آمین ❋

"আর আমি খোদার নিকট দোয়া করিতেছি যে, হে আমার মালিক, সর্ব্বদর্শক ও সর্ব্বশক্তিমান, যদি এই প্রতিশ্রুত মছিহ হওয়ার দাবি কেবল আমার নাফছের জালছাজি হয় এবং আমি তোমার দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী হই ও রাত্রদিবা মিথ্যাকথা প্রচার করা আমার কার্য্য হয়, তবে হে আমার প্রিয় মালিক, আমি বিনয় সহকারে তোমার দরবারে দোয়া করিতেছি যে, মৌলবী ছানাউল্লাহ ছাহেবের জীবদ্দশায় আমাকে বিনষ্ট কর।...

এক্ষণে আমি তোমারই পবিত্রতা ও রহমতের আঁচল ধরিয়া তোমার দরবারে করুণ প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার ও ছানাউল্লার মধ্যে সত্য মীমাংসা করিয়া দাও এবং তোমার দৃষ্টিতে প্রকৃত পক্ষে যে ব্যক্তি মোফছেদ ও মিথ্যাবাদী হয়, তাহাকে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় দুনইয়া হইতে উঠাইয়া লও। আমিন, ছোম্মা, আমিন।"

মির্জ্জা ছাহেব ২নং আরবাইনের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

وما ينطق عن الهوى - ان هو الا وحي يوحى

"তিনি স্বেচ্ছায় কোন কথা বলেন না, উহা অবতারিত অহি ব্যতীত নহে।"

আরও তিনি 'তিরইয়াকোল-কুলুবে'র ৩৮ পৃষ্ঠায় এই এলহামটী লিখিয়াছেন;—

اجيب كل دعائك الا في شركائك

" তোমার শরিকগণের সম্বন্ধে ব্যতীত তোমার প্রত্যেক দোয়া কবুল করিব।"

আরও তিনি ইংরাজি ১৯০৭ সালের ২৫শে এপ্রিলে বদর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন;—

ثناء الله کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اسکی بنیاد رکھی گئی - ایک دفعہ ہماری توجہ اس طرف ہوئی اور رات کو توجہ اسکی طرف تھی اور رات کو الہام ہوا اجیب دعوۃ الداع ❋

"ছানাউল্লাহর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আমার পক্ষ হইতে ছিল না, বরং খোদার পক্ষ হইতে উহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। একবার আমার খেয়াল এই দিকে হইয়াছিল, আর রাত্রে ইহার দিকে লক্ষ্য ছিল, রাত্রে এলহাম হইল যে, আমি দোয়াকারীর দোয়া কবুল করিয়া থাকি।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, মির্জ্জা ছাহেবের এই দোয়া কবুল হওয়ার এলহাম হইয়াছিল, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব মৌলবী ছানাউল্লাহ ছাহেবের জীবদ্দশায় লাহোরে হায়েজা পীড়ায় এন্তেকাল করিয়া গেলেন, পক্ষান্তরে মৌলবী ছানাউল্লাহ ছাহেব অমৃতশ্বরী এখনও জীবিত আছেন, ইহাতে দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত হইল যে, মির্জ্জা ছাহেব নিজের দাবি অনুসারে মোফছেদ, মিথ্যাবাদী ও জালছাজ ছিলেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মছিহ, মাহদী ইত্যাদি কিছুই ছিলেন না।